ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ কুম্ভমেলায় আবার আগুন, পুড়ল একাধিক তাবু

জয় বাগানের, সেমিতে সবুজ-মেরুন ৭

কলকাতা ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ৩ ফাল্গুন ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৪৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.02.2025, Vol.18, Issue No. 246, 8 Pages, Price 3.00

এইচআইভি সংক্রমিত সূচ

লখনউ, ১৫ ফেব্রুয়ারি: ডিজিটাল ভারতের যুগেও পণপ্রথার অভিশাপ রয়ে গিয়েছে। এবার ফের একবার তার প্রমাণ মিলল। শ্বশুরবাড়ির দাবি মতো ১০ লক্ষ টাকা পণ দিতে পারেনি বাপের বাড়ির লোকেরা। এই কারণে বধূকে নির্যাতনের পর এইচআইভি সংক্রমিত সূচ ফুটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। জানা গিয়েছে, নক্কারজনক এই ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের সাহারনপুরে।

মহারাষ্ট্রে লাভ জিহাদ বিরোধী আইন

মুম্বই, ১৫ ফেব্রুয়ারি: উত্তরপ্রদেশের ধাঁচে এবার মহারাষ্ট্রেও কার্যকর হতে চলেছে লাভ জেহাদ বিরোধী আইন! ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো পদক্ষেপ শুরু করল দেবেন্দ্র ফড়নবিস সরকার। লাভ জিহাদ বা ধর্মান্তকরণ সংক্রান্ত যদি কোনও আইন আনতে হয়, তাহলে সেই আইনের রূপরেখা কী হবে, খতিয়ে দেখতে সাত সদস্যের কমিটি গড়ছে মহারাষ্ট্রে সরকার। সরকারি বিজ্ঞপ্তি বলছে, সাত সদস্যের এই নতুন কমিটি জোর করে ধর্মান্তকরণ তথা লাভ জিহাদ নিয়ে রাজ্যে যা যা অভিযোগ উঠছে, সেই সব অভিযোগ খতিয়ে দেখবে। এই ধরনের অভিযোগ রুখতে কী কী করণীয় তার একটা নীল নকশা তৈরি করবে। কমিটির শীর্ষে রাখা হয়েছে মহারাষ্ট্রের ডিজিপিকে।

শহরে এটিএম জালিয়াতিতে গ্রাহকদের লক্ষাধিক টাকা গায়েব

নিজস্ব প্রতিবেদন: কার্ড এটিএম মেশিনে ঢোকানোর পর গায়েব লক্ষ লক্ষ টাকা। এমনটাই ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার সার্ভে পার্ক থানার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামের পাশেই। এখানকারই এসবিআই এটিএম থেকে লক্ষ টাকা চুরির অভিযোগ। এই ঘটনায় শুক্রবার রাতেই খবর যায় পুলিশের কাছে। যাঁদের টাকা খোয়া যায় তাঁরা ইতিমধ্যেই থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতেই কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামের ঠিক উল্টোদিকে থাকা ওই এটিএম থেকে টাকা তুলতে যান বলাই সর্দার নামে এক ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগ, এটিএম মেশিনে কার্ডটি দেওয়ার পর তা বেশ কিছুক্ষণ সেটি আটকে যায়। অনেক চেষ্টার পর হেল্পলাইনে ফোন করেন। সেখান থেকেই বেশ কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়। যা বলা হয় তা করেন। যদিও শেষ পর্যন্ত কার্ড না বের করতে পেরে বাড়ি চলে যান তিনি। এরপরই নজরে আসে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে তিনবারে মোট ২৫ হাজার টাকা তোলার মেসেজ এসেছে। মেসেজ পাওয়ার পর তিনি এটিএমে যান। তখনই জানা যায়, শুধু বলাই সর্দারই নন, আরও বেশ কয়েকজনের টাকা খোয়া গিয়েছে। যাদের মধ্যে একজন লক্ষাধিক টাকা খুইয়েছেন বলে অভিযোগ করেন। সার্ভে পার্ক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

এদিকে এই ঘটনায় সাইবার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছে, প্রতারণার পরিভাষায় এই ঘটনাকে বলা হচ্ছে এটিএম কার্ড স্কিমিং। এক্ষেত্রে খুব ছোট্ট ডিভাইস মেশিনে ঢোকানো থাকে, একদম কার্ড ঢোকানোর জায়গায়। আপনি নিজের ডেবিট কার্ড ঢোকালেই, আপনার কার্ডটিকে লক করে দেয় সেই প্রতারণা ডিভাইসটি। সমস্যায় পড়েন গ্রাহকরা। তা বুঝতে না পেরে গ্রাহকেরা ফোন করেন হেল্পলাইনে। সেখান থেকে বলা হয়, পিন কোড প্রেস করতে। আর এভাবেই আপনার কার্ডের গোপন পিনকোড জেনে নেয় জালিয়াতরা। ভেতরে লাগানো ডিভাইস কার্ডের দুটো পিঠ স্ক্যান করে নেয়। এরপর ধাপে ধাপে ব্যাঙ্ক থেকে উধাও সব টাকা।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচ বছর আগেও এমন একটি ঘটনার সাক্ষী থেকেছিল কলকাতা। বারবার এটিএমে টাকা তুলতে গিয়ে কষ্টার্জিত সব উপার্জন খোয়াচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ। তখনই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তদন্তে নামে লালবাজার সাইবার দপ্তর। গ্রেপ্তার করা হয় একটি রোমানিয়ান গ্যাং-কে। এবার প্রশ্ন উঠছে নতুন করে কি আবার কলকাতার বুকে এই রোমানিয়ান গ্যাং মাথা চাড়া দিয়েছে কি না তা নিয়েই।

এটিএমে দুঃসাহসিক ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার আন্দুল রোডের আলমপুরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের এটিএমে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে শনিবার কাকভোরে। অনুমান করা হচ্ছে,একদল দুষ্কৃতী পরিকল্পিতভাবে এই লুঠপাট চালিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা এটিএম মেশিনটি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেলে এবং সমস্ত টাকা লুট করে নিয়ে যায়। মেশিনের ধ্বংসাবশেষ ঘটনাস্থলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে, এবং এটিএমের একটি বড় অংশ বাইরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। এমনকি, ডাকাতরা মেশিনে আগুন ধরিয়ে দেয়, যাতে কোনো প্রমাণ না থাকে।

ঘটনার খবর পেয়ে সাঁকরাইল থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সঙ্গে ছিলেন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররাও। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে, এবং দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তৎপর হয়েছে পুলিশ। আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা যায়।

এটিএমের সুরক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে ভেঙে ফেলা হলো, এবং দুষ্কৃতীরা কীভাবে টাকা লুট করল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনায় আতঙ্কিত, এবং এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি তুলেছেন। পুলিশের অনুমান, পেশাদার চক্র এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। তবে তদন্তের পরই প্রকৃত তথ্য সামনে আসবে।

না ফেরার দেশে গণসঙ্গীতের কণ্ঠ প্রতুল মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। শনিবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন 'আমি বাংলায় গান গাই'-এর মতো স্রষ্ঠা। বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার খবর পেয়েই খোঁজ নেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সন্ধ্যায় নিজেই যান এসএসকেএম হাসপাতালে। প্রবীণ শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশাল মিডিয়া পোস্টে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান তিনি। লেখেন, 'প্রতুলদার মৃত্যু বাংলা গানের জগতে অপূরণীয় ক্ষতি। যতদিন বাংলা গান থাকবে, আমি বাংলায় গান গাই বাঙালির মুখে মুখে ঘুরবে।' এর পাশাপাশি ফেসবুক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতুলবাবুর সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাতের মুহূর্ত স্মরণ করেছেন। লিখেছেন, 'কয়েকদিন আগেই হাসপাতালে গিয়ে আমি ওনার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। প্রতুলদার মৃত্যু বাংলা গানের জগতে

শোকজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

অপূরণীয় ক্ষতি। আমি গর্বিত আমাদের সরকার তাঁকে যোগ্য সম্মান জানাতে পেরেছিল।'

তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে নিজেকে আর সামলাতে পারেননি তাঁর স্বজন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে রবীন্দ্রসদনে গায়ককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সেই আবেগের কথা প্রকাশ করে ফেললেন তিনি। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'সকাল থেকে আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ ধরে কিছু বলতে পারিনি। তারপর অরূপকে (অরূপ বিশ্বাস) ফোনে বলে দিলাম, কী কী করতে হবে। আমি কখনও অতি পরিচিতদের মৃত্যুর পর তাঁদের মুখ দেখি না। জীবিত অবস্থায় যেমন দেখেছিলাম, তেমনই আমার স্মৃতিতে রাখতে চাই। কিন্তু প্রতুলদার বিষয়টা আলাদা। এখানে আসতেই হল, না এসে উপায় ছিল না।'

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তখন আচমকা তাঁর নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ হওয়ার খবর মেলে, পরে স্নায়ু ও নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞরা তাঁকে পরীক্ষাও করেছিলেন।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেও হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে চিকিৎসকদের 'আমি বাংলায় গান গাই' গেয়ে শোনান প্রবীণ গায়ক। কিন্তু সপ্তাহ খানেক আগে তাঁর আচমকাই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। দেখা যায়, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে গায়কের। তড়িঘড়ি কার্ডিওলজি বিভাগে স্থানান্তর করা হয় তাঁকে। সেখানেই ধরা পড়ে, ফুসফুসেও প্রবল সংক্রমণ রয়েছে। ফলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে দ্রুত। সঙ্গে ছিল অ্যান্টিবায়োটিক এলার্জি সংক্রমণ ও নিউমোনিয়া। পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হয়ে ওঠে ক্রমশ। এরপরই মাল্টি অর্গান ফেইলিওর আর তারপর কার্ডিয়াক আরেস্টে মৃত্যু হয় প্রতুলবাবুর। ফলে হাজারো চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হল না।

জীবনতলা থেকে উদ্ধার ১৯০ রাউন্ড কার্তুজ, ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড় সাফল্য বেঙ্গল এসটিএফ-এর। জীবনতলা থানার ঈশ্বরীপুর এলাকা থেকে উদ্ধার ১৯০ রাউন্ড কার্তুজ। লাগতার অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ কার্তুজ উদ্ধার করে এসটিএফ। কার্তুজ উদ্ধারের পাশাপাশি চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে রাজ্য এসটিএফের তরফ থেকে।একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার বন্দুক ও কার্তুজ উদ্ধার করে বেঙ্গল এসটিএফ। এলাকায় মাছের কারবার করে অভিযুক্ত। ধৃতের নাম রশিদ মোল্লা। তাঁকে জীবনতলা থানার ঈশ্বরীপুর উজিরের মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসটিএফ সূত্রে খবর, এলাকায় মাছের কারবার করে অভিযুক্ত। মূলত ফিশারিকো মাছ চাষ তার জীবিকা। বস্তুত, ধৃতের ছেলেও এর আগে ভাঙড় এলাকা থেকে অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে।

রশিদের পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে হাসনাবাদের বাসিন্দা বছর চল্লিশের আশিক ইকবাল গাজি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বছর একাত্তরের বাসিন্দা হাজি রশিদ মোল্লা, পঁয়তাল্লিশ বছরের আবদুল সেলিম গাজি ও শান্তিপুরের জয়ন্ত দত্তকে। এদের মধ্যে আবার জয়ন্ত কলকাতার বুকে অস্ত্র বিপণন দোকানের কর্মচারি। প্রাথমিক অনুমান, প্রত্যেকটি লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানের জন্য বরাদ্দকৃত বুলেট থাকে। বছরে পরীক্ষা করার জন্য কিছু বুলেট বরাদ্দ করা হয়। সেই বরাদ্দ বুলেটেরই একটা বড় অংশ চোরা পথে এই অস্ত্র পাচারকারীদের হাতে পৌঁছয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছ এসটিএফ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, তবে এবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক অভিনব ডায়মন্ডহারবার মডেলের কথা উল্লেখ করে কটাক্ষের সুরে বলেন, 'ব্যাটেলগ্রাউন্ড বজবজ-ডায়মন্ডহারবার মডেল।' এর পাশাপাশি তিনি এক্স হ্যান্ডলে এও লেখেন, 'বজবজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা। দেশি বোমা তৈরির জন্য কুখ্যাত। সেই এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল গুলির লড়াইয়ের জেরে। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বোমাবাজির জেরে।

মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১০ পুণ্যার্থীর

প্রয়াগরাজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি: মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। জানা গিয়েছে, একটি বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে প্রয়াগরাজের উদ্দেশে যাওয়া বোলেরো গাড়ির। দুমড়েমুচড়ে যায় সেটি। গাড়িটিতে ছিলেন ১০ জন পুণ্যার্থী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। অন্যদিকে, বাসে থাকা যাত্রীদের মধ্যেও অন্তত ১৯ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁদের।

পিটিআই সূত্রে খবর, শুক্রবার মাঝরাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে প্রয়াগরাজ-মির্জারাজ হাইওয়েতে। মৃতেরা সকলে ছত্তিশগড়ের কোরবার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁরা মহাকুম্ভের ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের জন্য যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই এই ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যায়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি আসছিল মধ্যপ্রদেশের রাজগড় থেকে। দুর্ঘটনা দেখে প্রথমে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। তাঁরাই খবর দেন থানায়। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। কিন্তু ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান গাড়িতে থাকা ১০ জন। পুলিশ এসে দ্রুত দেহগুলো উদ্ধার করে। এবং আহতের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠায়।

এই দুর্ঘটনার খবর পেয়েই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘটনাস্থলে নিজের আধিকারিকদের পাঠান। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থার করার নির্দেশ দেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ নেন আহতদের। তবে কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে।

তরুণীকে কুপিয়ে অ্যাসিড

অমরাবতী, ১৫ ফেব্রুয়ারি: প্রেমদিবসে মনের কথা জানিয়ে ছিলেন তরুণ। তবে সেই প্রস্তাবে রাজি হননি তরুণী। তাতেই বিপত্তি! মুহূর্তে ভালোবাসা বদলে যায় হিংসায়। তরুণীকে কোপানোর পর মুখে অ্যাসিড মারার অভিযোগ উঠল পরিচিত তরুণের বিরুদ্ধে। ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের আন্নামায়া জেলার পেরামপল্লীতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত তরুণী স্নাতকের পড়ুয়া। ভ্যালেন্টাইনস ডের দিন তাঁকে প্রেমের প্রস্তাব দেন একই কলেজের এক ছাত্র। তরুণী রাজি না হওয়াতেই আক্রমণ! ঘটনার পর তাঁকে দ্রুত মদনাপল্লে সরকারি হাসাপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি।

শান্তিপুর হাসপাতালে বমি পরিষ্কার, অভিযুক্ত চিকিৎসককে শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শান্তিপুর হাসপাতালে রোগীর বাবাকে দিয়ে বমি পরিষ্কার করানোর ঘটনায় আরও কড়া পদক্ষেপ স্বাস্থ্যদপ্তরের। এবার অভিযুক্ত চিকিৎসক তন্ময় সরকারকে শোকজ করা হল। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তিন সদস্যের কমিটির কাছে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

গত শুক্রবার শান্তিপুর হরিপুর মেলের মাঠ এলাকার বাসিন্দা সমীর শীলের পাঁচ বছরের শিশুকন্যা জ্বর ও বমির সমস্যায় ভুগছিল। মেয়েকে নিয়ে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যান। জরুরি বিভাগে সেসময় কর্মরত ছিলেন চিকিৎসক তন্ময় সরকার। শিশুর শারীরিক পরীক্ষার সময় সে জরুরি বিভাগের দরজার কাছে বমি করে দেয়। অভিযোগ, শিশুকন্যার বাবাকে দিয়ে বমি পরিষ্কার করান জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত ওই চিকিৎসক। সমীরবাবু প্রথমে প্রতিবাদ করলেও চিকিৎসক তাঁকে পরিষ্কার করতে কার্যত বাধ্য করেন। হাসপাতালে এই ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে চিকিৎসককে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'বাসে-ট্রেনে মেয়ে গায়ে বমি করলে কি পরিষ্কার করতেন না?'

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। আগেই শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ও সিএমওএইচের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্যভবন। গঠন করা হয়েছে তিনসদস্যের কমিটি। এবার অভিযুক্ত চিকিৎসককে শোকজ করল স্বাস্থ্যদপ্তর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৫/০২/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৩৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Gopal Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dipak Biswas ও D. Biswas উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১১ নং এফিডেভিট বলে Mita Dhar W/o. Swapan Kumar Dhar ও Mita Dhar D/o. Hironmoy Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷

জেলা জজ আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া
রেফা : - ম্যাট সুট নং ১১৫/২০২৪

এতদ্বারা বিবাদী **শ্রী ধনঞ্জয় চট্টোরাজ**, পিতা- মৃত প্রভাস চট্টোরাজ, সাকিম-রবিসরন এ্যাপার্টমেন্ট, থার্ড ফ্লোর, ৩এ, এ.সি. মুখার্জ্জী রোড, ডনবস্কো স্কুলের নিকট, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ১০৩, বর্তমান সাকিম - শেহরপাড়া, আর.টি. গালর্স হাইস্কুলের নিকটে, পোঃ ও থানা - শিউড়ি, জেলা - বীরভূম, পিন-৭৩১১০১ আপনাকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে আপনার স্ত্রী **শ্রীমতী এষা ব্যানার্জ্জী**, পিতা - শ্রী দিলীপ ব্যানার্জ্জী, স্বামী - ধনঞ্জয় চট্টোরাজ, সাকিম রবিসরন এ্যাপার্টমেন্ট, থার্ড ফ্লোর, ৩এ, এ.সি. মুখার্জ্জী রোড, ডনবস্কো স্কুলের নিকট, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১০৩, আপনার বিরুদ্ধে হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্টের ১৩(১এ) ধারা মতে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। আদালতের নির্দেশে **শ্রীমতী এষা ব্যানার্জ্জী** এই বিজ্ঞপ্তি জারি করিতেছেন। উক্ত বিষয়ে আপনার কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের অন্দরে জেলা জজ আদালতের নিকট স্বয়ং অথবা কোনো নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমাটির একতরফা শুনানী হইবে।

Soumi Bhattacharya,
এ্যাডভোকেট, চুঁচুড়া জজ কোর্ট,
হুগলী - ৭১২১০১

আদালতের অনুমত্যানুসারে
অভিজিৎ ব্যানার্জ্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম লালবাগ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট সিভিল জজ্ (জুঃ ডিঃ) আদালত
মোঃ নং- ০১/২৪ মিস প্রবেট

দরখাস্তকারী- মৌমিতা রায় ওরফে মৌমিতা গুপ্ত, স্বামী- দেবাশিষ রায়, সাকিম- বারোদুয়ারী, পোঃ- আজিমগঞ্জ, থানা- জিয়াগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ।

প্রতিপক্ষ-
১। বেবী গুপ্ত স্বামী-মৃত অতনুত্রাস গুপ্ত ২। বহ্নিশেখর গুপ্ত পিতা- মৃত অতনুত্রাস গুপ্ত উভয়ের সাং- আজিমগঞ্জ বারোদুয়ারী, পোঃ- আজিমগঞ্জ, থানা-জিয়াগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন নং- ৭৪২১২২ যেহেতু দরখাস্তকারী মৃত সুতনুকা গুপ্ত, পিতা মৃত অতনুত্রাস গুপ্ত, সাং- বারোদুয়ারী, পোঃ- আজিমগঞ্জ, থানা- জিয়াগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ- এর কর্তৃক ইং ০২/০৩/২০২৩ তারিখের সম্পাদিত উইলের প্রবেট লইবার নিমিত্ত উপরোক্ত মোকর্দ্দমা করিয়াছেন।

অতএব, অত্র নোটিশ দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ঐ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে উপরোক্ত আদালতে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

অদ্য সন ২০২৪ সালের ২৪-৯-২৪ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

তপশীল

জেলা-মুর্শিদাবাদ, থানা-জিয়াগঞ্জ, মৌজা- মুনসুরগঞ্জ মধ্যে খতিয়ান নং- L.R. 843, দাগ নং-L.R. 196, L.R. 197, L.R. 198, রকম- বাড়ী, ভিটি, ভিটি, পরিমান- ০.০১৯৭ একর, ০.০০৭২ একর, ০.০০০৫ একর,

আদালতের আদেশানুসারে
সেরেস্তাদার
লালবাগ মুন্সেফ আদালত, মুর্শিদাবাদ

আমার মক্কেল রামাকান্ত বেহারা, পিতা- শ্রীধর বেহারা মহাশয় গত ইং ০৮.০৩.১৯৯৯ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-৪, ভলুম নং-২, পাতা নং- ৬৩ হইতে ৬৬, বিয়িং নং-৮৬ নং পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে ১। কাশীনাথ প্রজাপতি, ২। কৈলাশ প্রজাপতি, ৩। অশোক কুমার প্রজাপতি, ১ হইতে ৩ নং পিতা হীরালাল প্রজাপতি, ৪। ঘনঝটা প্রজাপতি, ৫। আউধু প্রজাপতি, ৬। মুনিব প্রজাপতি, ৪ নং হইতে ৬ নং পিতা রাজারাম প্রজাপতি মহাশয়গণদের নিকট হইতে জগদীশপুর মৌজায় (জে.এল. নং- ২) সাবেক ২০৪৬ নং হাল ১১২ নং খতিয়ানে সাবেক ৪৬৭৪নং হাল ৪৬৯৯ নং দাগে ২ কাঠা জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও প্রকার আপত্তি থাকিলে বালি-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Warehouse available on rent at Bombay Rd 1000 to 3000 sq ft. Also logistics support. Call 9163939640, 7003797243

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intends to purchase the several lands described in the below schedule. Anybody having any claim, demand, right, title or interest in respect of the mentioned property or any part thereof share, partition, sale mortgage, charge, lease, lien, license, tenancy, gift, charge, trust, easement, attachment, possession or encumbrance or otherwise howsoever or of any nature whatsoever is hereby required to make the same in writing to undersigned within seven days from the date of publication of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be presumed that there is no such claim and shall be deemed to have been given up or waived.

SCHEDULE

ALL THAT piece and parcel lying and situated at Dist. Hooghly, P.S.- Dadpur:- Mouza- Talchinan Shanihati, J.L No. 166, L.R. Dag No. 3557, LR Khatian No. 6195, Nature of land Shali, Area of land 39 Satak. Mouza- Talchinan Shanihati, J.L No. 166, L.R. Dag No. 3586, LR Khatian No. 371/1, Nature of land Shali, Area of land 64 Satak. Mouza- Talchinan Shanihati, J.L No. 166, L.R. Dag No. 3587, LR Khatian No. 371/1, Nature of land Shali, Area of land 0.10 Acre. Mouza- Talchinan Shanihati, J.L No. 166, L.R. Dag No. 3589, LR Khatian No. 371/1, Nature of land Shali, Area of land 0.0500 Acre. Mouza- Gotu, J.L No. 63, L.R. Dag No. 3494, LR Khatian No. 3394, Nature of land Shali, Area of land 13 Satak.
Intending purchasers are requested to contacted vide Mobile No. 6291733583.

Golok Chandra Ghosh
Date:15/02/2025. **Advocate**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ ই ফেব্রুয়ারি। ৩ রা ফাল্গুন। রবিবার। কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্ত্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ সঙ্কটনাশীনি শ্রীশ্রী দুর্গা পুজা। ড, মেঘনাদ সাহা র প্রয়াণ দিবস।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডক্টর অফ লিটারেচার সম্মানে ভূষিত হলেন ড. জি. বিশ্বনাথন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এক গৌরবময় মুহূর্তে ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-র প্রতিষ্ঠাতা ও চ্যান্সেলর ড. জি. বিশ্বনাথনকে ডক্টর অফ লিটারেচার সম্মানে ভূষিত করা হল। শিক্ষা, নেতৃত্ব, জনসেবা ও মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রেভ. ড. জন ফেলিক্স রাজ, এস.জে. এই সম্মান প্রদান করেন।

বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চ্যান্সেলর রেভ. ড. জেমস আরজেন টেটে, এস.জে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অতিথি, ছাত্রছাত্রী এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করেন মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আই. পি. মুখার্জি। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও দূরদর্শী নেতা ড. বিশ্বনাথন ভারতের উচ্চশিক্ষার রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এই স্বীকৃতি ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রথম সম্মাননা প্রদান। এর আগে, ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটি এবং ২০২৪ সালে নিউ ইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটি, বিংহ্যামটন ইউনিভার্সিটি তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করেছিল। সম্মান গ্রহণ করে ড. বিশ্বনাথন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং উচ্চশিক্ষার গুণগত মান ও গবেষণার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার উৎকর্ষতা ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজ্য সরকার। সেই উদ্যোগেরই অঙ্গ হিসেবে নতুন বছরের শুরুতেই মিড-ডে মিলে খাবারের মান উন্নয়নে বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, রাজ্যের ৮৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৮৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতি সপ্তাহে দু'দিন ডিম দেওয়া হবে, যা আগে একদিন দেওয়া হত। এছাড়াও খাবারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে পুষ্টিকর ফল। এর জন্য রাজ্য সরকার মাথাপিছু আট টাকা খরচ করবে।

স্কুল শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, মিড-ডে মিলের এই বাড়তি পুষ্টি সংযোজনের সময়সীমা পাঁচ সপ্তাহ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। স্কুল শিক্ষা দফতরের মতে, অতিরিক্ত অর্থ ব্যবহারের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের 'ফ্লেক্সি ফান্ড' থেকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। ফান্ডটি ৭৫৬২.৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, যার একটি অংশ দিয়ে ছাত্রদের সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন যোগ করা হবে।

রাজ্য মিড-ডে মিল প্রজেক্ট ডিরেক্টর পারমিতা রায় জানিয়েছেন, বাড়তি অর্থ থেকে বাচ্চাদের সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের শেষের দিকে বরাদ্দের পর কিছু টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাই তা যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতর মিড-ডে মিল বরাদ্দ বৃদ্ধি করার ঘোষণা দেয়। প্রাথমিক স্কুলে প্রতি ছাত্রের জন্য ৭৪ পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে এক টাকা ১২ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। তবে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর জানায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাথাপিছু ৬ টাকা ১৯ পয়সা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে কেন্দ্র দেবে তিন টাকা ৭১ পয়সা। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৯ টাকা ২৯ পয়সা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে কেন্দ্র দেবে ৫ টাকা ৫৭ পয়সা এবং রাজ্য দেবে ৩ টাকা ৭২ পয়সা।

শেষ হলো একাদশতম কলকাতা আন্তর্জাতিক পোল্ট্রি ফেয়ার ২০২৫। ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, প্রদীপ কুমার মজুমদার, ফেডারেশন এর সাধারণ সম্পাদক মদনমোহন মাইতি। আয়োজনে ওয়েস্ট বেঙ্গল পোল্ট্রি ফেডারেশন।

রাজ্যের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরির পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন বিতর্ক নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রেক্ষিতে রাজ্যের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরির পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হচ্ছে। ওষুধের গুণমান যাচাই করতে ভিন রাজ্যের পরীক্ষাগারের ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং দ্রুত পরীক্ষার ফলাফল পেতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবকে ঢেলে সাজাতে রাজ্য স্বাস্থ্য সেবা নিগম দরপত্র আহ্বান করেছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জানা গেছে পরীক্ষাগারের মান উন্নয়নে ১৩ ধরনের মোট ৩৭টি অত্যাধুনিক বহুমূল্য সরঞ্জাম কেনা হচ্ছে। এছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বেশ কিছু নতুন প্রযুক্তিও আনা হচ্ছে।

বসানো হচ্ছে ৩৫ লাখ টাকার অ্যানালিটিক্যাল ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম, ৫০ লক্ষ টাকার প্রিন্টার-সহ অ্যানালিটিক্যাল ব্যালান্স মেশিন এবং ১.১০ কোটি টাকা দামের মাইক্রো-ব্যালান্স প্রিন্টার। ইতিমধ্যেই টেন্ডার দিয়ে সরবরাহকারী সংস্থা বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

এমএএসএ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি ক্যামাক স্ট্রিট শিল্প সদনে এমএসএমই এবং এসএমএএসএভি অর্থাৎ স্টার্টআপ অ্যাকসেলেটর অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ এর অনুষ্ঠানে ব্যতিক্রমী উদ্যোক্তা এবং শিল্পীদের সম্মান জানানো হয়। ইভেন্টটি দূরদর্শী, ব্যবসায়িক অগ্রগামী এবং পরিবর্তন নির্মাতাদের একত্রিত করে। এবছর তারা ১০টি অসামান্য স্টার্টআপকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যা ভারতের ব্যবসায়িক ল্যান্ডস্কেপের ভবিষ্যতকে রূপ দিচ্ছে।

মর্যাদাপূর্ণ সন্ধ্যায় আইএএস রাজেশ পান্ডে (প্রধান অতিথি), সুশীল জি পোদ্দার (প্রেসিডেন্ট, এমএএসআই), রজনীশ কুমার (এমএসএমই সেগমেন্টের প্রধান, এসবিআই), সিএস মমতা বিনানি, প্রজ্ঞা ঝুনঝুনওয়ালা (প্রোগ্রাম কর্ডিনেটর, তানএমএভিএসএ) সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রবীণ খেমকা, মণীশ গোয়াল, ওম প্রকাশ ঝাঝারিয়া, ইনা বোস, ইরা সাহা, একতা খেমকা, সম্মানিত অতিথি জনাব সি. কে. ভারদারাজন, জে এল বারদিয়া, এন কাপাডিয়া, এস কে চোরারিয়া, প্রদীপ লুহারিওয়ালা, রাজহিদ,ডি. বাগরি উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে গ্রেপ্তার ছিঁচকে চোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার পোলবার রামনাথপুরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক ছিঁচকে চোর।

পুলিশ সূত্রে খবর, রামনাথপুরে ওই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের দিল্লিতে হেড অফিস রয়েছে। শুক্রবার রাতে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেন দিল্লির অফিসের কর্মীরা। ফোন করা হয় পোলবা থানায়। সেখান থেকে ওই শাখার সিসিটিভি ফুটেজ নিয়মিত চেক করা হয়। পোলবা থানার একটি টিম ব্যাঙ্কের সামনে গিয়ে হাজির হয়। ব্যাঙ্কের ঠিক পাশের একটি বাড়ির বাসিন্দারাও সন্দেহজনক কিছু আওয়াজ পান। পুলিশ এলে তাঁদেরকে বিষয়টি জানানো হয়। এই সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের সমস্ত সিসিটিভি কানেকশান বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয় ভিতর থেকেই। ততক্ষণে গোটা ব্যাঙ্কটিকে ঘিরে ফেলে পুলিশ বাহিনী।

গোটা ঘটনায় ততক্ষণে হইচই পড়ে গিয়েছে এলাকায়। ব্যাঙ্কের ভিতর ঠিক কত সংখ্যক দুষ্কৃতী রয়েছে ঠাওর করতে না পেরে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী নিয়ে আসা হয়। ওই শাখার ম্যানেজারকে ফোন করে ডাকে পুলিশ। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ব্যাঙ্কের সামনের গেট খুলে ভিতরে ঢোকে পুলিশ। অবশেষে ধরা পড়ে এক ছিঁচকে চোর।

পোলবা থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ধৃত ব্যক্তির নাম দেবকুমার লোহার। অভিযুক্ত পোলবারই বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, এর আগেও কয়েকবার ব্যাঙ্কে গিয়ে রেইকি করে এসেছিলেন ওই ব্যক্তি। ব্যাঙ্কের একটি ভেন্টিলেটের ভেঙে সেখান থেকে গলেই ভেতরে ঢুকেছিলেন অভিযুক্ত। কয়েকদিন আগে পোলবার মহানাদে একটি স্কুলে এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা চুরি হয় তালা ভেঙে। সেই চুরিতে ধৃতের যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করে নিজেদের হেপাজতে নেয় পুলিশ।

সমতট নাট্যমেলার রজত জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরপাড়ার গণভবনে সম্প্রতি শেষ হল ১১ দিনের সমতট নাট্যমেলা। পঁচিশ বছর আগে বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, আশোক মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, দেবাশিস মজুমদারের উদ্যোগে সমতট সংস্কৃতি দুঃস্থ ও অসুস্থ নাট্যকর্মীদের সাহায্যার্থে বঙ্গ নাট্য সংহতির কল্যাণ তহবিল নির্মাণের জন্য শুরু করে এই নাট্যমেলা। সেই থেকেই বছরের শেষে শীতকালে প্রিয় শিল্পীদের অভিনীত নাটক দেখতে উত্তরপাড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ ভিড় করেন সমতট নাট্যমেলায়। এবছরেও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যদলগুলি মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে চার্বাক, চেতনা, সায়ক, প্রাচ্য, পঞ্চম বৈদিক, নৈহাটি নাট্য সমন্বয়, নয়ে নাটুয়া, অনীক, যাদবপুর রম্যানী, কল্লায়ু। দর্শক সমাগমে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল ফেরারী ফৌজ, মহাত্মা বনাম গান্ধী, খেলাঘর, চরণে সেবা লাগে, মনে জঙ্গলের মত নাটক। প্রতিবছরের মতই ছিল সমতট সংস্কৃতির নতুন নাটক, স্বপ্নময় ও অসময়। এবছরের নাট্যমেলায় সমতটের নাটক ও অনীক নাটক আক্ষরিক দর্শকদের মুগ্ধ করে। সমতট নাট্যমেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত বসু, অশোক মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন ও মেঘনাদ ভট্টাচার্য। বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রী সমন্বয়ে সমতট নাট্যমেলায় দর্শক সমাগম ছিল চোখে পরার মত। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বঙ্গ নাট্য সংহতির সম্পাদক পরিচালক প্রকাশ ভট্টাচার্যের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা দুঃস্থ ও অসুস্থ নাট্যকর্মীদের জন্য তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভা পরিচালিত মহামায়া হাসপাতালের ক্যান্সার চিকিৎসার উদ্যোগে পঁচিশ হাজার টাকা দানের ঘোষণা করেন সমতট কর্তৃপক্ষ।

বোরো চাষের জলের দাবিতে অবরোধ-বিক্ষোভ চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: বোরো চাষের জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন চাষিরা। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা মানকর রাজ্য সড়কের আনন্দবাজার কলাইঝুটি মোড়ে কয়েকশো বোরো চাষি রাস্তা অবরোধ করেন। চাষিরা অবিলম্বে সেচ খালে জল দেওয়ার দাবি জানান। স্থানীয়রা জানান, ১৪ ফেব্রুয়ারি ডিভিসির সেচখালের মাধ্যমে মালিদা পাড়া খালে বোরো চাষের জল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও খালে জল ছাড়া হয়নি। মাঠে রোয়া ধান শুকিয়ে যাচ্ছে। জল না থাকায় মাঠ ফেটে চৌচির হয়েছে। চাষিরা আরও বলেন, 'প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় লিফলেট প্রকাশ করে খালে বোরো চাষের জল দেওয়ার কথা বলা হয়। অথচ এখনও জল দেওয়া হচ্ছে না। এখন জল না দিলে তাদের মাঠের ধান জল না পেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দাবি, চাষিদের যা খরচ হয়েছে বীজ রোয়া করতে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।'

আউশগ্রামের কলাইঝুটি, বিজয়পুর, মালিদাপাড়া, সর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের বোরো চাষিরা ঘোর সংকটে পড়েছেন। তাই যতক্ষণ না তাদের দাবি পূরণ হবে ততক্ষণ তাদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

অর্জুন সিংয়ের বাড়িতে বোমাবাজি ঘটনায় দুজনের ১০ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাটপাড়াতে বিজেপি নেতার অর্জুন সিংয়ের বাড়িতে বোমা মারার ঘটনায় আদালত আরিফ আখতার ও রাহুল পাশি নামে দুজনকে ১০ বছর কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাবাসের আদেশ দিলো। শনিবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতের মুখ্য বিচারক সৌমেন্দ্র নাথ দাশ এই আদেশ দিয়েছেন। এর আগেই ওই আদালত ওই দুজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। এন আই এ র কৌসুলি দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী জানান গত ২০২১ সালে ভাটপাড়াতে তত্কালীন বিজেপির সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাড়িতে বোমা মারার ঘটনা

ঘটেছিল। এন আই এ তদন্ত করে। এন আই এ ওই ঘটনায় আরিফ আখতার ও রাহুল পাশিকে গ্রেফতার করেছিল। ওই দুজন আদালতে দোষ স্বীকার করে আবেদন করেছিল। শনিবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতের মুখ্য বিচারক এই মামলায় সাজা ঘোষণা করেছেন।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৩ ফাল্গুন, রবিবার

নন্দীগ্রাম আন্দোলনে ৭০ জন অভিযুক্তের মামলা প্রত্যাহার চায় রাজ্য, 'না' আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনের সময় খুন ও অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করতে চায় রাজ্য। আর তাতে রাজ্যের যুক্তি খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত সূত্রে খবর, এই তালিকায় রয়েছে শেখ সুফিয়ান, আবু তাহের-সহ প্রায় ৭০ অভিযুক্তের নাম। রাজ্যের এই আর্জি জনসাধারণের কাছে ভুল বার্তা যাবে, এমনটাই স্পষ্ট জানায় বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ।

নন্দীগ্রামে গুলি চালানোর ঘটনা ২০07 সালে। পুলিশ গুলি চালানোর পর সিপিএম নেতা কর্মীদের উপর পালটা আক্রমণ, খুন এমনকি অপহরণের অভিযোগে ৩০৭,৩০২,৩৬৪ ধারায় প্রায় সত্তর জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চলা দশটি মামলা তুলতে চেয়ে নিম্ন আদালতে আবেদন করে রাজ্য। নিম্ন আদালত রাজ্যের আবেদনে সিলমোহর দেয়। নিম্ন আদালতের সেই রায়কে খারিজ করেছে হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের পর্যবেক্ষণ, 'ভোটে হিংসা হোক বা ভোট পরবর্তী হিংসা, গণতন্ত্রের জন্য হিংসা ত্যাগ করা উচিত। সমাজকে হিংসামুক্ত করা উচিত রাজ্যের।' তাঁর আরও পর্যবেক্ষণ, যেকোনও ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স দেখাতে হবে রাজ্যকে। খুনের মতো অপরাধে মামলা প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত রাজ্য নিয়েছে, তাতে ভুল বার্তা যাবে। অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখীন হতেই হবে। মামলা প্রত্যাহার কখনই জনস্বার্থে হতে পারে না। এর ফলে জনগণ ক্ষতির মুখে পড়বে। এমনকি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার চাইলেও এটা প্রত্যাহার করতে পারে না। মামলাকারী দীপক মিশ্র ও নীলাঞ্জন অধিকারী দুটি জনস্বার্থ মামলা করেন। মামলা যায় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে। সেই বেঞ্চ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর রায় দিয়ে রাজ্যকে তিরস্কার করেছে। মামলাকারীর আবেদন ছিল, ২০২০ সালের ১০ ফ্রেবরুয়ারি তাঁরা জানতে পারেন, মামলা তুলে নিতে চায় রাজ্য। চার্জশিট দেওয়ার পর কীভাবে মামলা তুলে নিতে চায় রাজ্য? এমনকি ওই চার্জশিটে উল্লেখ ছিল, ঘৃণ্যতম অপরাধ করেছে অভিযুক্তরা। ২০07 ও ২০09 সালে নন্দীগ্রাম, খেজুরি থানায় মামলাগুলি দায়ের হয়েছিল। ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য এই মামলাগুলি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের ৪৪ পাতার রায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখীন হতেই হবে। রাজ্যের এজি কিশোর দত্ত এই মামলায় রাজ্যনৈতিক প্রতিহিংসা ও আত্মরক্ষার যুক্তি দেন। যা ধোপে টেকেনি।

বাংলায় ওষুধ দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওষুধ দুর্নীতি নিয়ে এক বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, বাংলায় আরও এক ওষুধ দুর্নীতি চলছে। এই প্রসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্টও করেন শুভেন্দু। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, সরকারের অধীনে থাকা সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স সম্প্রতি রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালগুলি সহ জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসারদের নোটিস দিয়ে বলেছে ফার্মা ইমপেক্স ল্যাবরেটরিসের সাপ্লাই করা কোনও ওষুধ বা সামগ্রী ব্যবহার না করতে, তা বর্জন করতে। হাসপাতালে যদি স্টক থাকে তাহলে তা যেন অব্যবহৃত রাখা হয়। এর কারণ, গত ২৯ জানুয়ারি স্টেট ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফে ফার্মা ইমপেক্সকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত উৎপাদন বন্ধ রাখতে।

শুভেন্দুর কথায়, 'এটা একটা ওষুধ দুর্নীতি চলছে। কারণ বিষয়টি সম্পর্কে খোলাখুলি কিছুই বলা হয়নি, একটা গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে। একই সঙ্গে, কোন কোন ওষুধ নিষিদ্ধ হল বা ব্যবহার করা যাবে না, সে ব্যাপারেও কোনও স্পষ্ট তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এটাও একটা বড় ষড়যন্ত্র।' এই ইস্যুতে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের থেকে উত্তর চেয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক। তাঁর মূল প্রশ্ন, এমন কী হল যার জন্য ওই সংস্থাকে ওষুধ উৎপাদন করতে বারণ করে দেওয়া হল এবং আর কোন কোন ওষুধ উৎপাদন হবে না তাও জানতে চান তিনি।

প্রসঙ্গত, রিঙ্গার ল্যাকটেট স্যালাইন-কাণ্ডে প্রসূতির মৃত্যু হয়েছিল মেদিনীপুরে। সেই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও হয়। সেই মামলায় ইতিমধ্যেই রিপোর্ট দিয়েছে রাজ্য সরকার। বলা হয়েছে, গত ৮ ও ৯ জানুয়ারি হাসপাতালে আরএমও ছিলেন না। সিনিয়র ডাক্তাররাও ছিলেন না। একসঙ্গে পাঁচজন প্রসূতি ভর্তি হয়েছিলেন। স্টেট ড্রাগ কন্ট্রোল বলেছে, স্যালাইনে কোনও সমস্যা ছিল না। তবে সিআইডি এখন তদন্ত করে দেখছে, কীভাবে মৃত্যু ও অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছিল।

মিড ডে মিলে আরও দু-দিন ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মিড ডে মিলে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত সপ্তাহে আরও দু-দিন পাতে গোটা ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। আপাতত স্কুল পড়ুয়াদের খাবারের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন করে গোটা ডিম মিড ডে মিলে রান্না করে দেওয়া হয়। তবে এবার পড়ুয়াদের সাপ্লিমেন্টারি পুষ্টি হিসেবে এই অতিরিক্ত ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।

মিড ডে মিল কর্মসূচিতে বরাদ্দ অর্থের একটি অংশ খরচ না হওয়ায় রাজ্য সরকার বছর শেষে সাপ্লিমেন্টারি পুষ্টির নামে সপ্তাহের অতিরিক্ত দু'দিন করে গোটা ডিম রান্না করা খাবারের সঙ্গে পড়ুয়াদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের পাশাপাশি মিড ডে মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়। এরই পাশাপাশি এও জানা গেছে, প্রতিটি ডিমের দাম পড়বে ৮ টাকা। রাজ্যের ৮৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৮৩ জন পড়ুয়া এই সুবিধা পাবেন। সপ্তাহে দু'দিন করে অতিরিক্ত গোটা ডিম শিশু পড়ুয়াদের খাওয়াতে খরচ পড়বে ৭৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা।

ইছাপুরে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো নোয়াপাড়া থানার উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইছাপুর নবাবগঞ্জে। শুক্রবার রাতে নবাবগঞ্জের নির্জন মেজবাড়ির সিঁড়ির ওপর ৩২ বছরের ভাস্কর পাকড়ের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর বাড়ি নবাবগঞ্জ ময়রাপাড়া এলাকায়। কিভাবে যুবকের মৃত্যু হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় মৃতের পরিবার। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওই যুবকের মৃত্যুর কারন জানা যাবে। স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার সন্ধের পর ওই যুবক বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। রাতে বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে নির্জন মেজবাড়ির সিঁড়িতে ওকে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। তৎক্ষনাৎ তাঁকে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনা নিয়ে মৃত যুবকের জামাইবাবু সঞ্জয় রায় জানান, নিয়মিত মেজবাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যেত তাঁর শ্যালক। রাতে বাড়ি না ফেরায়, খোঁজ চালিয়ে মেজবাড়ির সিঁড়ির ওপর ওকে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। ওঁর মোবাইল ফোন ছাদে পড়েছিল। শ্যালকের মাথার পিছনে আঘাতের চিহ্ন থাকায়, তাদের মনে সন্দেহ জেগেছে।

'রাত হলেই সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের একাংশ সমাজ বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার রাতে দুঃসাহসিক ডাকাতির সাক্ষী থেকেছে শহর কলকাতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। এই ঘটনার পরই পুলিশি নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এবার এ বিষয়ে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুললেন খোদ শাসকদলের কাউন্সিলর তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তারকনাথবাবু। তিনি জানান, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ যে এলাকায় এই ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে সেই এলাকাটি বটতলা থানার অধীনে। একইসঙ্গে তারকনাথবাবু এও জানান, 'বটতলা থানা সম্পর্কে যত কম কথা বলা যায়, ততই ভাল। ওদেরকে রাস্তাতে দেখা যায় না। রাত ১১টা পর্যন্ত পার্টি অফিস খোলা থাকে। আমাদের ছেলেরাই এলাকা পাহারা দেয়। পার্টি অফিস বন্ধের পরই এলাকা চলে যায় সমাজ বিরোধীদের দখলে।'

বস্তুত, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের অদূরেই রয়েছে পুলিশের সদর দফতর লালবাজার। সেখানেই এভাবে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ ঘিরে প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। এর পাশাপাশি কাউন্সিলর তারকনাথবাবুর সংযোজন, এ ব্যাপারে বটতলা থানা থেকে ডিসি নর্থ সকলকে তিনি একাধিকবার চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ঘটনার সূত্রপাত, গত বৃহস্পতিবার রাতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের একটি অভিজাত বাড়িতে ঢুকে অস্ত্র দেখিয়ে নগদ কয়েক লক্ষ টাকা এবং সোনার গয়না লুট করেছে দুষ্কৃতীরা। তবে ঘটনার দেড় দিন পরেও পুলিশ অভিযুক্তদের কোনও হদিশ পাইনি। তারই মধ্যে শাসকদলের কাউন্সিলরের অভিযোগ ঘিরে নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে। তবে এ বিষয়ে পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সিস্টেম পুরো ব্যর্থ। শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে অসুস্থ শিশু কন্যার বমি বাবাকে সাফাই করার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জি স্বাস্থ্যমন্ত্রী। আর তাঁর সিস্টেম পুরো ব্যর্থ। হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। ধর্ষকদের বাঁচাতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিনীত গোয়েলকে পাঠিয়ে সমস্ত তথ্য লোপাট করেছেন। তাঁর দাবি, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে গ্রুপ-সি কিংবা গ্রুপ ডি কর্মী নেই। রোগী কল্যাণ সমিতি ওষুধ বিক্রিতে ব্যস্ত। রাজ্যের অধিকাংশ হাসপাতাল 'রেফার' রোগে আক্রান্ত। তাঁর অভিযোগ, সিটিটিভি ক্যামেরা থাকলে কোনও কমিটির দরকার পড়ে না। আসলে কমিটি করা মানে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা। ভুয়ো কল সেন্টার নিয়েও এদিন সরব হলেন গেরুয়া শিবিরের এই লড়াকু সৈনিক। তাঁর কটাক্ষ, বিরোধীদের মিটিং, মিছিল করতে আদালত থেকে অনুমতি নিতে হয়। অথচ কল সেন্টার চালাতে পুলিশের কোনও অনুমতি লাগে না। এখন রাজ্যে কল সেন্টারের রমরমা কারবার চলছে। তাঁর দাবি, বাংলায় এখন আয়ের প্রধান উৎস এই কল সেন্টার। কল সেন্টারের আড়ালে চলছে প্রতারণা চক্র। তাঁর সংযোজন, বাংলায় এখন তো সিভিক ভলান্টিয়ারের যুগ চলছে। সরকার চালাচ্ছে সিভিক ভলান্টিয়ার।

ভুল কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী, ত্রাতার ভূমিকায় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার থেকে শুরু হয়েছে সিবিএসই'র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা। এদিকে ভুল বুঝে অন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে চলে গিয়েছিল পরীক্ষার্থী। সেখান থেকে সঠিক কেন্দ্রের দূরত্ব অনেকটাই। ত্রাতার ভূমিকায় এগিয়ে এল কলকাতা পুলিশ। গ্রিন করিডর করে জোঁকা থেকে তারাতলায় পরীক্ষা শুরুর আগেই পৌঁছে দিল পুলিশ।

সূত্রে খবর, মহেশতলার একটি স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছে তারাতলার একটি স্কুল। কিন্তু মহেশতলার ওই স্কুলের এক ছাত্র ও তার অভিভাবক পৌঁছে যান হরিদেবপুর থানার অর্ন্তগত জোকার একটি স্কুলে। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারেন ভুল স্কুলে এসেছেন তাঁরা।

হালিশহরে বিজেপি কর্মীকে মারধর, নাম জড়ালো তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হালিশহর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মনসাতলায় আক্রান্ত এক বিজেপি কর্মী। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী কার্তিক কর সংকটজনক অবস্থায় কল্যাণীর জে এন এম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় আতঙ্কে ওই বিজেপি কর্মীর পরিবার। শুক্রবার রাতের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন রাতে এলাকায় একটি বাড়িতে বয়স্কদের সঙ্গে বসে তাস খেলছিলেন বিজেপি কর্মী কার্তিক কর। অভিযোগ, তৃণমূলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী সেখানে কার্তিকের ওপর হামলা চালায়। বিজেপি কর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত তাঁর নাবালিকা মেয়ে ও স্ত্রী বলে অভিযোগ। ঘটনা নিয়ে বিজেপি কর্মীর স্ত্রী শিপ্রা কর জানান, বয়স্কদের সঙ্গে বসে তাঁর স্বামী তাস খেলছিল। শ্মশান বিশ্ব সেখানে গিয়ে স্বামীকে গালিগালাজ করে। পরিস্থিতি খারাপ দেখে স্বামী ওখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু শ্মশান বিশ্ব ফোন করে লোকজনকে ঘটনাস্থলে ডাকে। ওরা ১০-১৫ জন মিলে তাঁর স্বামীকে ইঁট, লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি পেটায়। ওখান থেকে কোনওক্রমে পালিয়ে তাঁর স্বামী একজনের বাড়িতে ঢুকে খাটের তলায় লুকিয়ে পড়ে।ওরা খাটের তলা থেকে স্বামীকে টেনে বের করে ফের পেটায়। প্রাণে বাঁচতে সেখানে থেকে পালিয়ে তাঁর স্বামী একটা পুকুরে ঝাঁপ দেয়। আধঘন্টা বাদে পুকুর থেকে উঠতেই ফের ওরা তাঁর স্বামীকে মারধোর করে। কিন্তু কেন ওরা স্বামীকে মারধোর করল, তা তিনি জানেন না। ওই দিন রাতেই আক্রান্তের পরিবারের তরফে হালিশহর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনা নিয়ে হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান তথা বিজেপি নেতা রাজা দত্তের দাবি, ২০১৯ সালে আক্রান্ত কার্তিক বিজেপিতে যোগ দিয়েছিল। বিজেপিতে যোগ দেবার পর পর থেকেই ওর ওপর একাধিকবার অত্যাচার করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে তাসের আসরে ওকে বেধড়ক পেটানো হয়েছে। সংকটজনক অবস্থায় দলীয় কর্মী কল্যাণীর জে এন এম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর দাবি, ওকে ইঁট দিয়ে থেঁতলে খুনের পরিকল্পনা ছিল হামলাকারীদের। হালিশহর শহর তৃণমূল সভাপতি প্রবীর সরকার জানান, চোর, চিটিংবাজরা এখন বিজেপি করে। আর চোরা কার্তিকের সুখ্যাতি তো এলাকার সবাই জানে। প্রবীর বাবুর সাফাই, ওর স্ত্রী ও মেয়েকে মারধরের অভিযোগ ভিত্তিহীন। একটা গল্প তৈরি করা হয়েছে। বিজেপি কর্মী আক্রান্তের ঘটনার তদন্তে হালিশহর থানার পুলিশ।

হলুদ ট্যাক্সির চালকদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরনো ট্যাক্সির চালকদের পুনর্বাসন দিতে শহরে একটি বেসরকারি সংস্থা হলুদ রঙের ক্যাব নামাচ্ছে। সি এন জি চালিত ওই সব ক্যাব প্রাথমিক ভাবে সরকারি যাত্রী সাথী অ্যাপের আওতায় পরিষেবা দেবে বলে পরিবহণ দফতর সূত্রের খবর। হলুদ ট্যাক্সির ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখেই ওই সব ক্যাবের রং হলুদ হবে। এ ছাড়াও ক্যাবের গায়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়া সেতু, শহিদ মিনারের মতো শহরের একাধিক ঐতিহ্যবাহী স্মারকের মোটিফ থাকবে। ওই সংস্থা দফায় দফায় বছর কয়েকের মধ্যে তিন হাজার এমন ক্যাব নামাতে চায় বলে জানিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে, চলতি মাসের মধ্যে ৫০টি ক্যাব নামানো হবে বলে সূত্রের খবর।

জানা গিয়েছে, ওই সংস্থা একটি গাড়ি নির্মাণ সংস্থার সঙ্গে ব্যবস্থাপনায় এই ক্যাব চালু করবে। সাধারণ ক্যাবের তুলনায় ওই ক্যাবের উচ্চতা কিছুটা বেশি হবে। ভিতরে পরিসরও সামান্য প্রশস্ত। চালকেরা নির্দিষ্ট সংস্থার সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ওই ক্যাব চালাতে পারবেন। তবে, তাঁদের কোনও ভাবেই আয়ের উপরে কমিশন দিতে হবে না। পরিবর্তে গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, বিমা এবং অন্যান্য খরচ বাবদ একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ মিটিয়ে যেতে হবে। ক্যাব সংস্থাই গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায় বহন করবে। কলকাতায় সি এন জি জোগানের সমস্যা দূর করতে ইতিমধ্যেই গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে বৈঠক হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্যাব সংস্থার এক শীর্ষ কর্তা। শুধুমাত্র নতুন হলুদ ক্যাবের জন্য নির্ধারিত এমন সি এন জি পাম্পিং স্টেশন চালুর বিষয়েও আলাপ-আলোচনা চলছে বলে সংস্থা সূত্রের খবর। ওই ক্যাব সংস্থা চালকদের সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন দিকেও লক্ষ রাখার কথা জানিয়েছে। রাজ্য সরকারের দিক থেকেও এ নিয়ে সহযোগিতা মিলবে বলে ক্যাব সংস্থার দাবি। পুরনো হলুদ ট্যাক্সির জ্বালানির খরচ বেশি হওয়া ছাড়াও রক্ষণাবেক্ষণের ঝক্কি অনেক বেশি। সেই জায়গায় সি এন জি অনেকটা সাশ্রয়কারী হওয়া ছাড়াও পরিবেশবান্ধব। ওই সুবিধার কথা মাথায় রেখেই নতুন ক্যাব চালু করা হচ্ছে বলে খবর। এর ফলে ক্যাব চালকরাও আর্থিক ভাবে লাভবান হবেন বলে সংস্থার দাবি। পুরনো ট্যাক্সির চালকেরা যাতে যাত্রী সাথী অ্যাপ ব্যবহারে সড়গড় হয়ে উঠতে পারেন, তা দেখতে সরকারি অ্যাপের পক্ষ থেকে চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলেও খবর। চালকেরা চাইলে ওই প্রশিক্ষণের সুবিধা নিতে পারবেন বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। নতুন ক্যাব পর্যাপ্ত সংখ্যায় চালু হলে, কলকাতায় হলুদ ট্যাক্সির চালকদের বড় অংশের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হতে পারে বলে মনে করছেন পরিবহণ দফতরের আধিকারিকেরা।

রবিতে শিয়ালদা মেইন শাখায় বাতিল বেশ কয়েকটি ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিয়ালদা বিভাগে বাতিল একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন। গোবরডাঙা স্টেশনে আপ ও ডাউন লাইনে শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত কাজ চলার কারণে ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ব রেল। শনিবারের পর রবিবারেও বনগাঁ শাখায় লোকাল ট্রেন বাতিলের সঙ্গে ঘুরপথে চলবে বেশ কিছু ট্রেন।

শনিবার বাতিল ছিল শিয়ালদা-বনগাঁ আপের একাধিক ট্রেন। বতিল ছিল নৈহাটি-ব্যান্ডেল আপ ৩৭৫৫৭ এবং ডাউন ৩৭৫৫৮। শিয়ালদহ-গেঁদে আপ ৩১৯২৯, ডাউন ৩১৯২৮। শিয়ালদা-শান্তিপুর আপ ৩১৫৩৯, ডাউন ৩১৫৪২। রবিবার বাতিল থাকছে বারাসাত-বনগাঁ আপ ৩৩৩৬৯, ডাউন ৩৩৩৬৮। শিয়ালদা-হাবড়া আপ ৩৩৬৫১, ৩৩৬৫৩ ডাউন ৩৩৬৫২, ৩৩৬৫৪। নৈহাটি-ব্যান্ডেল আপ ৩৭৫২১ ডাউন ৩৭৫২২। শিয়ালদা-গেঁদে আপ ৩১৯১১, ডাউন ৩১৯১২। শিয়ালদা-শান্তিপুর আপ ৩১৫১১, ডাউন ৩১৫১২। নৈহাটি-রানাঘাট আপ ৩১৭১১, ডাউন ৩১৭১২। শিয়ালদা-রানাঘাট আপ ৩১৬১১, ডাউন ৩১৫১২। কৃষ্ণনগর সিটি-লালগোলা আপ ৩১৮৬১, ডাউন ৩১৮৬৪। লালগোলা-শিয়ালদা ডাউন ৫৩১৭৮, আপ ৫৩১৭৫। রানাঘাট-লালগোলা আপ ৩১৭৭৩, ডাউন ৩১৭৭৪। কৃষ্ণনগর শহর-আজিমগঞ্জ ডাউন ৫৩০৯২, আপ ৫৩০৯১।

সোমবার থেকে উর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা, বুধবার থেকে বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকেই উর্ধ্বমুখী হবে তাপমাত্রা, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, বুধবার কলকাতা-সহ ৬ জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই থাকছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। পশ্চিমী ঝঞ্জার জেরেই মূলত এই বৃষ্টি। তবে ভারী বৃষ্টি হবে না বলেই মত আবহাওয়াবিদদের। বুধবার বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতেও। বৃহস্পতিবার আবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা হলেও বাড়তে পারে। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কমবেশি বৃষ্টি হতে পারে, এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের।

অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার দাপট খানিকটা কমলেও উত্তরবঙ্গে একই অবস্থা। ঘন কুয়াশার দাপট চলছে দার্জিলিংয়ের কিছু অংশে। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতে। জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহের মতো জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকছে সকালে। এদিকে শনিবার সকালে শহর কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘোরাফেরা করছে ২৭ থেকে ৯৪ শতাংশের মধ্যে।

সম্পাদকীয়

যানবাহনের আগ্রাসনে বিরুদ্ধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ না নিলে বড় বিপদ

আক্ষরিক অর্থেই পশ্চিমবঙ্গ আজ এক নৈরাজ্যের রাজত্ব। এখানে সাধারণ নাগরিক উৎকণ্ঠায় দিনযাপন করেন। প্রশাসন, আইনকানুন সাধারণের উপকারে লাগে না। শাসক দল ক্ষমতা ধরে রাখতে ন্যায়-অন্যায় বোধকে শিকেয় তুলে রাখাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করে। যদি শাসক কোনও বেআইনি কার্যকলাপে বহু মানুষকে জড়িত থাকতে দেখেন, তবে কিছু কুযুক্তির অবতারণা করে সেই সমস্ত অবৈধ ক্রিয়াকলাপকে বৈধতা দান করেন। এতে এক দিকে আয়ের রাস্তা সুগম হয়, অপর দিকে যারা এই বেআইনি কাজ করেও ছাড় পেয়ে গেল, তাদের স্থায়ী আনুগত্য নিশ্চিত হয়। এই ভাবেই অবৈধ নির্মাণ, অবৈধ টোটোর রমরমা চলে রাজ্য জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বর্তমানে টোটো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। রাজ্যের প্রতি জেলায় ও শহরতলিতে স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের প্রয়োজনে টোটো এখন অপরিহার্য। তীব্র বেকারত্বে জর্জরিত রাজ্যে নিরুপায় বহু যুবকের রোজগারের পথ এখন টোটো চালানো। শহরতলিতে অটো-টোটোর দাপটে বহু রুটে বাসের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। প্রয়োজনের অধিক টোটো রাস্তায় নামার ফলে একাধিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, যা আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়শই টোটো-সংক্রান্ত নানাবিধ অশান্তি-সংঘর্ষের খবর চোখে পড়ে। প্রত্যেক টোটো রুটে শাসক দলের ট্রেড ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই বিভিন্ন রুটের টোটোচালকদের মধ্যে ব্যবসা স্বার্থ নিয়ে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট মারামারি পথ অবরোধ ঘটে। প্রসঙ্গত, পুরসভা বা পঞ্চায়েতের কোনও এলাকায় নির্দিষ্ট রুটে ক'টা টোটো চালানো যাবে, তার কোনও নিয়ন্ত্রণ প্রশাসনের হাতে নেই। ফলে, এই সুযোগে রাজনৈতিক দাদাদের মদতে যার যেমন খুশি রোজগারের জন্য টোটো নিয়ে নেমে পড়ছে। বহু ক্ষেত্রে অপরিসর রাস্তায় বেপরোয়া টোটোচালকদের জন্য সাধারণ মানুষকে দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে। কিছু বলতে গেলে মিলছে অভদ্র ব্যবহার। এর উপর কখনও কখনও এলাকার কর্তৃত্ব নিয়ে দু'দলের টোটোচালকদের বিবাদে সাধারণ যাত্রীদের হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। মানুষের দুর্ভোগ বা যন্ত্রণায় এদের কিছু যায় আসে না। টোটোর আগ্রাসন বন্ধ করতে অবিলম্বে পরিবহণ দফতর, প্রশাসন যদি কঠোর আইন প্রণয়ন না করে, তবে অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক সামাজিক সমস্যায় প্রশাসনের মাথাব্যথা বাড়বে।

শব্দবাণ-১৯৩

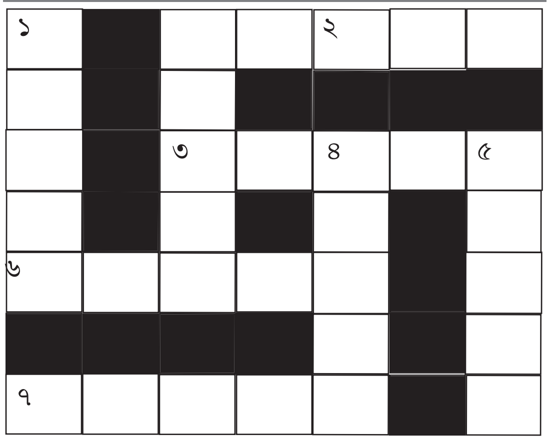

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. দক্ষ, কর্মনিপুণ ৩. পাকা বাড়ির কার্নিশ ৬. রণকুশল ৭. চার দিকের সীমানা, চৌহদ্দি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দৈবনিরপেক্ষ প্রযত্ন বা উদ্যম ২. কাজকর্ম, নানাবিধ কাজ ৪. শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মানুষে টানা একধরনের গাড়ি ৫. জ্ঞানেন্দ্রিয়।

সমাধান: শব্দবাণ-১৯২

পাশাপাশি: ১. দায়িত্ব ২. আহুতি ৫. ফেটিং ৮. কষণ ৯. সম্মত।

উপর-নীচ: ১. দাকাটা ৩. তিমির ৪. চেটিকা ৬. মাফিক ৭. বায়ত।

জন্মদিন

আজকের দিন

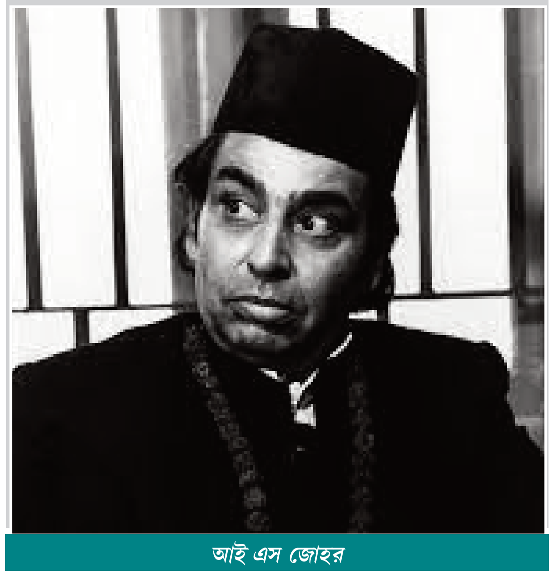

আই এস জোহর

১৯২০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আই এস জোহরের জন্মদিন।

১৯৭৮ বিশ্বের ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়াসিম জাফরের জন্মদিন।

১৯৯১ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মায়াঙ্ক আগরওয়ালের জন্মদিন।

বর্ধমানে ঐতিহাসিক সভা সংঘ প্রধানের

প্রদীপ মারিক

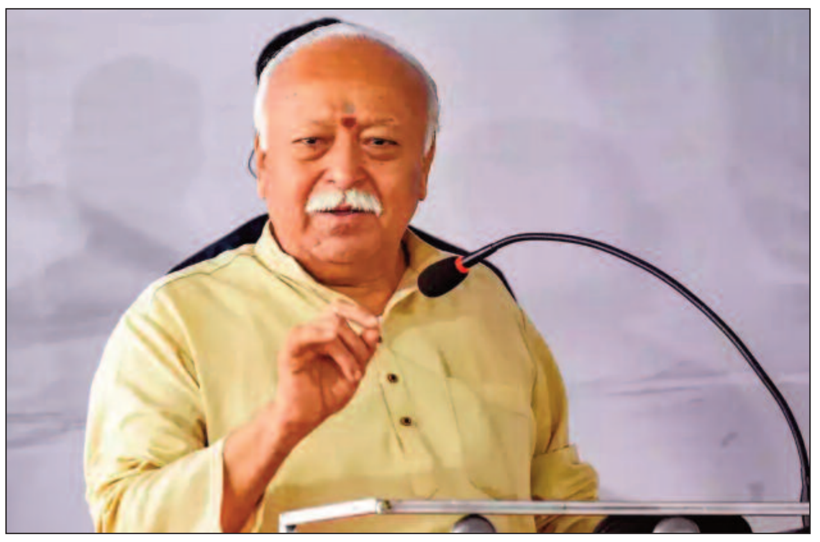

স্বামীজীর মতোই বিশ্ব হিন্দুত্বের বার্তা বাহক মোহন ভাগবত। আর এস এস এর প্রত্যেকটি বঙ্গ সদস্য হিন্দুত্বের হীরের কুচি। আরএসএসই বঙ্গ নারীদের প্রকৃত সন্মান দিতে জানে। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে দেখা করলেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা প্রকৃত বিচারের আশায়। নিউ টাউনের অতিথি নিবাসে সঙ্ঘ প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। এই সাক্ষাতের পর অভয়ার বাবা-মা দাবি করেন, ন্যায়বিচারের জন্য তাঁরা সব দরজায় কড়া নাড়ছেন। তাঁদের আরও দাবি, 'মোহন ভাগবত জানিয়েছেন, তিনি সুবিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য সমস্ত চেষ্টা করবেন।': প্রবাস কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে আছেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। টানা ১০ দিন তিনি রাজ্যে থাকছেন। আজ বর্ধমানে তাঁর সেই হিন্দুদের প্রচারের আলোচিত সভা। অভয়ার বাবা-মা জানিয়েছেন, মোহন ভাগবত চার্জশিট এবং রায়ের কপিও দেখেছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, অভয়া যাতে ন্যায়বিচার পান সেই জন্য তিনি সমস্ত চেষ্টা করবেন। আর এস এস নিজেদের রক্ষা করতে জানে, বঙ্গ বিজেপির উচিত তাদের কে হিন্দুত্বের প্রচারের সুযোগ দেওয়া তা হলেই বঙ্গে হিন্দুত্বের ধ্বজা শুধু উঠবেই না আঞ্চলিক শাসক দলকে সরিয়ে মহারাষ্ট্রের মতোই বঙ্গ বিজেপি শাসক দল হয়ে এই বাংলায়। রাজ্যের ক্ষমাশীল আঞ্চলিক দল চেষ্টা তো করেছিল বর্ধমান থেকে সারা বিশ্বে মোহন ভাগবত এর হিন্দুত্বের প্রচার সভা আঁটকাতে কিন্তু পারলো না, নিয়ম বেঁধে কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি পেয়েই গেল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বর্ধমানে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সভার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। যদি আদলত জানিয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে সভা করতে হবে। শব্দ যাতে কম হয় সেদিকেও নজর দিতে হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, সেই কারণ মোহন ভাগবতের সভায় মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি বর্ধমান জেলা পুলিশ। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে আরএসএস। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বলেছেন, যে জনসভা এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যাতে পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা না হয় এবং শব্দ কম হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া মাঠে মোহন ভাগবত জনসভা করবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি বলেছেন যে যেহেতু জনসভা রবিবার মাত্র ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য হবে। তাই আদালত মনে করে না যে এতে কারও অসুবিধা হবে। এটি সভা শান্তিপূর্ণভাবে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শব্দ যতটা সম্ভব কম রাখতে হবে। হিন্দুত্ব হল একটা মেলবন্ধন। হিন্দুত্ব হল সাংস্কৃতিক, জাতীয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের একটি ধারণা। ভৌগোলিক ভিত্তিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় তথা বিশ্ব পরিচয়কে একত্রিত করে হিন্দুত্ব। হিন্দুত্বের নিশান আর এস এস। মেরিয়াম-ওয়েবস্টারের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস অনুসারে, হিন্দুত্ব হল 'ভারতীয় সাংস্কৃতিক, জাতীয়তা এবং ধর্মীয় পরিচয়' এর সম্যক ধারণা। হিন্দুত্ব শব্দটি ভৌগোলিকভাবে ভিত্তিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় পরিচয়কে সংঘটিত করে একজন সত্যিকারের ভারতীয়র পরিচয় বহন করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত মনে করেন, ভারতবর্ষের যতই সংকট আসুক না কেন ভারতাসীর চিন্তায় এবং চেতনায় 'সনাতন ধর্ম' থাকায় কোন সঙ্কট ই ভারতকে ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই। তিনি এটাও মনে করেন ভারত কেবল একটি ভূমির টুকরো নয়, ভারত সনাতন, ভারত সনাতন ধর্মের সাথে রয়েছে। হিন্দু হওয়ার অর্থ হল বিশ্বের সবচেয়ে উদার ব্যক্তি হওয়া, যিনি সকলকে আলিঙ্গন করেন, সকলের প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেন কারণ হিন্দু ধর্মই হল ঈশ্বর সৃষ্টি। কোন মনুষ্য সৃষ্টি নয়। হিন্দুত্বের দিশারী মোহন ভাগবত আসছেন কলকাতায়। মোহন ভাগবত রাজ্যের সমস্ত আরএসএস কর্মীর সাথে বৈঠকের পাশাপাশি মহিলা এবং পুরুষ প্রচারক (স্বেচ্ছাসেবক) সহ সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের সাথে বৈঠক করবেন। কলকাতা ও বর্ধমান অঞ্চলে বিভিন্ন শাখা তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। আর এস এস কর্মীরা খাকি হাফ প্যান্ট, সাদা হাফ শার্ট আর লাঠিখেলায় পারদর্শী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্যদের কথা উঠলেই এমন ছবি মনে আসে। কিন্তু কেন আরএসএস সদস্যদের লাঠিখেলা শেখানো হয়, তা নিয়ে এ বার বার বলেছেন মোহন ভাগবত। তিনি মনে করেন আর এস কর্মীরা জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং সদস্যদের সাহসী করে তোলার জন্যই লাঠিখেলা শেখানো হয় বলে মন্তব্য সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবতের। জনসমক্ষে লাঠি হাতে লড়াইয়ের জন্য ক্যাডারদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে এই প্রশিক্ষণ একজন সঙ্ঘ সদস্যকে সাহসী এবং কর্তব্যে অবিচল করে তোলে বলে মনে করছেন তিনি। মোহন ভাগবতের কথায়, 'যাঁরা লাঠিখেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন, সেই সদস্যরা বীর বৃত্তির অধিকারী হন। ভয়-ডর ছুঁতেও পারে না তাঁদের। যে কোনও পরিস্থিতিতে কর্তব্য অবিচল থাকেন তাঁরা। ধৈর্য, শক্তির পরিচায়ক হয়ে ওঠেন এই লাঠিখেলায় পারদর্শী স্বয়ংসেবকরা।'ইন্দোরে 'স্বর শতক মালওয়া' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন মোহন ভাগবত। তাঁর মতে, সঙ্ঘ সদস্যরা দেশভক্ত, দেশের ঐতিহ্যের রক্ষক। পাশাপাশি লাঠিখেলার মতো দেশের পুরোনো এবং ঐতিহ্যবাহী বিষয়টিকে বহন করছেন এই স্বয়ংসেবকরা। একইসঙ্গে মোহন ভাগবতের কথায়, 'ভারতীয় সঙ্গীত নিয়মিত শুনলে একজন মানুষ জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা পান এবং সেখান থেকে অপার আনন্দ লাভ করেন। ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আমাদের সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঠ দেয়।' হিন্দু হল সেই ব্যক্তি যিনি বংশপরম্পরায় শিক্ষাকে বিবাদের বীজ বপনের জন্য ব্যবহার করেন না , ভোগের জন্য সম্পদ ব্যবহার করেন না, কিন্তু নিজের জ্ঞানকে দাতব্যের জন্য এবং দুর্বলদের রক্ষা করার জন্য শক্তি ব্যবহার করেন। আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের পাঁচটি মূল নীতিতে বিশ্বাসী। সামাজিক সম্প্রীতি, পরিবেশগত দায়িত্ব, পারিবারিক মূল্যবোধ, আত্ম-সচেতনতা এবং নাগরিক শৃঙ্খলা। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ঐতিহাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক রোমাঁ রোলাঁকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, যদি ভারতবর্ষ কে জানতে হয় তাহলে বিবেকানন্দ কে পড়তে হবে, যেখানে কোন কিছুই নীতিবাচক নেই সব কিছুই ইতিবাচক। বৈদিক জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি লাভ এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে কৃষ্ণকে উপলব্ধি করা। যে মানুষ কৃষ্ণের পরম স্বরূপ উপলব্ধি করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ভক্তিমূলক সেবায় আত্মনিয়োগ করে তিনি পুরুষোত্তমের কৃপা লাভ করেন। ভগবান বললেন, 'শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ / গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ' অর্থাৎ বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনই এই জড় জগতে দেহের ঈশ্বর জীব এক শরীর থেকে অন্য শরীরে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলি নিয়ে যায়। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবতের বিশেষ মাহাত্ম্য স্বীকৃত। কথিত আছে যে গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি পুণ্য ফল লাভ করে ও তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিদিন শ্রীমদ্ভগবত গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। পাশাপাশি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে প্রতিটি মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ। ভগবদ গীতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্য সমাজকে সেই অন্ধকার থেকে মুক্ত করা। প্রতিটি মানুষই নানা কারণে দুঃখ ভোগ করছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার জন্য আমরা বুঝতেই পারি না কেন আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবত গীতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এতে জীবনের সার নিহিত রয়েছে। আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত মনে করেন ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই হিন্দু। তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বিশ্বে হিন্দুত্বই একমাত্র ধারণা যা সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলায় বিশ্বাসী।' মোহন ভাগবত বলেছেন, 'আমরা সেই ১৯২৫ সাল থেকেই বলে আসছি যে, ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেকেই হিন্দু। যারা ভারতকে তাদের 'মাতৃভূমি' বলে মনে করে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচতে চায় এবং ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস এবং আদর্শ যাই হোক না কেন, এই পথে এগোনোর চেষ্টা করেন, তারা সকলেই হিন্দু।' আরএসএস-এর মুসলিম শাখা, 'মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ' আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বললেন, 'সমস্ত ভারতীয়দের ডিএনএ একই এবং পূজা-আচ্চার ভিত্তিতে তাদের আলাদা করা যায় না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধারণাটিই বিভ্রান্তিকর। এখানে ঐক্যের কিছু নেই, কারণ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। এখানে হিন্দু বা মুসলমানের কোনও আধিপত্য থাকতে পারে না। শুধুমাত্র ভারতীয়দের আধিপত্য থাকতে পারে।' হিন্দুত্ব এখন বিশ্ব বাসীর অন্তরে। ভারত থেকে প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার দূরে নির্মিত হিন্দু মন্দির। মহাসমারোহে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রামমন্দিরে সম্পন্ন হয়েছে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসব। এবার অযোধ্যার পর আবুধাবিতে হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠিত। আরব আমিরশাহির আবুধাবিতে প্রথমবার কোনও হিন্দু মন্দিরের দরজা খুলল। মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন বিশ্বের সেরা নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মন্দির নির্মাণের যাবতীয় দায়িত্ব নিল স্কঞ্ঞ(অর্থাৎ বোচাসনবাসী অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থাকে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দ্বাদশ জ্যোতিরলিঙ্গের একটি এবং বিশ্বের প্রাচীন তম শিব মন্দির গুলির অন্যতম। পুরাণে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্ব প্রথম কবে গড়ে ওঠে এই মন্দির তার সঠিক তথ্য জানা দুস্কর তবে স্কন্দ পূরণের কাশীখণ্ডে থেকে জানা যায় একাদশ শতাব্দীতে রাজা হরি চন্দ্র মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। ইতিহাস অনুসারে ১১৯৪ সাল থেকে ১৬৬৯ সাল অবধি একাধিকবার এই মন্দির বৈদেশিক শত্রুর হাতে ধ্বংস হয়েছে। তবে প্রতিবারই আবার স্বমহিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাবা বিশ্বনাথের এই মন্দির। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী কাশী শিবের ত্রিশূলের ওপর অবস্থিত। ধর্মীয় কিছু গ্রন্থ অনুযায়ী বারাণসীতে ৩০ কোটি দেবীদেবতার বাস। পুরাণ অনুসারে একবার কে অধিক শক্তিশালী সে প্রসঙ্গে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মধ্যে তর্ক বাঁধে। এই তর্ক সমাপ্ত করতে শিব এক বিশাল লিঙ্গের আকার ধারণ করেন। তার পর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সেই বিশাল লিঙ্গের উৎস ও উচ্চতা খুঁজে বের করতে বলেন। ব্রহ্মা নিজের হংসে বসে ওপরের থাকে লিঙ্গের উচ্চতার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। অন্য দিকে বিষ্ণু শূকরের রূপ ধারণ করে পৃথিবীর মধ্যে খোদাই করতে শুরু করেন, যাতে লিঙ্গের তলের হদিশ পাওয়া যায়। বহু যুগ পেরিয়ে গেলেও ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সেই লিঙ্গের উৎস ও উচ্চতা খুঁজে পান না। অবশেষে বিষ্ণু শিবের সামনে নতমস্তকে পরাজয় স্বীকার করলেও ব্রহ্মা মিথ্যা বলেন যে, তিনি এই লিঙ্গের উচ্চতা খুঁজে পেয়েছেন। ব্রহ্মার মিথ্যা ধরতে পারার পর শিব বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেন এবং মিথ্যে বলার শাস্তি স্বরূপ কাল ভৈরব রূপে ব্রহ্মার চতুর্থ মাথা কেটে দেন। পৃথিবীর যে সমস্ত স্থান হতে আদি শিব লিঙ্গের দিব্যজ্যোতি নির্গত হয়েছিল, তাদের মধ্যে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির অন্যতম। বর্তমানে জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্কের কারণে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু। স্বয়ং বিশ্বেরনাথ ভক্তদের কাছে আছেন নবরূপে, গান্ধীজি এই বারাণসী ও কাশি ধামের জিঞ্জি জায়গায় বসবাসকারী মানুষদের জন্য খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। মহাত্মার এই কষ্ট অনুভব করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরকে নবরূপে 'দিব্য কাশী ভব্য কাশী' রূপ দিলেন। ভক্তরা গঙ্গার ঘাট থেকে বিশ্বনাথ দর্শন করতে পারবেন খুব সহজেই। লালকৃষ্ণ আদবানি মানেই ভারতবর্ষের হিন্দুত্বের পুনঃজাগরণ। তিনি নীতি নৈতিকতার দৃঢ়চেতা এবং শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভারতের পথিকৃৎ, ভারতবাসীর কাছে তিনিই তাই লৌহ পুরুষ। অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, যে আদবানি কখনও তাঁর জাতীয়বাদী আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি পরিস্থিতি বিচার করে সবসময়ই তিনি ভারতবাসীর হিতেই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন। লালকৃষ্ণ আদবানি নব্বইয়ের দশকে যে রথযাত্রা ছুটিয়েছিলেন, আর সেই 'রথ' ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় উন্মোচন করে। কংগ্রেসের একনায়কতন্ত্র ধ্বংস করে নয়া হিন্দুত্ববাদ ভারতবাসীর আবেগে প্রবেশ করে। ভারতীয় জনগণ হিন্দুত্বের জোয়ার এনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নির্বাচিত করে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গাড়িষ্ঠতা নিয়ে যখন বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে তখন, আদবানি বলেন, ভারতের যোগ্য প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র ভাই। তিনি যে কত বিচক্ষণ এবং তীক্ষ্ণ প্রত্যুতপন্নমতি বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তা একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসী আজ উপলব্ধি করতে পারছে। হিন্দু দর্শনের আস্তিক শাখা হল বেদান্ত। বেদান্ত দর্শনের মূল ভিত্তি উপনিষদ। 'বেদান্ত' শব্দটির অর্থ 'বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ'। অন্য ভাবে বলতে গেলে বেদের সর্বশেষ সিদ্ধান্তই বেদান্ত। প্রথমে বেদান্ত বলতে শুধু উপনিষদকে বোঝাত। পরবর্তীতে ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র বৈদান্তিক ধর্মগ্রন্থের স্বীকৃতি পায়। যদিও কোন নির্দিষ্ট একটি গ্রন্থ বেদান্ত দর্শনের উৎস নয়। সমস্ত বেদান্ত দর্শনের উপস্থাপন। শৈব সাধনা, শাক্ত সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা, বেদান্ত সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়েছিল খ্রিস্টানরা কেমন করে ঈশ্বর সাধনা করেন তা জানার জন্য। শম্ভুচরণ মল্লিকের মুখে বাইবেল পাঠ শুনে, খ্রিস্টমতে সাধনা করে সত্য উপলব্ধির ইচ্ছে হয় পরমহংসদেবের। তিনি মা কালীর সাধনাও সমান ভাবে করে গিয়েছেন। প্রভু যীশুর দিব্যদর্শনও লাভ করেছিলেন তিনি। তাঁর ঘরে হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে যীশুর একটি ছবি ছিল, সেটিতে তিনি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ধূপারতি করতেন। বিশ্ব বাসীকে এক সূত্রে গাঁথে হিন্দুত্ব। মোহন ভাগবত বর্ধমানের সভা থেকে হিন্দুত্বের ওপর যে বক্তব্য রাখবেন তা বাংলাদেশের মৌলবাদীদের কাছে কেবল নয় সারা বিশ্বের সন্ত্রাসবাদীদের কাছে কড়া বার্তা যাবে যে একজন ও হিন্দুর ওপর অত্যাচার শান্তিকামী বিশ্ব বাসী মেনে নেবে না। কারণ হিন্দুত্বই হল বিশ্ব মৈত্রীর মেলবন্ধন। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালসহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আর এস এসে অংশ গ্রহন করাকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন এতে দেশের কাজে সরকারি কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে, তিনি এও বলেন রামলালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্রোতের মত কর্মচারীরা বিজেপি ইউনিয়নে যুক্ত হচ্ছেন। কিন্তু বারুইপুর পোস্ট অফিসের কিছু উর্দ্ধতন কর্মচারী সাধারণ কর্মচারীর বিজেপি ইউনিয়নে যোগদান আঁটকে রেখেছে। যে কর্মচারীর প্রতি এমন আচরণ করা হচ্ছে তিনি আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত এবং আর এস এস পত্রিকার নিয়মিত লেখক। মহুয়া উপাধ্যায় এই ঘটনা জানার পর ই আর এস এস সাংগঠনিক সভায় বিষয়টি উত্থাপিত করেছেন। এই আর এস এস কর্মী তথা হিন্দুত্বের প্রচারক নিয়মিত লেখক কে কেন বিজেপি ইউনিয়ন এ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না তা কি বঙ্গ বিজেপির লক্ষ্য রাখা উচিত নয় ! বিজেপির মাতৃশক্তি অকুতভয় মহুয়া উপাধ্যায় পাল যে কর্মচারীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন অকপটে, সেই আর এস কর্মী তথা হিন্দুত্বের প্রচারক লেখকের পাশে থাকতে চায় আর এস এস। কারণ আরএসএসই আনতে পারে বঙ্গের পরিবর্তন। বিরোধী দল থেকে ২০২৬ এ শাসক দলে আসতে গেলে বঙ্গ বিজেপির কেবল মাত্র স্বপ্ন দেখলে চলবে না, তা বাস্তবায়িত করতে হবে এবং তা সম্ভব আর এস কর্মীদের সক্রিয় অংশ গ্রহন। মহুয়া উপাধ্যায়, রেখা পাত্রের মত আকুতভয় মাতৃ শক্তিদের দরকার যারা আর এস এস এবং বিজেপির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন।

নামপ্রেমী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

উত্তম দে

হুগলি জেলার অখ্যাত একগ্রাম কেওটা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন ১২৯৮ সালের ৬ ফাল্গুন বুধবার কৃষ্ণপঞ্চমীতিথিতে জন্মসাধক সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা মাল্যবতী দেবী। পিতার নিবাস হুগলি জেলারই ডুমুরদহ গ্রামে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার বিদ্যাচর্চা শুরু হয়। পরে দিগসুই গ্রামের দাশরথী মুখোপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠীতে শুরু হয় পরবর্তী শিক্ষা। শিক্ষাগুরু দাশরথী মুখোপাধ্যায়ই তাঁর দীক্ষা গুরু হন। মকর সংক্রান্তির দিন ২৯ পৌষ ১৩১৯ তারিখে তাঁর দীক্ষা হয়। নতুন নামকরণ হল সীতারাম। এরপর তিনি বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, উপনিষদ অধ্যয়ণ করেন। একাক্ষর ওঁ কার নিয়ে তিনি ব্রহ্মের সাধনায় নিমগ্ন হলেন। ১৩৪০ সালে তিনি পুজো পাঠ আহ্নিক ছাত্র পড়ানো সবই ছেড়ে দিলেন এক অমোঘ নির্দেশে। যেন কিছুই আর ক্ষমতা নেই তাঁর। সকল সময় তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের উচ্চারিত নাম মাহাত্ম্যে ডুবে গেলেন। ১৩৪৩ সালে তিনি হুগলির ত্রিবেণী সঙ্গমে একটি বটপত্রে ওঁকার লিখে ভাসিয়ে দিলেন। আর কৌপিন আর বর্হিবাস ধারণ করে ফিরে এলেন ডুমুরদহে। এরপর পুরীধামে মৌনী অবস্থায় অবস্থান কালে তিনি স্বয়ং জগন্নাথদেবের কাছ থেকে নামমন্ত্র প্রচারের নির্দেশ পেলেন, যা যা নাম দিগে যা। সেখান থেকেই শুরু হল তাঁর গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত মহানামমন্ত্র প্রচারের উদ্যোগ। পুরীর গম্ভীরায় যে নামমন্ত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শেষ করেন তার প্রায় তিনশো বছর পর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ তার পুনরায় প্রচার শুরু করেন। সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের পুনঃ প্রচারিত নামমন্ত্র এখনও সেখানে অষ্টপ্রহর ধরে চলেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছেন, কলিতে নাম বিনা গতি নাই। নাম এবং নামী অভেদ। তাই নাম মাহাত্ম এমন যে একদিন তার সুফল ফলবেই। সীতারাম এই নাম প্রচারে ছিলেন অনলস। তাঁর শারীরিক শত অসুবিধাতেও নামমন্ত্র প্রচারে কোনও বাধাকেই আমল দেননি। তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন ধর্মগুরু দলাই লামা, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জগজীবন রাম,বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ত্রিগুণা সেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি, বিশিষ্ট সোতারবাদক রবিশঙ্কর,বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ এবং সাহিত্যিক দিলীপ কুমার রায়, ধর্মগুরু মহানামাব্রত ব্রহ্মচারী, ধর্মগুরু প্রাণকিশোর গোস্বামী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, মুসলিম ধর্মপ্রচারক মৌলানা ভাসানী , সুজন সিং প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। সীতারামদাস প্রায় দেড়শো গ্রন্থের রচনা করেন। শ্রী শ্রী নামামৃত লহরী,নামময় জগৎ, দশটি নাটক, বারোটি রম্য রচনা , আলোর দেশ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পুস্তক-পরিচয়

অনুরণন-বিপুল সামাজিক পরিবর্তনের বর্ণময় চালচিত্র

সত্যব্রত কবিরাজ

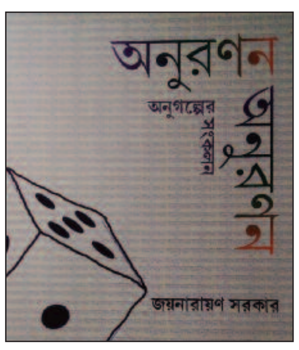

নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের গুঁতোয় পুরানো আদবকায়দাগুলোও সব হারিয়ে গেল। উদ্ভাবনের সঙ্গে আদবকায়দার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। উদ্ভাবন তার নিজের প্রয়োজনেই এগিয়ে চলে। মানুষের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য। কিছুদিন আগেও কেউ বিড়বিড় করলে পথচলতি মানুষ ভাবতেন মাথার ব্যামো। কিন্তু এখন আপনার পাশ দিয়ে বেশ উচ্চকিতভাবে একা একাই কথা বলতে বলতে কেউ পাশ কাটিয়ে চলে গেলে আপনি বুঝে যান তার কানে ইয়ার বার্ড লাগানো আছে ফোনটা আছে পকেটে। বাড়ি কালচার উঠে গিয়ে বর্তমানে ফ্ল্যাট কালচার। পাশাপাশি থাকে কিন্তু কেউ কাউকে তেমনভাবে চেনে না। মেলামেশা একটা আছে বটে তবে তেমন ঘন নয়। কোনও মহাপুরুষের জন্মদিনে আগে প্রভাতফেরী বের হত। ক্লাবের ছেলেরা আর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। এখন সে সব উধাও। খেলার চেয়ে বেশি নজর মোবাইলে। সামাজিক আদবকায়দার এহেন বিপুল পরিবর্তন নিয়ে জয়নারায়ণ সরকার এক অনুগল্পের সংকলন প্রকাশ করেছেন নাম দিয়েছেন অনরণন। সংকলনের মধ্যে সমকালীন পরিযায়ী, মেয়েটা, আপ্যায়ন, পাটিসাপটা, টিফিন ক্যারিয়ার, চাপ , আত্মপরিচয়, তিতির স্বাধীনতা, ছাপাখানার ভূত, কুল, তৃপ্তি দিদিমণি, প্রায়শ্চিত্ত, তর্ক, আফিম, লিঙ্ক, বোকা-প্রভৃতি অনুগল্পগুলি বেশ দাগ কেটে যায়।

অনুরণন: জয়নারায়ণ সরকার, প্রকাশনা: অন্যদিন, মূল্য : ২০০ টাকা।

আয়কর সংক্রান্ত মামলার সহজ সমাধানের সূত্র

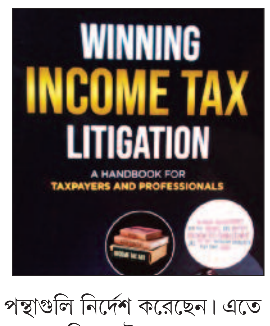

নিজস্ব প্রতিনিধি: আয়কর সংক্রান্ত জটিলতার ক্ষেত্রে সহজ সমাধানের সূত্র দিয়েছেন রজত আগরওয়াল তাঁর লেখা ইউনিং ইনকাম ট্যাক্স লিটিগেশন গ্রন্থে। এখানে করদাতা এবং কর পেশায় নিযুক্ত উভয়েরই জটিলতা নিরসনে সুবিধার দিকগুলি তুলে ধরেছেন লেখক। ভারতে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসকল জটিলতা দেখা যায় তার অভিজ্ঞতা থেকে লেখক নিজে একজন দক্ষ প্রত্যক্ষকর পেশাদার হিসেবে যাবতীয় সমস্যার সমাধানের সহজ পন্থাগুলি নির্দেশ করেছেন। এতে সংশ্লিষ্ট পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং করদাতারা নিজেরাই তাদের সমস্যা সমাধানে অনেকটাই সরল পন্থার হদিশ পাবেন। পেশাদাররা যেমন সংশ্লিষ্ট কর প্রদানের প্রক্রিয়ার জটিলতা এড়িয়ে করদাতাদের রিটার্ন তৈরি করতে পারবেন তেমনই করদাতারা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে কোনও রকম ধোঁয়াশা থেকে অব্যাহতি পাবেন। এমনকী লেখক তাঁর আঠারো বছরের অভিজ্ঞালব্ধ জ্ঞান থেকে যেকোনও জটিল অবস্থাও সামাল দিতে পারবেন এমন সব সূত্রের সুলুক সন্ধান দিয়েছেন। এমনকী আইনি জটিলতা থেকে মুক্ত হতে অনুকূলে ব্যবস্থা পাওয়ারও সুযোগের সূত্র তিনি প্রকাশ করেছেন। ফলে গ্রন্থটি এক পেশাদার এবং করদাতা উভয়ের ক্ষেত্রেই এক আস্থাশীল সহজ সূত্র হিসেবে দেখা দিতে বাধ্য বলে দাবি করা হয়েছে। স.ক.।

ইউনিং ইনকাম ট্যাক্স লিটিগেশন, লেখক: রজত আগরওয়াল, প্রকাশক: পেনম্যান বুকস, মূল্য: ৬৯৫ টাকা।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ২২ জনের চাকরি শ্যামল সাঁতরার সুপারিশেই !

সিবিআই তালিকা প্রকাশ্যে, শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে এবার নাম জড়াল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান শ্যামল সাঁতরার। সিবিআইয়ের তরফে পাওয়া তালিকা অনুযায়ী ২২ জনের চাকরি হয়েছে তাঁর সুপারিশেই। তালিকা সামনে আসতেই শুরু হয় ব্যাপক শোরগোল। তদন্তের দাবিতে সরব বিরোধীরা। অভিযোগ উড়িয়ে শ্যামলের দাবি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে।

২০১৪ সালের কোতুলপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন শ্যামল সাঁতরা। ২০১৬ সালে পুনরায় ওই একই আসন থেকে জিতে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হন তিনি। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় তাঁর পদ গেলেও সম্প্রতি তাঁকে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পদে বসায় তৃণমূল। ২০২০ সাল থেকে সিবিআই রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে তদন্তে নেমে সম্প্রতি ৩২৪ জন শিক্ষকের নামের তালিকা পায় যাদের চাকরি হয়েছিল বিভিন্ন প্রভাবশালীর সুপারিশে। সেই তালিকায় দেখা যায় ২২ জনের চাকরি হয়েছিল এই শ্যামল সাঁতরার সুপারিশে। তালিকা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় রাজনৈতিক শোরগোল।

বিরোধী বিজেপির দাবি, কার নির্দেশে, কত টাকার বিনিময়ে শ্যামল সাঁতরা এই ২২ জনের চাকরির সুপারিশ করেছিলেন, তা সিবিআইকে জানিয়ে দেওয়া উচিত শ্যামল সাঁতরার। বামেদের দাবি, গোটা ঘটনার তদন্ত হোক। তদন্ত হলেই আসল বিষয় সামনে আসবে। অভিযুক্ত শ্যামল সাঁতরা অবশ্য গোটা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, ২০২৬ এর নির্বাচনকে মাথায় রেখে তাঁর মতো তপশিলি সম্প্রদায়ের নেতাদের এভাবেই ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে। সিবিআই তলব করলে তিনি সহযোগিতা করবেন।

রোগীমৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা নার্সিংহোমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রোগীমৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল মালদা শহরের সিঙ্গাতলা এলাকার একটি নার্সিংহোমে। শনিবার এই ঘটনায় উত্তেজনা থামাতে ওই নার্সিংহোমে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পরে পরিবারের উপস্থিতিতে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে রোগীমৃত্যুর ঘটনায় ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা শহরের দেশবন্ধুপাড়া এলাকার বাসিন্দা প্রাক্তন রেলকর্মী প্রবীর চন্দ্র সুর (৬৩) গত ২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। এরপর তাঁকে প্রথমে রেল হাসপাতাল এবং পরে মালদা শহরের সিঙ্গাতলা এলাকায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হয়। পরিবারের অভিযোগ, দুই দুইবার অস্ত্রোপচার করা হয় প্রবীরবাবুর। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে এবং রোগী সুস্থ রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে শনিবার সকাল দশটা নাগাদ নার্সিংহোমে এসে তাঁরা জানতে পারেন রোগী মারা গিয়েছেন।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, স্বামী কখন মারা গিয়েছে তা জানানো হয়নি নার্সিংহোমের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। সেই সঙ্গে কোনও রকমের রিপোর্ট এবং বিল দেওয়া হয়নি তাদের। চিকিৎসার গাফিলতি হয়েছে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান মৃতের বাড়ির সদস্যরা। মৃতের স্ত্রী পলি সাহা জানিয়েছেন, '২ ফেব্রুয়ারি স্বামীকে ভর্তি করানোয় পর পর দুইবার মাথায় অস্ত্রোপচার হয়েছে। তারপরে জ্ঞান ফেরেনি স্বামীর। তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। রোগীকে ঠিকমতো দেখতেই দেওয়া হত না। এরপর ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বিল করা হয়। ওষুধ এবং ডাক্তারের খরচ আলাদা। শুধু তাই নয়, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ রোগী ভর্তির বিল মেটানোর কোন রশিদ আমাদের দেয়নি। আমরা জানতে চেয়েছিলাম রোগী সুস্থ এবং বেঁচে আছে তো। কিন্তু নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কিছুই বলেনি। আমাদের ধারণা অনেক আগেই হয়তো রোগী মারা গিয়েছে। বিল বাড়ানোর জন্যই এইরকম কৌশল চালিয়েছে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। তাই পুলিশকে গোটা ঘটনার অভিযোগ জানিয়ে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের দাবি তুলেই মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসলেই মৃত্যুর সঠিক সময় আমরা জানতে পারব।'

যদিও এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দেয়নি। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বৈদ্যবাটি পুরসভার কাউন্সিলরা বেতনের সব টাকা দিলেন একরত্তির চিকিৎসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কাউন্সিলারদের বেতন থেকে ওঠে ২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। গোটা মাসের সেই বেতনই এবার একরত্তি মেয়ের চিকিৎসার জন্য বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিলেন বৈদ্যবাটি পুরসভার সমস্ত দলের কাউন্সিলাররা।

সবমলিয়ে সংগ্রহ হয় ৬ লক্ষ টাকা। সেই টাকা প্রায় ৭২ কিলোমিটার দূরে নদিয়ার রানাঘাটের দাসপাড়ার বাসিন্দা, জটিল রোগে আক্রান্ত ছোট্ট মেয়ে অস্মিকা দাসের চিকিৎসার জন্য তুলে দেওয়া হল শুক্রবার। তাঁদের এই উদ্যোগ দেখে এগিয়ে আসেন বৈদ্যবাটির আরও কিছু ব্যবসায়ী এবং বেশ কিছু চাকরিজীবী মানুষ।

বৈদ্যবাটি পুরসভার ২৩ জন কাউন্সিলরের এই উদ্যোগে আপ্লুত অস্মিকার পরিবার। সে অর্থে বৈদ্যবাটির সঙ্গে কোনও যোগই নেই অস্মিকাদের। তারা থাকে অন্য পুর, এলাকায়। সমাজমাধ্যম এবং হোয়াটসঅ্যাপে শুভঙ্কর দাস অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মেয়ের জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ১৭ কোটি টাকা। কোথা থেকে আসবে এই বিপুল পরিমাণ টাকা? শুভঙ্কর লিখেছিলেন তাঁর অসহায়তার কথা। এমন কি কেউ আছেন, যিনি বাড়িয়ে দিতে পারেন সহায়তার হাত? সেই খবর পৌঁছয় বৈদ্যবাটি পুরসভাতেও। তারপরেই রাজনীতি এবং দলমতের উর্ধ্বে উঠে বৈদ্যবাটি পুরসভার কাউন্সিলররা সেই অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পুরপ্রধান, উপ পুরপ্রধান ছাড়াও তৃণমূল, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, সিপিএমের কাউন্সিলররা জোট বেঁধে এগিয়ে এসেছেন অস্মিকাকে নতুন জীবন ফিরিয়ে দিতে।

পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো ও উপ পুরপ্রধান শান্তনু কুমার দত্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল শুক্রবারেই শুভঙ্করের বাড়িতে যান। ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রত্না দত্ত, কংগ্রেসের কবিতা ঘোষ, বিশ্বজিৎ সিংহ, তৃণমূলের মহুয়া ভট্টাচার্য, সমর বাগচিরা। তাঁরা অস্মিকার বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে ওই ৬ লক্ষ টাকা তুলে দেন। অভাবনীয় এই সহায়তায় আবেগে মুখের ভাষা হারিয়েছে দুশ্চিন্তার অতলে ডুবে থাকা পরিবার।

ছোট্ট মেয়ে অস্মিকা পরিবারের একমাত্র সন্তান। মেয়ের জটিল রোগ ধরা পড়ার পরে চিকিৎসার জন্য নানা জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছেন শুভঙ্কর। তার ফল? চাকরি খুইয়েছেন। কার্যত নিঃস্ব শুভঙ্কর সমাজমাধ্যমে কাতর অনুরোধ করেছিলেন, মেয়ের চিকিৎসার জন্য যদি কোনও আর্থিক সহায়তা মেলে। অসহায় বাবার সেই কাতর আর্তির কথা পৌঁছয় বৈদ্যবাটির পুরসভায়।

প্রাথমিক আলোচনার পরে জানুয়ারিতে বোর্ড অফ কাউন্সিলারদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, ২৩ জন কাউন্সিলর তাঁদের একমাসের বেতন তুলে দেবেন ওই পরিবারের হাতে। সেই সিদ্ধান্তের পরে পুরপ্রধান, উপ পুরপ্রধান, পুরপরিষদের সদস্য ও কাউন্সিলররা মাসিক বেতন দান করে টাকা। পুরপ্রধান পিন্টু বলেন, 'আমাদের রাজ্যে ১২৮টি পুরসভা এবং যে ক'টি পুরনিগম রয়েছে, সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ করব, ছোট্ট এই মেয়ের চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসুন। রাজনৈতিক ব্যবধান দূরে সরিয়ে এই মেয়েটার পাশে সকলকে দাঁড়াতেই হবে। যাঁর যা ক্ষমতা, তা নিয়ে এগিয়ে আসুন সকলে। আমি নিশ্চিত, সুস্থ হয়ে অস্মিকা নতুন জীবন শুরু করবেই।'

মূলত পিন্টুর উদ্যোগেই বৈদ্যবাটিতে শুরু হয় টাকা তোলা। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেননি কাউন্সিলাররা। ফরওয়ার্ড ব্লকের কাউন্সিলার রত্না দত্ত বলছিলেন, 'মানুষের ভোটে পুরপ্রতিনিধি হয়েছি। তাঁদের পাশেই থাকতে হবে। পুরপ্রধান যে মানবিক বার্তা দিয়েছেন, সেখানে রাজনৈতিক মতানৈক্য আঁকড়ে ধরে রাখা অর্থহীন। ওই ছোট্ট মেয়ের মুখে হাসি দেখতে চাই। ভবিষ্যতেও একজোট হয়ে এগিয়ে আসব।' কংগ্রেসের কাউন্সিলার কবিতা ঘোষের কথায়, 'মানবিকতার থেকে রাজনীতি কখনও বড় হতে পারে না। আজ এখানে এসে পুরপ্রধান সম্পর্কেও ধারণা আমূল পালটে গেল।'

বৈদ্যবাটি পুরসভার জনপ্রতিনিধিদের সহমর্মিতায় মুখের ভাষা হারিয়েছেন শুভঙ্কর। তর্জনী দিয়ে চোখের কোণের জল সরিয়ে বললেন, 'আশা হারিয়ে ফেলছিলাম। আজ মনে হচ্ছে, লড়াইটা শেষ হয়নি। হয়তো মেয়েটা নতুন জীবন ফিরে পাবে।'

হাসপাতালের বেডে বসেই অঙ্ক পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: এক হাতে সেলাইন, আর অন্য হাতে পেন, হাসপাতালের বেডে বসে এমন ভাবেই মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা দিল গলসির মিঠাপুর শ্রীদুর্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী রিয়া রায়। সে শিকারপুর গ্রামের বাসিন্দা। আদড়াহাটি বিএস শিক্ষানিকেতনে মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পরেছে রিয়ার।

এদিন মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। এরপর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও গলসি থানার পুলিশ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে সে সুস্থ বোধ করলে, হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সে আবার পরীক্ষা দিতে শুরু করে। খবর পেয়ে গলসি থানার ওসি অরুণ কুমার সোম ও মিঠাপুর শ্রীদুর্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইমদাদুল হক মল্লিক হাসপাতালে আসেন।

আদ্রাহাটি বিএস শিক্ষানিকেতনের প্রধান শিক্ষক কার্তিক চন্দ্র দে জানান, পরীক্ষা শুরু হওয়ার চল্লিশ মিনিট পর রিয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক ডাঃ তড়িৎ চ্যাটার্জি জানান, রিয়া যখন হাসপাতালে আসে, তখন সে খুব ছটফট করছিল ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিল। চিকিৎসা শুরু করার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সুস্থ বোধ করে।

মিঠাপুর শ্রীদুর্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইমদাদুল হক মল্লিক বলেন, থানার ওসি, বিদ্যালয় কতৃপক্ষ, হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের ধন্যবাদ। তাদের সহযোগিতাতার জন্য রিয়া পরীক্ষায় বসতে পেরেছে।

হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: শনিবার মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা দিতে গিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রেই জ্ঞান হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পরে এক ছাত্রী। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে শিক্ষকদের ও প্রশাসনের সহযোগিতায় জামালপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হলে হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা দিতে শুরু করে অঙ্কনা সাঁতরা।

জামালপুরের পর্বতপুর এলাকার বাসিন্দা অঙ্কনা সাঁতরা। সে পর্বতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে জামালপুরের সেলিমাবাদ উচ্চবিদ্যালয় থেকে।শনিবার অংক পরীক্ষা ছিল। নিয়ম মেনে সঠিক সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে যায় অঙ্কনা। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর আগেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বেঞ্চে বসেই। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত স্কুলের শিক্ষক এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় নিয়ে যাওয়া হয় জামালপুর হাসপাতালে। সেখানে উপস্থিত হন জামালপুরের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। দ্রুততার সাথে চিকিৎসাও শুরু করেন চিকিৎসকরা। পরীক্ষা কেন্দ্রে বসে পরীক্ষা দিতে না পারলেও কিছুটা সুস্থ হলে হাসপাতাল থেকেই তার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রশাসন থেকে জানানো হয়।

ছাত্রীটির পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই অঙ্কনা অসুস্থ ছিল। শারীরিক দুর্বলতা ছিল। সেই অবস্থাতেই এবার মাধ্যমিকের প্রথম দু'টি পরীক্ষা দিয়েছে। এদিন অংক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে যায় সে। কিন্তু সেখানে গিয়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই হাতে স্যালাইন চলা অবস্থাতেই অংক পরীক্ষা দেয় অঙ্কনা।

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উদ্যোগে পাণ্ডবেশ্বরে উদ্বোধন ফার্মার্স ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উদ্যোগে পাণ্ডবেশ্বরের কৃষকদের সুবিধার্থে খুলে দেওয়া হয়েছে ফার্মার্স ক্লাব। কৃষক সমবায়ের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে কৃষি সম্মেলন এবং কৃষকদের সেচ ব্যবস্থার সুবিধার্থে সৌরশক্তিচালিত তিনটি সাবমারসিবল পাম্পের উদ্বোধন করা হয় শনিবার।

মূলত কয়লা অঞ্চলের শুষ্ক এলাকায় সাধারণ কৃষকদের সাহায্যার্থে উদ্বুদ্ধ করতে এই ক্লাব খুলে দেওয়া হয়েছে। সমবায় ক্লাবের নামকরণ হয়েছে, পাণ্ডবেশ্বর কৃষি ক্রান্তি চঞ্চঞ্জ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড। এই অনুষ্ঠানটি পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার মহাল অঞ্চলের কৃষি জমির মাঝে অনুষ্ঠিত হয়। মূলত এই কৃষি সম্মেলনে বিভিন্ন কৃষকের উৎপাদিত কৃষি সামগ্রীর প্রদর্শনী করা হয় এবং পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের সম্মাননা পত্র তুলে দেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

বিধায়ক বলেন, 'পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা নিয়ে আমার কয়েকটি স্বপ্নের মধ্যে ছিল এই কৃষকদের নিয়ে ফার্মার্স ক্লাবটি খোলা। আমি প্রমাণ করে দিতে চেয়েছিলাম মূলত এই কয়লা অঞ্চলে কৃষি জমির ফলন হয়। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকার কৃষকেরা এই সমবায় ফলে উপকৃত হয়েছেন এবং হবেন।' কৃষকদের পক্ষ থেকে শেখ বাপি নামক এক কৃষক বলেন, 'আমাদের স্বপ্নপূরণ করেছেন বিধায়ক। এই সমবায় গঠনের ফলে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার সামগ্রিক কৃষককুল উপকৃত হয়েছেন। প্রায়ই ৬০০ বিঘা জমির কৃষকেরা একত্রে উপকৃত হচ্ছেন। আমরা চাই আগামী দিনে এই সমবায় আরও উচ্চপর্যায়ে পৌঁছে যাক।'

বাড়িতে বাবার দেহ, মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় মুসকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাড়িতে তখনও শোওয়ানো বাবার মৃতদেহ। শোকের ছায়া পরিবারে। তারই মাঝে চোখের জল আটকে মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা দিতে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছল পাণ্ডুয়ার মুসকান খাতুন। ছাত্রীর মানসিক দৃঢ়তাকে কুর্নিশ জানাচ্ছে এলাকাবাসী। আর মুসকান বলছে, তার বাবা চেয়েছিলেন, সে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। সেই স্বপ্ন সে সত্যি করতে চায়।

পাণ্ডুয়ার হরাল দাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাজল গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল কায়েম শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পূর্ব বর্ধমানের একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাঁর মেয়ে মুসকান খাতুন জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিচ্ছে এবার। পাণ্ডুয়া হাতনী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী মুসকান। তার পরীক্ষাকেন্দ্র বৈঁচী বাটিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

শনিবার মুসকান যখন পরীক্ষা দিতে বেরচ্ছে, তখনও তারা বাবার মৃতদেহ বাড়িতে শোওয়ানো রয়েছে। সে যখন পরীক্ষা দিচ্ছে, তখন তার বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হচ্ছে। বাটিকা বৈঁচি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দীপ্তেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মুসকানের পিতৃ বিয়োগের খবর জানতে পারেন। মুসকানের পরীক্ষা দিতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, অথবা পরীক্ষাকেন্দ্রে সে যদি কোনও কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স থেকে সবরকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানান উপপ্রধান। তিনি বলেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় বাবার মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। তবে ছাত্রীটির মানসিক দৃঢ়তা দেখে ভালো লাগছে।'

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা প্রদান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শনিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় দিন। ঝাড়গ্রাম জেলায় এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩ হাজার ৬৫০ জন। তার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৬ হাজার ৪০৪ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৭ হাজার ২৪৬ জন। মোট পরীক্ষা কেন্দ্র থাকছে ৩৯ টি। শনিবার সকালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ বাড়াতে মানিকপাটা বিট হাউস এলাকায় থাকা মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টারগুলির সামনে মানিকপাড়া বিট হাউস ফাঁড়ির পুলিশের পক্ষ থেকে জলের বোতল ও কলম তুলে দেওয়া হয় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে। এছাড়াও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান পুলিশ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন মানিকপাড়া বিট হাউসের ওসি নিশীথ আদক সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

ফর্ম জি

কলকাতায় ফিনটেক শিল্পে নিযুক্ত

পেমার্ক পেমেন্ট টেকনোলজিস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের

আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

প্রাসঙ্গিক বিশদ		
১.	প্যান/সিএইএন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**পেমার্ক পেমেন্ট টেকনোলজিস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড,** প্যান- AAKCP6309G CIN : U72501WB2019PTC232619
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৭৩/২৮গল্ফ ক্লাব রোড এলপি ৮৫/৩/০, কলকাতা -৭০০০৩৩, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://epaymark.com/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	৭৩/২৮গল্ফ ক্লাব রোড এলপি ৮৫/৩/০, কলকাতা -৭০০০৩৩, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য / পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	সফটওয়্যারের মতো অধরা সম্পদ ২৭,৯৯,৪৭০/- টাকা
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	৭৯,৭৭,৫৯,০০০/- টাকা রাজস্বে পরিষেবা প্রদান করা হয়েছিল।
৭.	কর্মী/ কাজের লোকের সংখ্যা	কর্মী - ০ (শূন্য) কর্মচারী - উপলব্ধ নয়
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ) সহ আরও বিশদ বিবরণ, ঋণদাতাদের তালিকা ইউআরএল এ উপলব্ধ-	**নিচের লিঙ্কে গুগল ড্রাইভে উপলব্ধ-** https://drive.google.com/drive/u/4/folders/ 1MwLVDUS91B0EfkOiEBBgzQI7V1YPkTMv
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	**নিচের লিঙ্কে গুগল ড্রাইভে উপলব্ধ-** https://drive.google.com/drive/u/4/fold-ers/ 1MwLVDUS91B0Efk OiEBBgzQI7 V1YPkTMv
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৩ রা মার্চ, ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৩ ই মার্চ, ২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৮ই মার্চ, ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৮ শে মার্চ, ২০২৫
১৪.	মেমোরান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	০২ রা এপ্রিল, ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০২ রা মে, ২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	paymark.cirp@gmail.com

স্বা/-

হংসরাজ জারিয়া

রেজোলিউশন প্রফেশনাল

IBBI/IPA-002/IP-N00835/2019-2020/12663

আইবিবিআই নিবন্ধিত ঠিকানা: ৩৬, অবিনাশ শাশমল লেন, বেলেঘাটা, ফুলবাগান, পবনপুত্র হোটেলের কাছে, কলকাতা - ৭০০০১০

paymark.cirp@gmail.com, hansrajjaria@gmail.com

তারিখ : ১৬.০২.২০২৫ পেমার্ক পেমেন্ট টেকনোলজিস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য (সিআইআরপি চলছে)

স্থান : কলকাতা এএফএ নং: AA2/12663/02/300625/2035362530.06.2025 পর্যন্ত বৈধ,

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ

১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) অধীন]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।

আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম (সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী)	চার্জড/বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১.	ক) তেঁতুলবেড়িয়া শাখা **খ) ঋণগ্রহীতা: ১. মেসার্স ভৌমিক জুয়েলার্স, স্বত্বাধিকারী- রবি ভৌমিক** ২৩৮৪, ফরতাবাদ মোড়, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৮৪। **এছাড়াও ঠিকানা:** সি২, চলন্তিকা, ফরতাবাদ মোড়, গড়িয়া স্টেশন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ০৮৪ এবং এছাড়াও ঠিকানা- প্রযত্নে সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক, লস্করপুর, নারকেল বাগান, জাগরণী সংঘ ক্লাবের কাছে, কলকাতা-৭০০ ১৫৩। **২. শ্রী রবি ভৌমিক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা- শ্রী সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক **মেসার্স ভৌমিক জুয়েলার্স এর স্বত্বাধিকারী।** ২৩৮৪, ফরতাবাদ মোড়, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪। এছাড়াও ঠিকানা- সি২, চলন্তিকা, ফরতাবাদ মোড়, গড়িয়া স্টেশন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪ এবং এছাড়াও ঠিকানা- প্রযত্নে সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক, লস্করপুর, নারকেল বাগান, জাগরণী সংঘ ক্লাবের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ১৫৩।	দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার অধীনে, এম.এইচ. নং ২৩৮৪, ফরতাবাদ মোড়, থানা- সোনারপুর, মৌজা- বারহাস ফরতাবাদ, পরগনা মেদানমল্ল, জে.এল. নং ৪৭, আর.এস. নং ৭, তৌজি নং ১০৯, হাল খতিয়ান নং ১১২২, আর.এস. দাগ নং ৭৩৫, হোল্ডিং নং ১৩৬৩, ওয়ার্ড নং ২৭-এ অবস্থিত গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত দোকানের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ২০০০ সালের ৫৬৬৫ নং নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল অনুসারে, **শ্রী রবি ভৌমিকের নামে আছে,** পিতা- সুভাষ ভৌমিক। **সম্পত্তি ১:** জমির পশ্চিম পাশে ৯৫৭ বর্গফুট পরিমাপের একতলা ভবন সহ ২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৯ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য	ক) ২৭.১১.২০২৪ খ) ১৩.০২.২০২৫ গ) ৩১,৭৮,৬০২.৩২ টাকা (একত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার ছয়শো দুই টাকা বত্রিশ পয়সা মাত্র) **২৬.১১.২০২৪** অনুযায়ী এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য ব্যয়।
২.	ক) তেঁতুলবেড়িয়া শাখা **খ) ঋণগ্রহীতা ১: মেসার্স ওয়েলফেয়ার মেডিকেল সিস্টেম , স্বত্বাধিকারী- শ্রী পিনাকী সাহা রায়** ৯৪, ড. বি. আর. আম্বেদকর রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা-সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ০৮৪। **২. শ্রী পিনাকী সাহা রায় (স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা / প্রয়াত শ্রী গুণধর সাহা রায়ের আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা- প্রয়াত শ্রী গুণধর সাহা রায়** ৯৪, ড. বি. আর. আম্বেদকর রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা-সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ০৮৪। **৩. মিস দোলা মজুমদার (প্রয়াত শ্রী গুণধর সাহা রায়ের আইনী উত্তরাধিকারী)** ৯৪, ড. বি. আর. আম্বেদকর রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা-সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ০৮৪। **৪. শ্রীমতী মমতা সাহা রায় (জামিনদার/ বন্ধকদাতা/ প্রয়াত শ্রী গুণধর সাহা রায়ের আইনি উত্তরাধিকারী),** স্বামী- প্রয়াত শ্রী গুণধর সাহা রায় ৯৪, ড. বি. আর. আম্বেদকর রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা-সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ০৮৪ **৫. শ্রীমতী কৃষ্ণ সাহা রায় (জামিনদার),** স্বামী- শ্রী পিনাকী সাহা রায় ৯৪, ড. বি. আর. আম্বেদকর রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা-সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ০৮৪।	অংশের সকল (শ্রী গুণধর সাহা রায়কে উপহার দেওয়ার পর, ২০১৭ সালের গিফট ডিড নং ১৬২৯০৩৩৭২ এর মাধ্যমে ৫ কাঠা ১০ ছটাক মধ্যে ৩৯ বর্গফুট এর মধ্যে ২ কাঠা ১১ ছটাক পরিমাপের জমি) যার মৌজা- কন্দর্পপুর বোয়ালিয়া , জেএল নং ৪৯, তৌজি নং ৩৮০, আরএস দাগ নং ৮১ (পি), এলআর দাগ নং ৯৩(পি), আরএস খতিয়ান নং ২৮৫, এলআর খতিয়ান নং ২০৯৭, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার এখতিয়ারাধীন, থানা- সোনারপুর এ.ডি.এস.আর.ও. - আলিপুর, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং ১৯৭৫ এর ১৮৪৫, **মমতা সাহা রায়ের নামে,** স্বামী- গুণধর সাহা রায়। **সীমানা:** উত্তরে ১২'-০" প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণে- গুণধর সাহা রায়ের সম্পত্তি, পূর্বে- ১২'-০" প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিমে- একই আরএস দাগ নং ৮১(পি) এর প্লট **সম্পত্তি ২ :** কমবেশি বা ০২ (দুই) কাঠা ১১ (এগারো) ছটাক ০০ (শূন্য) বর্গফুট জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার যার মৌজা- কন্দর্পপুর বোয়ালিয়া , জেএল নং ৪৯, তৌজি নং ৩৮০, আরএস দাগ নং ৮১ (পি), এলআর দাগ নং ৯৩(পি), আরএস খতিয়ান নং ২৮৫, এলআর খতিয়ান নং ২০৯৭, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার এখতিয়ারাধীন ওয়ার্ড নং ৬, হোল্ডিং নং-৫১৬ থানা - সোনারপুর, জেলা সাব-রেজিস্ট্রার - আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার - গড়িয়া, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০১৭ সালের উপহার দলিল নং ১৬২৯০৩৩৭২, **গুণধর সাহা রায় এর নামে,** পিতা- যোগেন্দ্র নাথ সাহা রায়। **সীমানা:** উত্তরে- ১২'-০" প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণে- একই আরএস দাগ নং ৮১(পি) এর প্লট, পূর্বে- ১২'-০" প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিমে- একই আরএস দাগ নং ৮১(পি) এর প্লট	ক) ০৪.১২.২০২৪ খ) ১৩.০২.২০২৫ গ) ৫৬,৩৮,৮৯৭.৯১ টাকা (ছাপ্পান্ন লক্ষ আটত্রিশ হাজার আটশো সাতানব্বই টাকা এবং একানব্বই পয়সা মাত্র) ০৩.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য ব্যয়।

তারিখ: ১৩.০২.২০২৫/ স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস

২য় এবং ৩য় ফ্লোর

১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস

কলকাতা-৭০০০০১

পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)]

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগনকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।

এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা/ জামিনদার এর নাম	১. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২. দখল বিজ্ঞপ্তির ৩. দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমান	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	**মেসার্স এন কে বসু অ্যান্ড কোং** (পার্টনারশিপ ফার্ম), ঠিকানা-পি-৪৫ বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক এ, কলকাতা- ৭০০০৫৫, **শ্রী নিখিল কুমার বসু** পিতা প্রয়াত দিজাবর বসু (অংশীদার, জামিনদার এবং বন্ধকদাতা) ঠিকানা- পি-৪৫ বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক এ, কলকাতা - ৭০০০৫৫, **শ্রী বুদ্ধদেব বসু** (অংশীদার এবং জামিনদার) ঠিকানা- পি-৪৫ বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক এ, কলকাতা-৭০০০৫৫ এবং **শ্রীমতী সুদীপা বসু** (অংশীদার এবং জামিনদার) ঠিকানা- পি-৪৫ বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক এ, কলকাতা - ৭০০০৫৫ **শাখা: কাঁকুড়গাছি**	১. ১৬.১১.২০২৪ ২. ১৪.০২.২০২৫ ৩. ৮২,৫৭,০২৫.০০ টাকা **(বিরাশি লক্ষ সাতান্ন হাজার পঁচিশ টাকা মাত্র)**	কাঠামো (জি + ৩) সহ প্রায় ৩ কাঠা ১৪ ছটাক ৮ বর্গফুট জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার প্রেমিসেস নং - ১৩০/৯৫, কলকাতা যশোর রোড, পূর্বতন প্রেমিসেস নং - ২৯৬/৯৫, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক এ, মৌজা - কৃষ্ণপুর, প্লট নং - ৪৫, জেএল নং- ১৭, আরএস নং - ১৮০, তৌজি নং - ২২৮, ২২৯, সিএস প্লট নং/দাগ নং- ১২৭৮, খতিয়ান নং- ৮৫২, ৮৫৩ (পি), ওয়ার্ড নং- ২৯, দক্ষিণ দমদম পৌরসভা, থানা- লেক টাউন, **পৌর সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে:** প্লট নং- ৩৪, **দক্ষিণে:** ২০' প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা, **পূর্বে:** প্লট নং- ৪৪, **পশ্চিমে:** প্লট নং - ৪৬ বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ দ্বারা।
২.	**মেসার্স রাম নারায়ণ প্রিন্টার্স** (ঋণগ্রহীতা/ প্রপ্রেইটারশিপ কনসার্ন) ডি ১/৮ দক্ষিণী হাউজিং এস্টেট, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০১৮, **শ্রী সুব্রত ভোয়াল** (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদার) পিতা- শ্রী যতীশ চন্দ্র ভোয়াল, ডি ১/৮ দক্ষিণী হাউজিং এস্টেট, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০১৮, **শ্রী প্রবীর ভোয়াল** (জামিনদার) পিতা- শ্রী যতীশ চন্দ্র ভোয়াল, ডি ১/৮ দক্ষিণী হাউজিং এস্টেট, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০১৮, **শ্রীমতী মায়া রানী ভোয়াল** (জামিনদার এবং বন্ধকদাতা) স্বামী- শ্রী যতীশ চন্দ্র ভোয়াল, ডি ১/৮ দক্ষিণী হাউজিং এস্টেট, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০১৮, **শাখা: নিউ আলিপুর**	১. ০৫.০৬.২০২৪ ২. ১২.০২.২০২৫ ৩. ২৮,৭০,৪৭১/- টাকা **(শব্দে আঠাশ লক্ষ সত্তর হাজার চারশো একাত্তর টাকা মাত্র)**	প্রেমিসেস নং - ডি ১/৮ দক্ষিণী হাউজিং এস্টেট, হোল্ডিং নং - সিআর-১৩৬/৯৬৭, আকড়া দত্ত বাগান রোড, থানা - রবীন্দ্রনগর, পোস্ট - বটতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা , ৭০০০১৮ এ অবস্থিত মিসেস মায়া রানী ভোয়ালের নামে জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা: উত্তরে:** প্রেমিসেস নং - ডি ১/৯, **দক্ষিণে:** প্রেমিসেস নং- ডি ১/২, **পূর্বে:** আকড়া দত্ত বাগান রোড, **পশ্চিমে:** দক্ষিণী হাউজিং এস্টেট রোড দ্বারা।
৩.	**শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা ভোয়াল** (দত্ত),স্বামী- প্রয়াত সুমন ভোয়াল এবং পিতা-কার্তিক দত্ত এবং **শ্রীমতী সুচিত্রা ভোয়াল** (প্রয়াত সুমন ভোয়ালের মা ও আইনি উত্তরাধিকারী), **শ্রীমতী সুদিতি ভোয়াল** (প্রয়াত সুমন ভোয়ালের কন্যা ও আইনি উত্তরাধিকারী তার স্বাভাবিক ও আইনি অভিভাবক শ্রীমতী. **প্রিয়াঙ্কা ভোয়াল** প্রতিনিধিত্ব করেছেন) ঠিকানা- বাতাইগোল বাজার, মন্দিরপাড়া, পোস্ট ও থানা- মাল, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫২২১ সকলের আবাসিক ঠিকানা- গোপাল বিহার, বাড়ি নং এফডি- ৪৯/৪, স্ট্রিট - বিদ্যাসাগর পল্লী, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন -৭০০০৫৯, এছাড়াও আবাসিক ঠিকানা- বাতাইগোল বাজার, মন্দিরপাড়া , পোস্ট ও থানা- মাল, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫২২১ মেসার্স হিমাঙ্গ মার্কেন্টাইলস প্রাঃ লিঃ এর ডিরেক্টর **শ্রী রৌনক ঝুনঝুনওয়ালা** পিতা-সুশীল কুমার ঝুনঝুনওয়ালা মাধ্যমে ঠিকানা- পি- ৮২৯/এ, লেক টাউন ব্লক এ, পোস্ট- লেক টাউন, থানা-লেক টাউন, কলকাতা- ৭০০০৮৯। **শাখা: চৌরঙ্গী**	১. ৩০.১১.২০২৪ ২. ১৩.০২.২০২৫ ৩. ৪১,৩০,২২৯.০০ টাকা **(একচল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার দুইশো উনত্রিশ টাকা মাত্র)**	ষষ্ঠ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং - ডি-৬০২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার কার্পেট এরিয়া ৬৮১ বর্গফুট (ব্যালকনি এরিয়া প্রায় ৩৭ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া কার্পেট এরিয়া বাদে), যার মধ্যে রয়েছে ২টি শোবার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা, একটি যান্ত্রিক গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ, ব্লক নং - ডি, ভবানী কোর্টইয়ার্ড এবং সেইসঙ্গে ৮ বিঘা ৩ কাঠা ১০ ছটাক ৩ বর্গফুট (কমবেশি) জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার, যার আরএস দাগ নং - ৪৪৩, ৪৪৭,৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০ এবং ৪৬২ সংশ্লিষ্ট এলআর দাগ নং - ৭৪৭, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩ এবং ৭৫৭, এলআর খতিয়ান নং- ৩০৫২, সমস্তই বাস্তু শ্রেণীবদ্ধ মৌজা- সাহারা, জেএল নং- ৪৬, আরএস নং- ৩, তৌজি নং - ১৪৬, উত্তর ২৪ পরগণা, পোস্ট - গঙ্গানগর, থানা- এয়ারপোর্ট, জেলা -উত্তর ২৪ পরগণা, প্রেমিসেস নং - ৯১/১ যশোর রোড (দক্ষিণ), কলকাতা- ৭০০১৩২, মধ্যম গ্রাম পৌরসভার ওয়ার্ড নং - ২৬ এর অধীনে অবস্থিত। **উত্তরে:** কমপ্লেক্সের ব্লক-সি এর প্রস্তাবিত স্থান, **দক্ষিণে:** কমপ্লেক্সের ব্লক ই, **পূর্বে:** অভ্যন্তরীণ পথ, তারপরে সীমানা প্রাচীর, **পশ্চিমে:** প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ উদ্যান এলাকা এবং তারপরে ব্লক জি।

তারিখ: ক্র.নং.- (১)- ১৪.০২.২০২৫ , ক্র.নং.-(২)-১২.০২.২০২৫, ক্র..নং.-(৩)-১৩.০২.২০২৫, স্থান- কলকাতা

স্বা/: অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সাবিত্রী মিত্রর চালকের ওপর হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রর গাড়ির ওপর হামলার দুই সপ্তাহের মধ্যে এবারের তাঁর গাড়ির চালকের ওপরে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শনিবার রাত আড়াইটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার নারায়ণপুর বিএসএফ ক্যাম্পের ব্লক গেটের সামনে। রাতে আহতকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় পুরাতন মালদার মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়িতেই রয়েছে ওই গাড়িচালক। এই ঘটনায় শনিবার সকালে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বিধায়কের গাড়িচালক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতের নাম অনুপ সাহা (৩২)। এদিন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রর গাড়ির চালক অনুপ সাহা তার পরিবার নিয়ে বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরছিলেন। বাড়ির সকলে সামনের রাস্তায় হেঁটে এগিয়ে গেলেও পুরাতন মালদা ব্লক গেটের সামনে বিধায়কের চালক অনুপ সাহা পিছনে ছিলেন। সেই সময় তিনি দেখ তে পান তিন চার জন দুষ্কৃতী মুখ বেঁধে রয়েছে। সেই দৃশ্য দেখে চালক ওই দুষ্কৃতীদের মোবাইলে ক্যামরা বন্দি করতে গেলেই তিন দুষ্কৃতী তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এলোপাতাড়ি ভাবে তাঁকে চাকু দিয়ে কোপাতে থাকে। সেই সময় আহত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে চিৎকারের আওয়াজ শুনে তার স্ত্রী সহ পরিবারের লোকজন এসে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মৌলপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি আহত অবস্থায় বাড়িতে রয়েছেন। তবে এই ঘটনার জেরে গোটা এলাকা আতঙ্কিত রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে এদিন সকালে আসে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

তবে আহত অনুপ সাহার বক্তব্য, 'কে বা কারা মুখ ঢেকে ওখানে ঘোরাঘুরি করছিল আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে তাদের ছবি মোবাইলে ভিডিও করতেই ওরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সম্ভবত আমার ওপরে আক্রোশবশত এই ঘটনা ঘটিয়েছে।' আহত স্ত্রী সুচি বলেন, 'ঘটনার কী কারণ আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। তবে পুলিশ পুরো ঘটনা তদন্ত করছে।'

উল্লেখ্য, গত ১ ফেব্রুয়ারি মানিকচকের তৃণমূল দলের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের গাড়িতে হামলা অভিযোগ উঠে। ওইদিন মানিকচকের ধরমপুর এলাকার রাজ্যসড়কেই এই ঘটনাটি ঘটেছিল। এরপরেই ওই গাড়িসহ একজনকে আটক করে পুলিশ। এদিন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, তার গাড়ি চালক ছুটি নিয়েছিল। শুক্রবার সে আসে নি। এরপরই এই হামলার ঘটনার কথা শুনেছি। এর পিছনে কি বৃত্তান্ত রয়েছে বলতে পারব না । পুলিশ সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে দেখছে। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু ও সঙ্গী নেতা গুরুতর

দলের পদ হারানো ব্যক্তিরাই খুন করিয়েছে, দাবি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: বিস্ফোরক মঙ্গলকোটের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী। এবার খেলা হবে বলে নিজেরই দলের নেতাদের খোদ হুঁশিয়ারি দিলেন পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের শিমুলিয়া ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী। তিনি বলেন, খুনের রাজনীতি হচ্ছে। একজন বেঁচে আছে সে ফিরে আসুক তারপর খেলা হবে। তা হলে প্রশ্ন হল মঙ্গলকোটের দুর্ঘটনার পিছনেও কি শাসকদলের গোষ্ঠী সংঘাতের তত্ত্ব কাজ করছে?

মঙ্গলকোটের আটঘড়ার কাছে পথ দুর্ঘটনায় তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু ও সঙ্গী তৃণমূল নেতার গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনা 'পরিকল্পনামাফিক' ঘটানো হয়েছে এমনই অভিযোগ তোলা হয় মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে। বুধবার সন্ধ্যার মুখে দুর্ঘটনার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে মৃত তৃণমূল কর্মী লালু শেখের ছেলে সাহিন শেখ মঙ্গলকোট থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন। অভিযুক্তরা সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসেরই নেতাকর্মী বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার জেরে মঙ্গলকোটে রাজনৈতিক তাপ উত্তাপের পারদ চড়েছে। বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী বলেন, 'পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদের নেতারা কেউ দলের জন্য কিছু করেননি শুধু টাকা কামিয়েছেন। তারা ভাবছে ব্লক সভাপতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। কিছুই পরিবর্তন হবে না যারা লাফাচ্ছেন সাবধান হোন না হলে খেলা হবে।'

মঙ্গলকোটের লাখুড়িয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মফিজুল শেখ এবং লাখুড়িয়া পঞ্চায়েতের প্রধান ফতেমা বিবির শ্বশুর লালু শেখ দু'জনে বাইকে চড়ে বুধবার কাটোয়া আদালতে গিয়েছিলেন। দু'জনেই কল্যাণপুর গ্রামের বাসিন্দা। মফিজুল ও লালু শেখের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পুরনো একটি মামলায় হাজিরা দিতে মফিজুল কাটোয়া আদালতে গিয়েছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। বাইকে চড়ে ফিরে আসার পথে নতুনহাট - গুসকরা রোডের আটঘড়া ও কল্যাণপুরের মাঝামাঝি এলাকায় একটি ইঁটভাটার সামনাসামনি একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ হয়। পথের ধারে দু'জনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন। উদ্ধার করে নতুনহাট ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকরা লালু শেখ কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মফিজুল শেখকে বর্ধমানে স্থানান্তরিত করা হয়। অবস্থা গুরুতর বুঝে তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার পরেই মৃতের পরিবার পরিজন থেকে দলের একাংশ, এই 'দুর্ঘটনা' নিয়ে সন্দেহপ্রকাশ করেন। মৃতের ছেলে সাহিন শেখ পুলিশের কাছে ২৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসেরই বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে সাহিন শেখ অভিযোগ তুলেছেন 'পরিকল্পনামাফিক' এই দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে। একটি চারচাকা গাড়ি চলন্ত ওই বাইকের সামনে আচমকা ব্রেক কষলে বাইকটি চারচাকার পিছনে ধাক্কা মারে। দু'জন ছিটকে পড়ে গেলে তাঁদের মেরে দেওয়ার উদ্দেশ্যে লাঠিসোঁটা, টাঙ্গি ইত্যাদি হাতিয়ার নিয়ে হামলা চালানো হয়। ঘটনার আগে কয়েকজন মিলে বৈঠক করে এই পরিকল্পনা করেছিল।

দুর্ঘটনার পরে বুধবার রাতের মধ্যেই পুলিশের হাতে একটি সিসিটিভি ফুটেজ আসে। তাতে দেখা যায় একটি চারচাকা গাড়ির পিছনে বাঁদিক ঘেঁষে বাইকে চড়ে যাওয়া দু'জন সজোরে ধাক্কা দিচ্ছে। মাত্র চার সেকেন্ডের এই ভিডিও ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়েছে। সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাস্থলের কাছে একটি ইটভাটার সামনে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় ওই দৃশ্য ধরা পড়েছে। রাস্তার পাশে যেখান থেকে দু'জনকে উদ্ধার করা হয়েছিল ওই জায়গাটি পুলিশ ব্যারিকেড করে ঘিরে রেখেছে। বেনাঝাড় ও কয়েকটি কেটে ফেলা গাছের গোঁড়া রয়েছে সেখানে। যত্রতত্র পড়ে রয়েছে পাথরের টুকরোও।

উল্লেখ্য; বিগত কয়েক মাস ধরেই মঙ্গলকোটে তৃণমূল কংগ্রেসের দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে চরম সংঘাত চলে আসছে বলে অভিযোগ। সাম্প্রতিককালে একাধিক ছোটখাটো সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এরই মধ্যে দুর্ঘটনায় এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু ও দলের অঞ্চল সভাপতি জখম হওয়ার ঘটনার জেরে দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়েছে। পুলিশ জানায় ইতিমধ্যেই ওই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তারের খবর নেই। তবে বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী কর্মী বৈঠকে পরিষ্কার বলেন, যারা দলের পদ হারিয়েছে তারাই এই খুন করিয়েছে।

পুরশুড়ায় স্কুলে বহিরাগতদের উৎপাত, ক্ষোভ প্রকাশ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিশাল স্কুল ঘর আছে। আর আছে খেলার মাঠ থেকে শুরু করে পঠন পাঠনের যাবতীয় সামগ্রী। কিন্তু স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ কমছে। কমতে কমতে দুই অঙ্কের সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে। এর কারণ, একদিকে যেমন শিক্ষক সংকট তেমনি গ্রুপ ডি কর্মীর অভাব। মাত্র তিন জন শিক্ষক আর একজন শিক্ষিকা নিয়ে চলছে স্কুল। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৮৮ জন। এই জন্য বাধ্য হয়েই স্কুলের শ্রেণিকক্ষ থেকে শুরু করে স্কুলের বারান্দায় কখনও শিক্ষকদের ঝাঁটা দিতে হচ্ছে আবার কখনও ছাত্রছাত্রীদের ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করতে হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে আরামবাগ মহকুমার পুড়শুড়ার ঘোলদিগরুই জুনিয়র হাইস্কুলে। আসলে বহিরাগতদের উৎপাতে অতিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষকেরা। এই স্কুলের পরীকাঠামো এতটাই উন্নত প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী অনায়াসে পঠনপাঠন করতে পারবে। স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে শুরু করে পানীয় জল, মিড ডে মিলের ঘর, ছাত্র ছাত্রীদের জন্য খেলার মাঠ ও আদর্শ শ্রেণিকক্ষ সবই আছে।কিন্তু এই স্কুল ঘর দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই। অভিযোগ, শিক্ষকরা চলে গেলেই স্কুলের মধ্যে বহিরাগতরা এসে অত্যাচার শুরু করে। স্কুলের বাথরুম ভেঙে দেওয়া থেকে শুরু করে স্কুলের বারান্দা অপরিষ্কার করা ও খেলার মাঠে মদের বোতল গড়াগড়ি খেতে দেখা যায়। এমনকি স্কুল চলাকালীন স্কুলের মাঠে গোরু চড়াতেও দেখা যায়। আর এই নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও তাঁরা প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা বাইরে থেকে স্কুলে শিক্ষকতা করতে আসায় ভয়ে মুখ খুলতে পারেননি বলে দাবি। তাই নিস্তব্ধ এক জনমানবশূন্য রাজপ্রাসাদ যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘোলদিগরুই জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুমন ঘোষ বলেন, গ্রুপ ডি কর্মী হলে ভালো হয়। মাত্র তিনটি ক্লাস চালু আছে। মাধ্যমিক হলে নিশ্চিত ভাবে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়বে। স্কুলের প্রাচীরের কাজ অর্ধেক হয়ে পড়ে রয়েছে। মুসকান খাতুন নামে এক ছাত্রী বলে, 'স্কুলের মধ্যেই গোরু ছাগল চড়ছে। আমাদের ঝাঁটা দিতে হয়।' সহকারী শিক্ষক অচিন্ত্য কুমার মাইতি বলেন, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে যাওয়ার একমাত্র কারণ শিক্ষক সংখ্যা কম। বহিরাগতদের অত্যাচারের শেষ নেই। শিক্ষাকর্মী না থাকায় সবকাজ করতে হয়। শ্রেণিকক্ষ চাবি দেওয়া থেকে শুরু করে ঝাঁটা দেওয়া সব করতে হয়।

হাসপাতালের বেডে বসেই অঙ্ক পরীক্ষা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শনিবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর এসএস হাসপাতালের বেডে বসেই মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা দিল সৌভিক। মাধ্যমিকের দু'টি পরীক্ষা দেওয়ার পর শুক্রবার থেকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে পাড়া থানার অন্তর্গত ঝাঁপড়া হাইস্কুলের ছাত্র সৌভিক মাজি। শনিবার তার পরীক্ষাকেন্দ্র পাড়া থানার শিব নারায়ণী হাইস্কুলে মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় সে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতেই পারে নি। তাকে ভর্তি করা হয় রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন রঘুনাথপুর

মহকুমার মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিদর্শক মণ্ডলীর সদস্যরা পুলিশ সহ তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। বেশ কিছুক্ষণ চিকিৎসা চলার পর একটু সুস্থ অনুভব করলে হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষক তথা RTO বোর্ডের সদস্য হাজারী বাউরি।

মাধ্যমিকের অংক পরীক্ষা শেষে অসুস্থ ২ ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: মাধ্যমিকের অংক পরীক্ষা শেষে হাবড়ায় পৃথক দু'টি স্কুলে অসুস্থ এক ছাত্র ও এক ছাত্রী। পরিবার সূত্র জানা গিয়েছে, অসুস্থ ছাত্রের নাম জিৎ দাস। পরীক্ষা শেষের ১৫ মিনিট আগে থাকতেই ছাত্রের পেটে ব্যথা শুরু হয় সাথে জ্বর চলে আসে পরীক্ষা শেষ হতেই ছাত্রের অভিভাবকদের ডাকা হয়। পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে আসে হাবড়া হাসপাতালে। হাবড়া প্রফুল্লনগর বয়েস স্কুলে পরীক্ষার সিট পড়েছিল। পাশাপাশি পরীক্ষা শেষে পরীক্ষা সেন্টার এর বাইরে অসুস্থ হয়ে পড়ে আরও এক ছাত্রী। অসুস্থ ছাত্রীর নাম অয়না বৈরাগী, বাড়ি হাবড়া আক্রমপুর এলাকায়। আক্রমপুর স্কুলের ছাত্রী সে সিট পড়েছিল দক্ষিণ কে ইউ নাংলা ইনস্টিটিউশন স্কুলে।পরীক্ষা শেষে ছাত্রী বান্ধবীদের সঙ্গে বাড়ি যাওয়ার সময় হঠাৎ অসুস্থ বোধ করে তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে আসা হয় হাবড়া হাসপাতালে। দু'জনকেই হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তড়িঘড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এই মুহূর্তে দু'জনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাইকে অ্যাডমিট কার্ড সহ সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় দিন। শনিবার অংক পরীক্ষা দিতে পানাগড় বাজার হাইস্কুলে আসে এক ছাত্রী। পরীক্ষার সময় ছিল সকাল ১১টা। নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট আগে সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ওই ছাত্রী পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার মুখে বিদ্যালয়ের গেটে তার অ্যাডমিট কার্ড দেখানোর সময় সে লক্ষ করে সেটি সে বাড়িতেই ভুলে গিয়েছে।

ওই ছাত্রীর সঙ্গে অবিভাবক না থাকায় বিদ্যালয়ের গেটে কর্মরত কাঁকসা থানার পুলিশ অফিসার শুভেন্দু হাতি তড়িঘড়ি তার সঙ্গে থাকা কাঁকসা থানার সিভিক ভলান্টিয়ার চঞ্চল পালকে ওই ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাইকে করে তার বাড়ি থেকে অ্যাডমিট কার্ডটি আনার জন্য জানাতেই সময় অপচয় না করে সিভিক ভলান্টিয়ার চঞ্চল পাল বাইক নিয়ে ওই ছাত্রীকে বাইকে চাপিয়ে তার বাড়ি যান। সেখান থেকে অ্যাডমিট কার্ড এনে তাকে সময়ের আগেই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেন। পুলিশের এই কাজে খুশি ওই ছাত্রীর পরিবার সহ অন্যান্য অবিভাবকরা।

বাজেট প্রসঙ্গে মমতাকে বিঁধলেন দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মমতা ব্যানার্জি এই রাজ্যটাকে কি বাংলাদেশ বানিয়ে দিতে চাইছেন? এবারের বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ৫৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় এই প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

শনিবার সকালে খড়্গপুরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের বিষয়টি বামফ্রন্ট আমলে থেকে শুনে আসছি। মমতা ব্যানার্জিও গত ১২ বছরে কোনও উদ্যোগ নেননি। এর ফলে ঘাটালের মানুষ তাদের ক্ষোভ হুগলি দিয়ে গত বিধানসভা নির্বাচনে ঘাটালে বিজেপি প্রার্থীকে জিতিয়েছেন। ঘাটালবাসীর সেই ক্ষোভ সরকারের টনক নাড়িয়ে দিতেই মমতা ব্যানার্জি এই বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু এই মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে শুধু নির্বাচনের বিষয়টি মাথায় রেখে।' দিলীপ ঘোষের আরও সংযোজন, এই প্রকল্পে কেন্দ্র সরকার সহযোগিতা করতে রাজি আছে। কিন্তু রাজ্য তা চায় না। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ রাজ্য সরকার সত্যি সত্যি করতে চায় নাকি এটা শুধুই ঘোষণা? সেই প্রশ্নও তুলেছেন দিলীপ ঘোষ।

ভোটার তালিকায় বিজেপি ভুয়ো নাম তুলছে বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার উত্তরে তিনি বলেন, রাজ্যে তৃণমূলের সরকার চলছে। সরকারি কর্মচারীরা তো তাদেরই। অন্য কেউ যদি নাম ঢুকিয়ে থাকে তা হলে সরকারের লোকজন সেই নাম কেটে দিক। কিন্তু, বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকিয়ে যেভাবে শাসকদলের ভোট জেতার প্রবণতা শুরু হয়েছে সেটা বন্ধ করা উচিত। এ রাজ্যে যে ৬২ লক্ষ রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে, সেই রেশন কার্ডগুলি কাদের ছিল? কারা এবং কী জন্য এত লক্ষ লক্ষ রেশন কার্ড বানিয়ে দিয়েছিল? এ প্রশ্নও তোলেন দিলীপ ঘোষ।

বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ এবারের বাজেট প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে আক্রমণ করে প্রশ্নের সুরে বলেন, সত্যিকারের উন্নয়ন কী

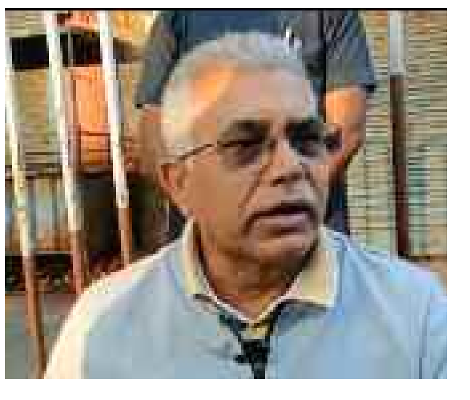

হয়েছে, কটা ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে? উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত হয়েছে। ৮০০ কোটি টাকা কার জন্য বরাদ্দ করেছেন মমতা ব্যানার্জি? উনি শিল্পের কথা বলছেন অথচ ইন্ডাস্ট্রির জন্য ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছেন। প্রশ্নমালায় দিলীপ ঘোষের সংযোজন, বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ৫৬০০ কোটি টাকা দিয়ে কি এই রাজ্যটাকে উনি বাংলাদেশ বানাতে চাইছেন? নাকি মাওবাদী টেররিস্ট বানাতে চাইছেন? মমতা ব্যানার্জির সরকার সরকারি স্কুলগুলি তুলে দিয়ে কি কেবল মাদ্রাসা শিক্ষা চালাতে চান, সেটা পরিষ্কার করুন!

অজানা জন্তুর আক্রমণে ১২টি ভেড়ার মৃত্যু, ময়নাতদন্ত, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: রাতের অন্ধকারে অজানা জন্তুর আক্রমণে ১২টি ভেড়ার মৃত্যু হল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের অন্তর্গত গোবরান্দা গ্রামে। ঘটনায় একাধিক ভেড়া আহত। শনিবার সকালে গ্রামবাসীরা জানান, শুক্রবার গভীর রাতে গোবরান্দা গ্রামের বাসিন্দা হনু বাউরির গোয়ালঘরে একাধিক অজানা জন্তু ঢুকে আক্রমণ চালায়। যার জেরে ১২টি ভেড়ার মৃত্যু হয়। আহত হয়েছে একাধিক ভেড়া। শনিবার সকালে গ্রামবাসীরা ঘটনাটি দেখার পরেই ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, এর আগেও গ্রামে একই ঘটনা ঘটেছিল। গোবরান্দা গ্রামেরই বাসিন্দা কালীচরণ বাউরির বাড়ির গোয়ালঘরে ঢুকে একাধিক ভেড়ার ওপর আক্রমণ করে মেরে ফেলে অজানা জন্তুগুলি। তখন বন দপ্তরে খবর জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ করেনি। ফের ঘটনার জেরে এবার গ্রামবাসীদের দাবি বনদফতর দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ না দিলেও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে পথ অবরোধ করার হুঁশিয়ারি দেন গ্রামবাসীরা।

এদিকে ঘটনার পর রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লক প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলির পাশে দাঁড়িয়ে সব রকমের সাহায্যের আশ্বাস দেন। রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে শনিবার দুপুরে মৃত ভেড়াগুলোর ময়নাতদন্ত করানো হয় গোবরান্দা মোড়ে অবস্থিত অতিরিক্ত ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও প্রাণী চিকিৎসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে। ক্ষতিগ্রস্ত মেষপালক হনু বাউরি জানান, 'শুক্রবার গভীর রাতে বাড়িতে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ বাড়ির পাশে গোয়ালঘরে ভেড়াগুলোর ছটপট চিৎকার শুনে গিয়ে দেখি গোয়ালঘরের বাঁশের গেট ভেঙে পড়ে রয়েছে। বেশ বড় আকৃতির কয়েকটা জন্তু দৌড়ে সেখান থেকে পালায়। এরপরই গোয়ালের মধ্যে দেখি ৭টি ভেড়া মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, দুটো ভেড়া নেই, এছাড়াও একাধিক ভেড়া আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।'

ওই গ্রামেরই বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সুরজিৎ ওরফে বুবাই চক্রবর্তী জানান, 'আমারা শনিবার সকালে বিষয়টি জানাতে পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি যাতে ক্ষতিপূরণ পায় তার জন্য ব্লক প্রশাসন, পুলিশ বন দপ্তরে জানাই। বন দপ্তর পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের প্রাণী দপ্তর উপযুক্ত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেয়। মৃত ভেড়াগুলোর এদিনই ময়নাতদন্ত করানো হয়।' তিনি আরও জানান, 'এর আগেও চলতি মাসের ১৩ তারিখ গোবরান্দা গ্রামের বাসিন্দা কালীচরণ বাউরির বাড়িতেও একই ভাবে অজানা জন্তুর আক্রমণে একাধিক ভেড়ার মৃত্যু হয়েছে। ফের অজানা জন্তুর আক্রমণে ভেড়ার মৃত্যুর ঘটনায় গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বন দপ্তর রাত পাহারার ব্যবস্থা করুক। নচেৎ আমরা গ্রামবাসীরাই রাত পাহারার ব্যবস্থা নেব।' রঘুনাথপুরের রেঞ্জার নীলাদ্রি সখা বলেন, 'আমরা বিষয়টি দেখছি। পায়ের ছাপ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। হায়নাও হতে পারে কিংবা নেকড়ে বাঘও হতে পারে।'

শিশুর দুরারোগ্য ব্যধির চিকিৎসায় সাহায্যের আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ছাতনার ভরতপুর গ্রামের বাসিন্দা, পেশায় দিনমজুর শ্রীকান্ত বাউরির পাঁচ মাসের শিশুসন্তান আর্য বাউরি বিরল, কঠিন ও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। স্থানীয় থেকে বাঁকুড়া, কলকাতার একাধিক সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে সাধ্যমতো চিকিৎসা করিয়েও সুরাহা মেলেনি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী যত দ্রুত সম্ভব ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। দিন আনি দিন খাই পরিবারটির পক্ষে যা একেবারেই অসম্ভব।

ছোট্ট আর্যর বাবা শ্রীকান্ত বাউরি, মা পুতুল বাউরি বলেন, প্রথম দিকে ছেলের সে ভাবে কোনও সমস্যা ছিল না। মকর সংক্রান্তির আগের রাতে হঠাৎ করেই ছেলের প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে রক্ত বেরতে থাকে। স্থানীয় হাসপাতাল, বাঁকুড়া-কলকাতার একাধিক সরকারি- বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়েছে, কিন্তু রোগমুক্তি ঘটেনি। এরই মধ্যে ছেলের চিকিৎসা খরচ চালাতে গিয়ে জমানো পুঁজিও শেষ! যা পরিস্থিতি তাতে ফুটফুটে এই শিশুসন্তানের ব্যায়বহুল চিকিৎসা খরচ চালানো তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় অসহায় বাবা-মা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে ছেলের সুচিকিৎসার জন্য সকলের সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

কলেজের ক্রীড়ানুষ্ঠান চলাকালীন ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু বাগনানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: শনিবার হাওড়া শ্যামপুর থানা এলাকার শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী কলেজের ক্রীড়ানুষ্ঠান চলাকালীন এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মৃত ছাত্রের নাম রূপম সি (২২)। বাড়ি হাওড়া বাগনান থানা এলাকার বাঁটুল গ্রামে। জানা গিয়েছে, এদিন কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান ছিল। সেই খেলায় নাম দেয় রূপম। ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড়ে নাম দেয় সে। ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়। ইদ আধ ঘণ্টার মধ্যেই ২০০ মিটার দৌড় শুরু করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। অল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর দুটো ইভেন্টে যোগ দেয় সে। দেড়শ মিটার দৌড়ে পড়ে লুটিয়ে পড়ে রূপম। এরপর তাকে উদ্ধার করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঝুমঝুমি হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জমিতে দিনমজুরি করে পঞ্চায়েত চালাচ্ছেন প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: এ যেন অন্য ছবি। শাসকদলের পঞ্চায়েত প্রধান অথচ নেই গাড়ি-বাড়ির চমকানি, প্রাচুর্যের ঝলকানি। কাটমানি, তোলাবাজি, পেশিশক্তি আস্ফালন কিছুই নেই। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ ও জীবনযাত্রার এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি তাঁরই এক সৈনিকের। এ যেন রাজনৈতিক পাকে এক বিশুদ্ধ জোড়াফুল। তিনি আমডাঙার সাধনপুর পঞ্চায়েতের প্রধান তথা সক্রিয় তৃণমূল কর্মী অলোক বাগ। কৃষিকাজ, এলাকার মানুষের পরিষেবা, পঞ্চায়েতে কাজকর্ম, উন্নয়ন, এলাকায় জনসংযোগ ও দলীয় কাজকর্ম, প্রতিদিনের এমন রোজনামচায় তিনি ব্যতিক্রমী। এলাকার মানুষ এমনকি বিরোধীদের কাছেও তিনি সৎ, নিষ্ঠাবান, উপকারী, মাটির মানুষ হিসেবেই প্রশংসিত।

এ এক বিরলের মধ্যে বিরলতম প্রধানের গল্প। জনপ্রতিনিধি হলেই জীবনযাত্রার পরিবর্তন দেখে অভ্যস্ত আমজনতা। এখানে কালো কাঁচে ঢাকা দামি গাড়ি, সামনে-পিছনে স্তাবকদের নিয়ে চলাফেরার, তোলাবাজি, কাটমানির কোনও বালাই নেই। তৃণমূলের পঞ্চায়েতের প্রধান অলোক বাগ কৃষিকাজ ও অন্য

জমিতে সামান্য ৩০০ টাকার দিনমজুরিতেই সংসারের চারটে পেট চলে। প্রধানের এই ছাপোষা জীবনযাত্রায় গর্বিত এলাকার মানুষও।

প্রধানের বাড়ি সাধনপুর পঞ্চায়েতের খোরু গ্রামে। বাবা বিশ্বনাথ বাগ কৃষক। মা মায়া বাগ সাধারণ গৃহবধূ। দু'ভাইয়ের মধ্যে অলোক বড়। নিজেদের জমি সামান্য। এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল নেতা বলেই পরিচিত সে। ২০২৩ সালে প্রথমবার পঞ্চায়েতে নির্বাচনে লড়ে সসম্মানে জেতেন। অলোককে প্রধান করে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধান হওয়ার পর জীবনযাত্রার একবিন্দুও পরিবর্তন হয়নি তাঁর। ৩৫ বছরে এখনও তিনি অবিবাহিত। প্রধান হওয়ার পর কাজের চাপ বেড়েছে। তবুও, প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠেন তিনি। জামা আর লুঙ্গি পরে মাথায় গামছার ফেট্টি বেঁধে যান জমিতে। অন্যদের সঙ্গে কাদা জমিতে নেমেই কাজ করেন। কাজের ফাঁকে জমির একধারে বসে কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খান। কাজ সেরে সকাল ১০টা নাগাদ বাড়ি ফিরে অপেক্ষারত মানুষের পরিষেবা দেন। কেউ আসেন প্রধানের সই, কেউবা এলাকার সমস্যা নিয়ে। সকাল ১১ টা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথা বলে প্রায় দেড় কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে চলে আসেন পঞ্চায়েত অফিসে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলে পঞ্চায়েত কাজকর্ম, এলাকার উন্নয়নের কাজ। তারপর থেকে রাত পর্যন্ত চলে জনসংযোগ ও দলীয় কাজ। রাত ১০টায় বাড়ি ফেরেন অলোক। খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম। গ্রামের মানুষের কাছে অলোক 'ঘরের ছেলে।'

প্রধানের দিনমজুরের সঙ্গী প্রতাপ, প্রহ্লাদ প্রামাণিক বলেন, 'অলোক আগের মতোই আছে। ওকে আমরা ঘরের ছেলের মতোই পাই। আগে জমিতে দিনমজুরের কাজ করতেন, প্রধান হওয়ার পরেও একই। পরিবারের বড় ছেলে তাই ওর দায়িত্ব বেশি। একতলার পাকা বাড়ি। আমরা চাই ও আমাদের ভাইয়ের মতোই থাকুক।' প্রধান অলোকবাবু অবশ্য এই জীবনযাত্রা 'ব্যাতিক্রমী' দেখেন না। বলেন, 'এটাই আমার পেশা, তাই করছি। ভাই গ্রামের একটি জলের ট্যাংকে জলছাড়ার কাজ করে। বেতন খুবই কম। আমি প্রধান হিসেবে যে সাম্মানিক পাই তাতে সংসার চলে না। তাই প্রতিদিন ভোর থেকে সকাল ন'টা পর্যন্ত অন্যের জমিতে জনমজুরের কাজ করি। জনপ্রতিনিধি, প্রধান হিসেবে মানুষের পরিষেবা দেওয়া থেকে সরকারি ও দলীয় কাজকর্ম নিয়ম করেই করি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের দলনেত্রীর আদর্শ ও তাঁর সাদামাটা জীবনযাত্রাকে সামনে রেখেই আগামী দিনে এগোতে চাই।'

তৃণমূল প্রধানের ছাপোষা জীবনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিরোধীরাও। তাদের দাবি, শাসক দলের বেশিটাই পচে গিয়েছে। তোলাবাজি, গুন্ডাগিরিই এখন ওদের রোজনামচা। তারমধ্যে এই প্রধান যেন বেমানান। এভাবে চললে আগামীতে আর দলের টিকিট পাবে কিনা সন্দেহ। আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান বলেন, 'অলোক অত্যন্ত ভালো ছেলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ সৈনিক। অলোক আজও অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন করে চলেছে। ও আমাদের গর্ব।'

কেরল জয় বাগানের, সেমিতে সবুজ-মেরুন
আইএসএল লিগ-শিল্ড আর এক কদম দূর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবলে যে গোলই শেষ কথা বলে তা আরও এক বার প্রমাণ করে দিল মোহনবাগান। চলতি মরসুমে হয়তো সবচেয়ে খারাপ খেলাটা কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে খেলল তারা। শুভাশিস বসু ও বিশাল কাইথ না থাকলে প্রথম ৩০ মিনিটেই অন্তত চারটি গোল খেতে পারত তারা। কিন্তু ওই যে, ফুটবলে গোলই শেষ কথা বলে। একের পর এক আক্রমণ করলেও গোলের মুখ খুলতে পারল না কেরল। অন্য দিকে যে কয়েকটি সুযোগ বাগান পেল, তা কাজে লাগালেন জেমি ম্যাকলারেন, আলবের্তো রদ্রিদেসরা। ফলে ৩-০ গোলে কেরল জিতল মোহনবাগান। এই জয়ের ফলে আইএসএলের সেমিফাইনালে উঠল বাগান। কোনও হিসাবেই আর দ্বিতীয় স্থানের নীচে নামতে পারবে না। এই জয়ের পর ২১ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট হল সবুজ-মেরুনের। বাকি তিনটি ম্যাচের মধ্যে একটি জিতলেই পর পর দু'বার আইএসএলের লিগ-শিল্ড জিতবে মোহনবাগান। প্রথম দল হিসাবে এই কীর্তি গড়বে তারা। পরের ম্যাচে ঘরের মাঠে ওড়িশাকে হারাতে পারলে সমর্থকদের সামনেই ভারতসেরা হবে বাগান।

প্রথম থেকেই ঘরের মাঠে সুবিধা তুলতে শুরু করে কেরল। দুই প্রান্ত ব্যবহার করে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনতে থাকে তারা। চাপে পড়ে যায় বাগান রক্ষণ। ৯ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যেতে পারত কেরল। বক্সের মধ্যে পর পর দু'বার গোল বাঁচান শুভাশিস। মাঝমাঠে বলের দখল ছিল না বাগান ফুটবলারদের পা। এই ম্যাচে খুব খারাপ খেলেন বাগানের মিডফিল্ডের দুই ভরসা দীপক টাংরি ও আপুইয়া। তাঁদের জন্য কোনও আক্রমণ তৈরি হচ্ছিল না। বার বার ফিরতি বল পাচ্ছিল কেরল। আক্রমণের পর আক্রমণ করছিলেন আদ্রিয়ান লুনা, জেসুস হিমেনেজরা। কিন্তু গোলের মুখ খুলতে পারেননি তাঁরা। ২৫ মিনিটের মাথায় অবধারিত গোল বাঁচান বিশাল। শরীর ছুড়ে বল বার করে দেন তিনি।

বাগানের বাকি ফুটবলারেরা খারাপ খেললেও অনবদ্য ফুটবল খেললেন শুভাশিস। তিনি দেখিয়ে দিলেন, অধিনায়কত্বের দায়িত্ব কী ভাবে পালন করতে হয়। শুভাশিস থাকায় কোনও আক্রমণ থেকেই ফসল তুলতে পারেনি কেরল। চাপ সামলে দেন তিনি। শটের সামনে শরীর ছুড়তে ভয় পাননি। শুধু রক্ষণ নয়, আক্রমণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেন তিনি। এই ম্যাচে যদি মোহনবাগানের কাউকে ১০-এ ১০ দেওয়া যায়, তা হলে তিনি শুভাশিস।

বক্স স্ট্রাইকারের কাজ ঠিক কী তা এই ম্যাচে দেখালেন ম্যাকলারেন। গোটা প্রথমার্ধ জুড়ে দাপট দেখিয়েছে কেরল। হাতে গোণা কয়েকটি সুযোগ পায় মোহনবাগান। সেখান থেকেই গোল করে তারা। ২৮ মিনিটের মাথায় দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে বল বাড়ান লিস্টন কোলাসো। ঠিক জায়গায় ছিলেন ম্যাকলারেন। গোল করতে ভুল করেননি তিনি। আবার ৪১ মিনিটের মাথায় জেসন কামিংসের পাসে চলতি বলে কেরলের গোলরক্ষক সচিন সুরেশকে পরাস্ত করেন তিনি। প্রথমার্ধে আরও একটি গোল করেছিলেন ম্যাকলারেন। অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়। দ্বিতীয়ার্ধে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করতে পারতেন অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার। সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি।

প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে অনেক বেশি উন্নতি হল মোহনবাগানের খেলায়। মাঝমাঠের দখল কিছুটা হলেও নিল তারা। ফলে আক্রমণ হল। রক্ষণেও শুভাশিস নির্ভরতা কমল। আলবের্তো রদ্রিগেস ও টম অলড্রেড অনেক বেশি দায়িত্ব নিলেন। ফলে দ্বিতীয়ার্ধে অনেক কম সুযোগ তৈরি করেছে কেরল। যে সুযোগ তৈরি হয়েছে তা থেকে গোল আসেনি। বক্সের বাইরে বাগানের রক্ষণ ছিল জমাট। তা ভাঙতে পারেনি কেরল।

এক জন ডিফেন্ডার হয়ে চলতি মরসুমে ছ'টি গোল করে ফেললেন আলবের্তো। ৬৬ মিনিটের মাথায় কামিংসের ফ্রি কিক থেকে শট মারেন অলড্রেড। ফিরতি বল যায় আলবের্তোর পায়ে। মাটি ঘেঁষা শটে গোল করেন তিনি। ৩-০ এগিয়ে যাওয়ায় খেলার ফল তখনই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

চলতি মরসুমে অনবদ্য বিশাল। তাঁকে টপকে গোল করতে হিমশিম খাচ্ছে প্রতিপক্ষ। এই ম্যাচেও তাই হল। যত বার কেরল বল নিয়ে উঠল, দেখল ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশাল। কয়েকটি ভাল সেভ করলেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস দিন দিন বাড়ছে। আরও একটি ম্যাচে ক্লিনশিট রাখলেন তিনি।

গোটা ম্যাচে অন্তত ছ'টি ভাল সুযোগ পেয়েছিল কেরল। কিন্তু কাজের কাজটাই করতে পারল না তারা। গোলে বল রাখতে পারল না। কোনও শট প্রতিহত হল। কোনও শট আবার বার উঁচিয়ে বেরিয়ে গেল। সুযোগ কাজে লাগাতে না পারায় ভাল খেলেও হেরে মাঠ ছাড়তে হল তাদের।

জাতীয় গেমসে অ্যাথলিটদের সাফল্যে আলোকিত বিওএ, ভাবনা শুরু সংবর্ধনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ যেন এলেন, দেখলেন আর জয় করলেন। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে বসেই বাংলাকে অন্যতম সেরা পারফরমেন্সের জায়গায় নিয়ে গেলেন সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী ও তাঁর কমিটি। তবে এই কৃতিত্ব তিনি সম্পূর্ণ অ্যাথলিটদের দিতে চান চন্দন রায়চৌধুরী, জহর দাসরা। এবার জাতীয় গেমস থেকে বাংলা ১৬ সোনা ,১৩ রুপো, ১৮ ব্রোঞ্জ সহ মোট ৪৭ পদক নিয়ে অভাবনীয় সাফল্য এনেছে। সবমিলিয়ে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে এবারের জাতীয় গেমস স্মরণীয় হয়ে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। শুক্রবারই উত্তরাখণ্ড থেকে শহরে ফেরেন বাংলার অ্যাথলিটরা ও বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। এবারের জাতীয় গেমসে সাফল্যের নিরিখে অষ্টম হয় বাংলা। এবারের জাতীয় গেমস থেকে বাংলার সবচেয়ে বেশি ১২টি পদক এলো জিমন্যাস্টিক্স থেকে। সোনা সবচেয়ে বেশি এসেছে জিমন্যাস্টিক্স থেকে, সংখ্যাটি ৫। লন বল থেকে এসেছে আটটি পদক।সাঁতার থেকে এলো পাঁচটি পদক। পদকজয়ীদের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাজ্য সরকার। বিওএ সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী খুব খুশি এমন সাফল্যে। বিওএ সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী বলেন, 'আমরা গর্বিত। যে সমস্ত প্রতিযোগী বাংলার গৌরবকে তুলে আনার জন্য লড়াই করেছেন, তাঁদেরকে স্যালুট করি। বিশেষ করে জিমন্যাস্টিকস, যোগাসন এবং সাঁতার আমাদেরকে সোনা উপহার দিয়েছে'। পাশাপাশি এও স্বীকার করে নেন, আরও ভাল ফল হত। যদিও প্রস্তুতির তেমন সুযোগ পাওয়া যায়নি। চন্দন রায়চৌধুরী বলেন, 'সেভাবে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। মাত্র অল্প কয়েকদিনের প্রস্তুতি নিয়ে যেভাবে বাংলার ছেলে-মেয়েরা বাংলাকে সামনে তুলে ধরল তারজন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। অনেকে ভাবতে পারেননি আমরা সেই জায়গায় দলকে নিয়ে যেতে পারব'। অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা জাতীয় গেমস থেকে শিক্ষা নিয়েছি। আগামী দিনে এই বাংলায় বিভিন্ন একাডেমি যেমন গঠন করা হবে, তেমনই আবার অনুশীলনের জন্য পরিকাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করা হবে। আমরা শুনেছি, বাংলা থেকে সেইভাবে অনুশীলনের জন্য সুযোগসুবিধা পাওয়া যায়নি বলে তারা ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন। আমরা চেষ্টা করছি, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে পরিকাঠামার কীভাবে উন্নতি করা যায় ও ভিনরাজ্য থেকে সেইসব প্রতিনিধিদের আবার বাংলায় নিয়ে আসা যায়। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি এবং বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমি গঠন করেছে। বেঙ্গল আচারি আকাডেমির ছাত্র জুয়েল সোনার পদক তুলে নিয়েছেন। তাহলে বিশ্বাস করা যেতে পরে, অ্যাকাডেমির সঠিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য সরকার বেলেঘাটায় সুভাষ সরোবর সুইমিং পুলটিকে নবরূপে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাহলে সাঁতারুদের পক্ষে ওই সুইমিং পুলে অনুশীলন করতে কোনও রকম অসুবিধা হবে না বলে মনে করা হচ্ছে'।

জাতীয় গেমসে বাংলার সাফল্যের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি বিওএ সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী, সচিব জহর দাস সহ অন্যান্য কর্তারা।

সোনার পদকে সন্তোষজয়ীদের সংবর্ধনা আইএফএ'র

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলার ফুটবলে যেন জিয়ন কাঠির ছোঁয়া দিয়েছে সন্তোষ ট্রফি জয়। দীর্ঘদিন পর খরা কাটিয়ে সন্তোষ ট্রফি এসেছে বাংলায়। সঞ্জয় সেনের হাত ধরেই রবি হাঁসদাদের উজ্জ্বল পারফরমেন্স বাংলার ফুটবলকে যেন অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়েছেন। সেই জয়ী দলের ফুটবলারদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য সরকার চাকরিও দিয়েছে। এবার বাংলা দলকে জমকালো সংবর্ধনা দিল আইএফএ। শুক্রবার হকি বেঙ্গল তাঁবুতে সন্ধেয় এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রবি হাঁসদাদের সোনার লকেট দিয়ে বরণ করা হল আইএফএ-র তরফ থেকে। পদকের একটি পিঠে সন্তোষ ট্রফিজয়ী লেখা, অন্য পিঠে আইএফএ। সন্তোষ জয়ী বাংলা দলের ফুটবলারদের অভিনবভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু ও বিধায়ক মদন মিত্র। উত্তরীয় পরিয়ে পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হয় ফুটবলারদের হাতে। একই সঙ্গে সংবর্ধিত করা হয় বিভিন্ন সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতায় রেফারির দায়িত্ব পালনকারী রেফারিদের। পূর্বসুরী প্রাক্তন ফুটবলারদের হাত দিয়ে সংবর্ধিত করা হয় নবীন প্রজন্মের কৃতী ফুটবলারদের। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলার ফুটবলারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আইএফএ-র ব্লেজার। সংবর্ধনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল। উপস্থিত ছিলেন অলোক চট্টোপাধ্যায়, জামশেদ নাসিরি, দীপেন্দু বিশ্বাসের মতো প্রাক্তন ফুটবলাররা। ছিলেন আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ ঘোষ, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও। একইসঙ্গে সদ্য সমাপ্ত জাতীয় গেমসে ব্রোঞ্জজয়ী বাংলার মহিলা দলের হাতেও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

আইএফএ-র উদ্যোগে সন্তোষজয়ী বাংলা দলের ফুটবলারদের সংবর্ধিত করছেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া।

![THE PARK Kolkata]

NOTICE

Sealed Tenders are invited on the prescribed form for the supply of the following items to The Park Kolkata, for the Financial Year 2024-25. **Fruits, Vegetables, Milk & Dairy Products, Poultry & Eggs, Fish & Sea Foods, Mutton, Imported Cold Cuts, Imported Cheese Products, Grocery Indian & Imported, Tenderloin, Processed Meat, Chinese Food, Frozen Peas, Charcoal, Flowers Supply, Industrial Salt, Disposal items, Chemicals, Stationeries, Housekeeping Items and Engineering Products.**

Particulars of specification and prescribed form can be obtained from the Purchase Office of The Park Hotel Kolkata within 12 days from the date of the advertisement between 11.00 to 16.00 hours on cash payment of **₹1000/- (Non Refundable)** for each category.

Sealed Tenders will be received till 16.30 Hrs on **7th February, 2024** at The Park Kolkata (Time Office). Late applications and soft copy shall not be accepted.

THE PARK KOLKATA
17, Park Street, Kolkata-700016,
Tel : +91 33 4004 9000, Fax : +91 19 2249 4000

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

কুম্ভমেলায় আবার আগুন, পুড়ল একাধিক তাঁবু

প্রয়াগরাজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি: আবার আগুন কুম্ভমেলায়। প্রয়াগরাজে মেলা প্রাঙ্গণে সেক্টর ১৮ এবং ১৯-এর মাঝের অংশে শনিবার বিকেলে আগুন লাগে। পুড়ে যায় বেশ কয়েকটি তাঁবু। আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে দেন পুণ্যার্থীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। শেষে নিয়ন্ত্রণে আনে আগুন। কী ভাবে আগুন লেগেছিল, তা জানা যায়নি। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেল নাগাদ মেলার ওই অংশে আগুন লাগে। তাতে পুড়ে যায় বেশ কয়েকটি তাঁবু। খবর পেয়ে দমকলের সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁবুতে সেই সময় পুণ্যার্থীরা ছিলেন না। তবে তাঁদের জিনিসপত্র ছিল। সেগুলি পুড়ে গিয়েছে।

গত সপ্তাহে মেলার এই সেক্টর ১৮-তেই আগুন লেগেছিল। শঙ্করাচার্য মার্গের হরিহরণ শিবিরে প্রায় ২০টি তাঁবু পুড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল। ওই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। এর আগে গত ১৯ জানুয়ারি কুম্ভমেলার ১৯ নম্বর সেক্টরে সিলিন্ডার ফেটে আগুন ধরেছিল। তাতে এক ডজনেরও বেশি তাঁবু পুড়ে যায়। এর পরে গত ২৫ জানুয়ারি ফের আগুন লাগে কুম্ভের ২ নম্বর সেক্টরে দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি গাড়িতে। কোনও অগ্নিকাণ্ডেই কেউ হতাহত হয়নি। তবে বার বার আগুন লাগার কারণে প্রশ্নের মুখে প্রশাসন।

ফের রাজস্থানে কুয়োয় পড়ল শিশু

জয়পুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি: মধ্যপ্রদেশের পর এ বার রাজস্থান। ১০ ফুট গভীর কুয়োর পড়ে মৃত্যু হল পাঁচ বছরের শিশুর। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে সিরোহী জেলার গ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাড়ির কাছেই একটি কুয়ো রয়েছে। বাড়ির বাইরে খেলেছিল শিশুটি। কিছুক্ষণ পর তাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুজি শুরু করেন তার বাবা-মা। প্রতিবেশীরাও খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। উদ্ধারকারী দলও নিয়ে আসা হয়। সন্দেহের বশে কুয়োয় নেমে শিশুটির খোঁজ চালানো হয়। তখনই তার দেহ উদ্ধার হয় সেখান থেকে। দু'ঘণ্টা ধরে উদ্ধারকাজ চালানো হয়। শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গত মাসেই মধ্যপ্রদেশের রাজগড়ে দুই কিশোর কুয়োয় পড়ে গিয়েছিল।

অ্যাপেক্স ট্রেডার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স লিমিটেড

CIN No. U51909WB1980PLC033173
রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০; ফ্যাক্স: ০৩৩ ৪০১৯ ০৮২৩; ই-মেল: corp@titagarh.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৪৩	০.৪৪	০.৪৩	১.৩২	১.৪৪	১.৯১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	-০.৮৭	-০.৭৬	-০.৪৬	-২.৯৪	-২.৬৮	-৩.৮৬
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-০.৮৭	-০.৭৬	-০.৪৬	-২.৯৪	-২.৬৮	-৩.২৭
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-০.৮৭	-০.৭৬	-০.৪৬	-২.৯৪	-২.৬৮	-৩.২৭
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-র অন্তর্গত] জন্য মোট ব্যাপক আয়	-০.৮৭	-০.৭৬	-০.৪৬	-২.৯৪	-২.৬৮	-৩.২৭
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ফেস ভ্যালু) মৌলিক ও মিশ্রিত (*বার্ষিকীকরণ হয়নি)	-০.৪৪	-০.৩৯	-০.২৩	-১.৪৭	-১.৩৪	-১.৬৪

দ্রষ্টব্য:
(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সময়ের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ । ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **(www.cse-india.com)** থেকে পাওয়া যাবে।
(খ) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

পরিচালন পর্যদের পক্ষে
মাতলুবুল জামিল জিল্লাই মাওলা
ডিরেক্টর
DIN: 01004409

ইজরায়েলি ৩ জিম্মি মুক্ত, কারামুক্ত ৩৬৯ প্যালেস্তিনীয়

গাজা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আরও তিনজন ইজরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে প্যালেস্তাইনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। শনিবার আন্তর্জাতিক সংস্থা রেডক্রসের মাধ্যমে তাঁদের ইজরায়েলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর বিনিময়ে ইজরায়েলের দুই কারাগার থেকে ৩৬৯ জন প্যালেস্তাইন বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

তিন ইজরায়েলি জিম্মিকে রেডক্রসের হাতে তুলে দেওয়ার আগে এদিন গাজার খান ইউনিস শহরে একটি মঞ্চের দিকে তাঁদের নিয়ে যেতে দেখা যায় হামাস যোদ্ধাদের। সেখানে জমায়েত হওয়া লোকজনের উদ্দেশে তিনজনকে ভাষণ দিতে বলা হয়। তাঁরা যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় বাকি জিম্মি ও বন্দি বিনিময় শেষ করার আহ্বান জানান। এরপর তাঁদের রেডক্রসের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে মুক্তি পাওয়া তিন জিম্মির নাম প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন সাগুই দেকেল চেন, সাশা ত্রুপানভ ও ইয়াইর হর্ন। তাঁদের ফেরত পাওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলি বাহিনীও। জিম্মিদের স্বাগত জানাতে তেল আবিবে জড়ো হন লোকজন। এ সময় তাঁদের হাতে 'যুদ্ধবিরতি পুরোপুরি শেষ করুন' লেখা পোস্টার ছিল।

এর কিছুক্ষণ পরই ইসরায়েল পরিচালিত কারাগার থেকে প্যালেস্তাইন বন্দিদের বহনকারী একটি বাস দখলকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লায় প্রবেশ করে। এ সময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তাঁদের স্বাগত জানান সেখানে উপস্থিত প্যালেস্তিনীয়রা। এ ছাড়া নেগেভ মরুভূমিতে অবস্থিত ইজরায়েলের একটি কারাগার থেকে কয়েকটি বাসে করে প্যালেস্তাইন বন্দিরা গাজায় পৌঁছন।

মুক্তি পাওয়া তিন জিম্মিকে নিয়ে শনিবার ইজরায়েলের রেইম ঘাঁটি থেকে উড়ে যায় একটি হেলিকপ্টার। দীর্ঘ ১৫ মাসের বেশি সময় ধরে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর গত ১৯ জানুয়ারি থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। এরপর থেকে ছয়বার ইজরায়েলি জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বন্দী বিনিময় হয়েছে। আজ তিনজন সহ এ পর্যন্ত মোট ১৯ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী প্রথম ধাপে ৩৩ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার কথা হামাসের।

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড

CIN: L27120WB1947PLC015767
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দঃ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০, ইমেল: kkg@hul.net.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 31.12.2024 (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৬০.৬৯	৮৩৩.১৫	৭৭১.০৬	৮৭৫.৭৩	১,৪৮৪.৬১	১,৪৭৩.৫০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	৬০.৬৯	৮৩৩.১৫	৭৭১.০৬	৮৭৫.৭৩	১,৪৮৪.৬১	১,৪৭৩.৫০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	৫৬.২২	৬০৬.৫০	৫৮৬.৪৪	৬৩৩.৯০	১,২৯৯.৯৯	১,১৩৬.৭৪
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সম্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় করের পরে)	১৫৫.৮৩	৬৩৯.৮৭	৬০৪.৬৭	৭৪১.৬৭	১,৩১৪.৩৫	১,১৮৮.৮৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০
পুনর্মুল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	১২,৪০২.৩২
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.৯১	৯.৭৯	৯.৪৭	১০.২৩	২০.৯৮	১৮.৩৫

বিবরণ	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৬০.৬৯	২৫.৮২	(১.২৮)	৬৮.৪০	(৬০.০৬)	(৭১.১৬)
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	১,৪৩৭.১৪	২,৬০০.৮৮	১৩,৯৪৫.৫৪	৫,৬৫২.০১	১৬,৫৯৮.৬৬	১৮,৫২৭.২১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	১,৪৩২.৬৭	২,৩৭৪.২৩	১৩,৭৬০.৯২	৫,৪১০.১৮	১৬,৪১৪.০৪	১৮,১৯০.৪৫
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সম্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় করের পরে)	১১৫.৪৪	৩,৫২৯.৩০	১৪,৪৩৯.২৭	৫,১৩২.৫৩	১৭,১১১.৮৩	১৮,৪৮৮.৮২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০
পুনর্মুল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৬০,৪৯৬.০৭
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	২৩.১৩	৩৮.৩৩	২২২.১৩	৮৭.৩৩	২৬৪.৯৬	২৯৩.৬৩

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.hul.net.in)-তেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে এবং নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
জি. কে. আগরওয়াল
এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

সরস্বতী পুজোয় অস্বাভাবিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের

অশনি সংকেত !

স্বপনকুমার মণ্ডল

এমনিতেই ওপার বাংলার ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে এপার বাংলার বাঙালি হিন্দুদের গভীর উৎকণ্ঠা জেগে রয়েছে, তার মধ্যে সরস্বতী পুজো করতে না দেওয়াকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ছায়া স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমশ সম্প্রীতির কায়াকে গ্রাস করার আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছে । বাঙালির যে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি বাংলার গর্ব ছিল,তাই বিগত বছর ২০২৪-এর ৫ আগস্টে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থানে নিঃস্ব হয়ে পড়ে । সেখানে মৌলবাদী ধর্মীয় উগ্র বিদ্বেষের কাছে ধর্মীয় পরিচয়ই প্রাধান্য লাভই করেনি, ভিন্ন ধর্মের অস্তিত্বকেই অস্বীকারে বিপন্ন করে তোলে । সেই ধারা আজও অব্যাহত । বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুদের উপরে নির্বিচারে নৃশংস নির্যাতন নেমে আসে । তার ট্র্যাজিক পরিণতিতে নতুন করে ওপার বাংলার বাঙালি হিন্দুদের অস্তিত্ব সংকট তীব্র আকার ধারণ করে,এপার বাংলার বাঙালি হিন্দুদের ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকারে দেশভাগ থেকে ছিন্নমূল শরণার্থী জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকেও আবার ফিরিয়ে আনে । সেখানে বাংলাদেশে একেবারেই অভাবিত সরকার উৎখাতের পালাবদলে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ অস্তিত্বই আজ ঘোরতর সন্দেহের, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিশ্বাসের ছবিটিই সেখানে অস্তমিত সূর্য । সেক্ষেত্রে এপার বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গৌরবও আজ অবিশ্বাসের বাতাবরণে পারস্পরিক সন্দেহের আধার হয়ে উঠেছে । সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেয়ে ধর্মীয় অস্তিত্বে শক্তি জাহির করার প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবেই উগ্র মূর্তি লাভ করে । এই রাজ্যে বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজাকে নিয়ে স্কুলে-কলেজে এতদিনের বাঙালির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিবিড় পরিচয়ই আজ পূজা করতে না দেওয়ার বিদ্বেষে অভাবিত মৌলবাদের অশনি সংকেত খুঁজে পাওয়ার আতঙ্ক জেগে ওঠে । কলকাতার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল কলেজে হাইকোর্টের রায় গতকাল ২ ফেব্রুয়ারি পুলিশি ঘেরাটোপে সরস্বতী পূজার আয়োজনের মধ্যেই নিরাপত্তার অভাববোধে ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে আরজি করের আন্দোলনের মতো ঢত্র ন্দ্রখ:ঠ জ্বান্ডস্ক্ষত্বত্র শ্লোগান শোনা যায় । তার দিনকয়েক আগেই নদিয়ার হরিণঘাটার একটি প্রাইমারি স্কুলে সরস্বতী পূজা করতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি গণমাধ্যমে সম্প্রচারিত হওয়ায় তা নিয়ে জনমানসে তীব্র হৈচৈ পড়ে যায় । সেখানে অস্বাভাবিক ঘটনায় প্রশাসনিক তৎপরতা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । পুলিশি বন্দোবস্তের সঙ্গে ট্রঞ্চও নামাতে হয়েছে পুজোর দিনে । তার মধ্যেই ব্রেকিং নিউজে জানা যায় নন্দীগ্রামের একটি কলেজেও পুলিশি নিরাপত্তায় সরস্বতী পূজা হচ্ছে । এ সবেই পুলিশের সহায়তায় সরস্বতী পুজোর আয়োজনের চূড়ান্ত বাধা

বিপত্তিতে এপার বাংলার মৌলবাদী শক্তির পরিচয় অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সামনে চলে আসে। অথচ তা নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলেও অদ্ভুত নীরবতা লক্ষ করা যায় ! এ তো আমাদের অচেনা বাংলা !

আসলে মানবিক পরিচয়কে অস্বীকার করে যখন মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ই তার অস্তিত্ব মনে হয়,তখন তাতে পারস্পরিক ধর্মীয় বিদ্বেষ অনিবার্য হয়ে ওঠে । আবার ধর্মীয় চেতনায় উগ্র ধর্মান্ধতায় মৌলবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তার শুধু সময়ের অপেক্ষা । বাংলাদেশে তারই সদ্য পরিচয়ে স্বাভাবিক ভাবেই এপার বাংলার বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেও সক্রিয় হয়ে ওঠে । যেখানে প্রতিবেশী দেশকে আক্রমণ করাই দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা হয়ে ওঠে,সেখানে অন্য ধর্মের বা বিধর্মীদের প্রতি ধর্মীয় বিদ্বেষ অত্যন্ত স্বাভাবিক । আবার ধর্মীয় পরিচয় বড় হয়ে উঠলে ধর্মের ধ্বজাও প্রসারিত হয়। অন্যের ধর্মকে আঘাত করাতেও শক্তি প্রদর্শন থেকে আত্মজাহির আয়োজন সক্রিয় হয়ে ওঠে । ওপার বাংলায় সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের ধর্মীয় পূজাদিতে বারবার আক্রমণের ধারাতেই তা প্রতীয়মান হয়ে চলেছে । এখনও সেই ধারা অব্যাহত । অন্যদিকে এই বাংলায় ধর্মীয় বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিতে পারেনি। সেখানে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তির জাগরণে এপার বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহাবস্থান যে ব্যাহত হতে পারে,তার মনে করার জন্য কষ্ট কল্পনার প্রয়োজন পড়ে না । 'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায় ?' বিশ্বাসের বাতিঘর নিভে গেলে, শুধু অবিশ্বাস জেগে ওঠে না, তার সন্দেহ আতঙ্ক ছড়ায় । শুধু তাই নয়, ধর্মীয় পরিচয়ই যখন একমাত্র হয়ে ওঠে,তখন ধর্মীয় ধ্বজা ধারণ করে বেঁচে থাকার লড়াই শুরু হয়ে যায়, অন্য ধর্মের মানুষকে অস্বীকার করার প্রবণতায় তাদের ধর্মীয় পূজা-উৎসবকে বানচাল বা বন্ধ করায় নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করে। শুধু তাই নয়, সেখানে উগ্র ধর্মান্ধতায় সমাজ বা সংস্কৃতিবোধও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সরস্বতী পূজা তো শুধু হিন্দুদের পূজা হয়ে থাকে, তা বাঙালির শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মনীষীর কথাও সেখানে অমান্য হয়েছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২৮-এ ব্রাহ্মদের পরিচালিত সিটি কলেজে রবীন্দ্রনাথ সরস্বতী পুজো করা নিয়ে বিতর্কে বিপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। আজও সরস্বতী পুজো সগৌরবে চলেছে । সেখানে হিন্দুদের পূজা বলে নয়, বাঙালির সংস্কৃতিতেই তার বিস্তার । শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে সরস্বতী পূজাকে বাঙালি উৎসবে মিলিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে ধর্মীয় ধ্বজায় যখন একপক্ষ নিষেধাজ্ঞায় আত্মজাহিরে সক্রিয় হয়ে ওঠে, অন্যপক্ষও তার মধ্যে ধর্মীয় অস্তিত্ব বিপন্ন বলে জলজ্যান্ত প্রমাণ দেখিয়ে পাল্টা পালে হাওয়া নেওয়ায় আত্মশক্তির জাগরণে প্রয়াসী হয়। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় সংকট হাতিয়ার করে রাজনৈতিক সুবিধা লাভে ক্ষমতায়নের সুযোগ খোঁজে । সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদীর শক্তি প্রদর্শনী প্রতিযোগিতাই সময়ান্তরে সাম্প্রতিক দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে, ঝরে যেতে পারে অসংখ্য তাজা প্রাণ, নেমে আসতে পারে শ্মশানের শান্তি । তাতে অবশ্য আধিপত্যকামী মৌলবাদীদেরই লাভ। তাদের শুধু যেনতেন ভাবে ক্ষমতা ভোগ করাই লক্ষ্য । এজন্য তাদের কাছে যুদ্ধ মানেই ধর্মযুদ্ধ হয়ে ওঠে ।

অন্যদিকে রসবতী সরস্বতীও বিদ্যাশিক্ষা ও সংস্কৃতির অস্ত্রে যুদ্ধ করার সামিল করেন। আসলে জীবন মানেই যুদ্ধ । এজন্য জীবনকে গড়ে তুলতেও জীবনযুদ্ধ জরুরি । সেই জীবনযুদ্ধের দেবী সরস্বতী আমাদের সহায়। সেখানে সাধনার সারদা সরস্বতী আমাদের জীবনযুদ্ধে এগিয়ে দেন। তাঁর হাতে কোনও অস্ত্র নেই, আছে সুরেলা বীণা। শ্বেতশুভ্র সরস্বতীর সঙ্গে সারস্বত সাধনার যোগ অত্যন্ত নিবিড় । শুধু তাই নয়, তাঁর বাহন রাজহাঁস আমাদের কাছে পরমহংস হয়ে ওঠে। জল থেকে দুধ আলাদা করে খেতে পারে এই রাজহাঁস । শিক্ষার লক্ষ্যেই থাকে বাছাইয়ের আভিজাত্য। ভালো মন্দ,আলো অন্ধকার, সৎ অসৎ প্রভৃতির মধ্যে বেছে চলার শিক্ষাও সরস্বতীর বাহনের মধ্যে প্রতীয়মান । শুধু তাই নয়, পলাশের মতো গন্ধহীন ফুলও দেবীর কৃপায় আভিজাত্য লাভ করে। প্রাকবসন্তে দেবী সরস্বতীর পুজোর মধ্যেই কচিকাঁচা থেকে তরুণ-তরুণীরা জীবনে বর্ণরঙিন বাসন্তিক আবহ খুঁজে পায় ,নতুন জীবনের পরশ লাভ করে। এজন্য এই পূজা শিক্ষায়তনের পরিসর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাশোভন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে । দিনচারেকের শারদোৎসবের পরে বাগদেবীর একদিনের পুজোতেও আয়োজনের ঘনঘটা, উৎসবমুখর বিস্তার । স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রতি মৌলবাদীদের অস্তিত্ব জাহির অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশের মৌলবাদী অভ্যুত্থানের প্রভাব যে সেক্ষেত্রে এপার বাংলার স্পর্শকাতর পরিসরে কোনওভাবে মাথাচাড়া দিতে পারে,তার পরিচয় গণমাধ্যমেই প্রকট হয়ে উঠেছে এবার। অসংখ্য বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য সর্বত্র যে ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রভাব বা যোগসূত্র নেই, দলীয় বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বর্তমান,তাও অনস্বীকার্য । কিন্তু তাতে মৌলবাদী চেতনার নিম্নমুখী চলনে উপরের সব ধারার জল একজায়গায় পড়ার মতো সব ঘটনাই একাধারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে মিলে যায় । তার সুযোগ নিয়ে যাতে পালে হাওয়া লাগিয়ে তা পারস্পরিক ধর্মীয় অস্তিত্বের ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী লড়াইয়ে পরিণত না হয়, সেদিকে রাজ্য সরকারের সতর্ক দৃষ্টি ও সমূলে বিনাশে দল-মত,জাত-ধর্ম কিছু না দেখে কঠোর পদক্ষেপ একান্ত জরুরি । ভোটরাজনীতিতে তা না করলে তা অচিরেই হাতের বাইরে চলে যাবে, ওপার বাংলার মতো এপারেও বাঙালির পরিচয়ের চেয়ে হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মীয় অস্তিত্ব বড় হয়ে উঠবে। একটি সোনার বাংলা হারিয়েও আমরা এখনও মানুষ, মনেপ্রাণে বাঙালি।

বিস্মৃতির অতলে স্বদেশপ্রেমী গোবিন্দপ্রসাদ

সুদর্শন নন্দী

বাঁকুড়ার কথা বললেই সাধারণভাবে মনে আসে এক পিছিয়ে পড়া জেলার কথা, গরীব চাষিবাসী, আদিবাসী সম্বলিত জঙ্গলমহলের একটি অংশের কথা, যাদের ভাষ্য অনুকরণ করতে অনেকেই কথায় কথায় হবেক, যাবেক শব্দগুলি বাংলাভাষায় জুড়ে দেন। একথা সত্য যে তুলনামুলকভাবে বাঁকুড়া একটি অনুন্নত জেলা এখনো। কিন্তু এই বাঁকুড়া যে রত্নগর্ভা সেটি মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন রয়েছে। এই বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে শৌর্যবীর্যের প্রতীক মল্লরাজারা প্রায় একহাজার বছর রাজত্ব করেছেন কোন বহিরাগত শাসকের কাছে মাথা নত না করে। বিষ্ণুপুরের মন্দিরশিল্প থেকে সঙ্গীত ঘরানা বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছে তাঁদের আনুকূল্যে। আর সামগ্রিকভাবে বাঁকুড়ার গর্বের কথা বললে আসে সেই মহামানব মানবীদের কথা যারা বাঁকুড়ায় জন্মগ্রহণ করে জেলাকে গর্বিত করেছেন সেই মা সারদাদেবীর কথা, ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজের কথা, শিল্পী যামিনী রায়ের কথা, প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা, সঙ্গীতগুরু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আর অবশ্যই স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে সমাজসেবী গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের কথা যিনি বাঁকুড়ার গান্ধীজি নামে সমধিক পরিচিত। সত্যি বলতে কি, গান্ধীজির মতো তিনিও চেয়েছিলেন মানুষ সৎ, ন্যায়পরায়ণ, নির্ভীক এবং নির্লোভ হোক। তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের বলতেন, সবসময় ক্ষমতার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে মানবিকতার আদর্শে মানুষের কল্যাণের জন্য, দেশের গঠনমূলক কাজের জন্য আত্মনিয়োগ করতে। অন্যদিকে, শেষ জীবনে তিনি গান্ধীজির মতোই নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, মানুষের মধ্যে ত্যাগের জায়গায় লোভের বাসনা, সেবার জায়গায় ভোগের বাসনা দেখে তিনি গুটিয়ে গিয়েছিলেন।

এই আলোচনা সেই মহামানবকে নিয়ে। আর সেই মহামানবকে জানতে হলে জানতে হবে বাঁকুড়া শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তাঁর সৃষ্টি অমরকাননকে। গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের এই স্থান আজ এক পুন্যভুমিও।

ছোট্ট জায়গা অমরকানন। শাল মহুয়া গাছ, দামোদরের শাখা ছোট্ট নদী শালি, কোরা পাহাড়, অদূরে ড্যাম, আর রামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম। পূর্বনাম অমরকানন আশ্রম। যাদের পদস্পর্শ এই পুন্যভুমিতে পড়েছে তারা হলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ, বাসুদেবানন্দ মহারাজ, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ, ভুতেশানন্দ মহারাজ, রঙ্গনাথানন্দ মহারাজ, গহনানন্দ মহারাজ, লোকেশ্বারানদ মহারাজ, প্রমুখেরা। এসেছেন মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ডঃশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, শ্রদ্ধেয় জয়প্রকাশ নারায়ন, বিনোবা ভাবেখ

প্রত্যন্ত বাঁকুড়ার একটি ব্লক গঙ্গাজলঘাটি। বাঁকুড়া রানীগঞ্জ (এখন এন এইচ ৬০) রাস্তার উপর পড়ে এই গঙ্গাজলঘাটি। একসময় ছিল গভীর জঙ্গলে ঘেরা। এই এলাকা থেকেই স্বদেশী আন্দোলন পরিচালিত হত বাঁকুড়া জেলায়। এলাকার স্কুল, আশ্রম, পথঘাট; সবেতেই যেন আজও রয়েছে সেই ইতিহাসের ছোঁয়া। আগেই বলেছি, মহাত্মা গাঁধী, নেতাজি থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে নজরুল ইসলাম, সবাই এসেছেন এখানে। আর এই সবের পিছনে রয়েছেন একজন। তিনি গঙ্গাজলঘাটির মানুষ গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ।

গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের কনেমারা গ্রামে গোবিন্দপ্রসাদবাবুর জন্ম ১৮৮৯ সালের ২২শে মে। ক্ষত্রিয় (রাজপুতানা) বংশধর হলেও জমিদার ঘরের সন্তান। পরবর্তীকালে গোবিন্দবাবুর নামেই এই গ্রামের নাম হয় গোবিন্দধাম।

ছোটবেলা থেকে আর্তের সেবায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই গোবিন্দপ্রসাদের মনে অঙ্কুরিত হয় দেশপ্রেমের বীজ। বাঁকুড়া থেকেই বি এ পাশ করেন তিনি। পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তির

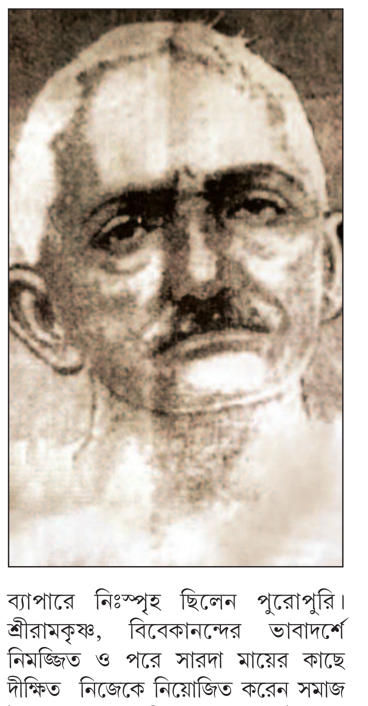

ব্যাপারে নিঃস্পৃহ ছিলেন পুরোপুরি। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে নিমজ্জিত ও পরে সারদা মায়ের কাছে দীক্ষিত নিজেকে নিয়োজিত করেন সমাজ উন্নয়ন,সংস্কার ও শিক্ষার প্রসারে। এই সময় গঙ্গাজলঘাটি এম ই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ নিযুক্ত হন তিনি। পরিচিত হন 'মাস্টার মশাই' নামে। গোবিন্দবাবু গঙ্গাজলঘাটির এম ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে ছিলেন। পরে এই স্কুলকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিবর্তন করেন তিনি। বিদ্যালয়ে শুরু হল স্বামীজির গ্রন্থপাঠ, গীতা পাঠ। শুরু হল ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ। জাতীয় বিদ্যালয়ে গোবিন্দবাবু পেলেন একদল যুবককে। এদের অনেকেই বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক স্বদেশপ্রেমী। দুঃখের বিষয় অমরনাথ জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বর্ধমানের দাঁইহাটের কালিকাপুরে (নিজের গ্রাম) গিয়ে কালাজ্বরে প্রয়াত হন।

ওই বছর (১৯২৪) প্রয়াত অমরনাথের স্মৃতির উদ্দেশে গোবিন্দপ্রসাদ গঙ্গাজলঘাটির স্থানীয় মাছরাঙার ডাঙা এলাকার নাম রাখেন অমরকানন । গড়ে তোলেন অমরকানন আশ্রম। আশ্রমের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির নির্মিত হয়। ১৯২৫ সালের ২রা জুলাই দ্বারোদ্ঘাটন করেন মহাত্মা গান্ধী (তখনো তিনি মহাত্মা হননি)। গাঁধীজির সাথে ছিলেন বিদ্রোহি কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি এই আশ্রমে বসেই রচনা করেন 'অমরকানন সঙ্গীত'। রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাথে দীর্ঘদিন জড়িত বীরেন কুমার সিংহ দেখালেন সেই মাটির ঘরটি যেখানে মহাত্মা গান্ধী বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। আরেক আশ্রমিক সত্যবানবাবু দেখালেন যে গাছের নীচে বসে কাজী নজরুল অমরকানন লিখেছিলেন।

কথায় কথায় আশ্রমের কর্মী শান্তিময় ব্যানার্জি বললেন, ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গের বন্যা হোক, ১৯১৫ সালের দুর্ভিক্ষ হোক বা ১৯৬৭ সালের খরা, গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ চব্বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করছেন মানুষের সেবায়, মানুষের মুখে অন্ন জোগানোর অদম্য প্রচেষ্টায়।

আশ্রমের বাইরে কথা বলি একসময় যিনি নিজেও ছিলেন সেবাদল আশ্রমের সাথে দীর্ঘদিন জড়িত সেই ফল ব্যবসায়ী গুরুপ্রসাদ মিত্রের সাথে। বললেন, বাঁকুড়া জেলায় গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের অবদান চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে বাঁকুড়াবাসীর কাছে বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায় ও গরীব কৃষি মজুরদের হৃদয়ে।

গোবিন্দপ্রসাদ বাবুকে যিনি কাছ থেকে দেখেছেন তিনি বর্ষীয়ান শিক্ষক(৮৭ বছর) পাশের মাড়োয়া গ্রামের বানীপ্রসাদ সিংহ। তিন কিলোমিটার দূরে তার বাড়িতে গেলাম। কিন্তু অসুস্থ থাকায় বিশেষ কথা বলতে পারলেন না। জানালেন, ১৯৩২ সালে গাঁধীজির ডাকে দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলনে গোবিন্দপ্রসাদবাবুর নেতৃত্বে আন্দোলন হয়েছিল বাঁকুড়া জেলা জুড়ে। গ্রেফতার হন গোবিন্দপ্রসাদবাবু-সহ বহু আন্দোলনকারী।

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৪০ সালের ২৮ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র বসু গঙ্গাজলঘাটিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি সভা করতে আসেন। নেতাজি কংগ্রেসে থাকাকালীন গোবিন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। অন্যদিকে তাঁর যোগাযোগ ছিল হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাথেও। সত্যি বলতে কি, রাজনৈতিক ভাবে শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু মহাসভা বা সুভাষের ফরোয়ার্ড ব্লকের সাথে আদর্শগত ফারাক থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পর্কে তার প্রভাব কোন নেতা বা বন্ধুর সাথে কখনও পড়েনি।

গোবিন্দপ্রসাদবাবুর নেতৃত্বে এই জেলায় কংগ্রেসের জোরালো সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ১৯২১ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে আসা গোবিন্দপ্রসাদ দীর্ঘকাল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন। তবে, স্বাধীনতা লাভের পরে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যান। কিন্তু ১৯৫০য়ের দাঙ্গায় তিনি যেভাবে নিজে আশ্রয় দিয়ে অসংখ্য সংখ্যালঘু মানুষকে বাঁচিয়ে ছিলেন তা আজ অনেকেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। ১৯৫৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বরে তাঁর মৃত্যু হয় নিজের হাতে গড়া আশ্রমেই। যে জায়গায় তিনি পড়ে মারা যান সেখানে নির্মিত হয়েছে ফলক। আর সেই সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় বাঁকুড়ার এক সোনালি অধ্যায়।

বাঁকুড়ার মানুষ গোবিন্দবাবুর স্মৃতি রক্ষার্থে তৈরি করেছে অমরকানন গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়, উখড়াডিহি গোবিন্দপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয়, কনেমারা গ্রামের নাম পরিবর্তন করে রেখেছে গোবিন্দধাম। এ ছাড়া, বাঁকুড়া শহরে রয়েছে গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ রোড। রয়েছে গোবিন্দনগর হাসপাতাল।

অমরকানন দেশবন্ধু স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও গোবিন্দপ্রসাদের জীবনিকার দীপককুমার অগ্নিহোত্রী তাঁর গোবিন্দ দর্পণে লিখেছেন, বাঁকুড়ায় গোবিন্দপ্রসাদবাবুর নেতৃত্বে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল স্বদেশী আন্দোলন। তবে ইতিহাসের পাতাতে তার ঠাঁই হয়নি। কোথাও লেখা হয়নি গোবিন্দপ্রসাদবাবুর নামও। অথচ এই মানুষটার জীবনকে জনগণের সামনে তুলে ধরা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুব জরুরি।

ছোট গল্প

আশ্রয়

মতিউর রহমান

রাত তখন দুটো। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সারা শহর । পথের দু'পাশে সারি সারি হ্যালোজেন বাতি জ্বলছে। একটি কুচকুচে কালো রঙের স্করপিও গাড়ি সব আলো জ্বেলে দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ৩৪ নম্বর চৌধুরী ভিলার দিকে। গাড়িটি এসে থামল চৌধুরী ভিলার মূল গেটের সামনে। নৈশ প্রহরী তখন ঘুমে ঢুলছে। স্করপিও থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে পড়লেন বাংলা সিনেমার বিখ্যাত অভিনেতা ধ্রুব চৌধুরী। পরনে সাদা ট্রাউজারের উপর কালো স্যান্ট্রো গেঞ্জি। মাথায় অবিন্যস্ত চুল। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। আপাতদৃষ্টিতে তাকে দেখে বড়ই বিপন্ন বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল। সেলুলয়েডের পর্দার সেই টল হ্যান্ডসাম রোমান্টিক হিরো ধ্রুবর সঙ্গে এই ধ্রুবর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। গাড়ি থেকে নেমে ধ্রুব দ্রুত পায়ে পৌঁছে যায় পরমার ঘরের সামনে। সে কলিংবেলের সুইচ টেপে। ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। ধ্রুব আবার সুইচ টেপে। এবারেও কোন সাড়া নেই। তৃতীয় বারের বেলায় ভিতর থেকে একটা আওয়াজ শোনা যায়।

— এত রাত্রে কে আবার? আড়ষ্ট কণ্ঠে বিড়বিড় করতে করতে পরমা দরজার দিকে এগিয়ে আসে। পরমা, বাংলা সিনেমার এক নম্বর নায়িকা তখন নীল নাইটি পরে যতই ঘরোয়া পোশাকে থাকুক না কেন তার চোখ মুখ দিয়ে রূপের জ্যোতি যেন ঠিকরে পড়ছিল। ঢুলুঢুলু চোখে সে দরজা খুলে দেয়। দরজা খুলেই সে ভীষণ অবাক হয়ে যায়। দ্বিধামিশ্রিত কণ্ঠে বলে, আপনি এত রাত্রে? সরাসরি তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ধ্রুব বলে ওঠে, তুমি আমাকে আশ্রয় দেবে পরমা? পরমা ধ্রবর কথার মানে বুঝতে পারেনা । কি উত্তর দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

— ধ্রুবদা ভিতরে আসুন। সাময়িক দ্বিধা কাটিয়ে বলে পরমা। ধ্রুব ভেতরে প্রবেশ করে।

বিশাল ফ্ল্যাটে পরমা একাই থাকে । ফিল্ম কেরিয়ারে সে এখন সাফল্যের উত্তুঙ্গ শিখরে। চরম ব্যস্ততার কারণে বিয়েটা এখনও করে উঠতে পারেনি। ফ্লিম ইন্ডাস্ট্রিতে ধ্রুব পরমার পরম বন্ধু। তাদের মধ্যে একটা অন্য সম্পর্কের চারা জন্ম নেয়। ইদানিং ধ্রুবর পারিবারিক জীবনে অশান্তির কারণে তাদের সম্পর্কের চারাগাছটা বর্ষার জল পেয়ে চড়চড় করে বেড়ে উঠছিল। ক্রমেই পরমা ধ্রুবর জীবনে শান্তি আর সান্তনার আশ্রয় হয়ে ওঠে। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ধ্রুব বলে, একগ্লাস জল দেবে? ফিল্টার থেকে একগ্লাস জল এনে পরমা ধ্রুবর মুখের সামনে ধরে তারপর খাটের উপর পাশে বসে কৌতূহলী কণ্ঠে পরমা জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার বলুন তো, হঠাৎ করে এত রাতে...।

— তোমার কাছে চলে এলাম।

— চলে এলাম মানে! উদগ্রীব হয়ে পরমা জানতে চায়।

ধ্রুব তার চোখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা উদাসীন ভাবে বলে, তোমার কাছে চিরদিনের জন্য চলে এলাম। পরমা ধ্রুবর কথা বিশ্বাস করতে পারেনা। তার মনে সন্দেহ আর সংশয় দূর হতে চায় না। সে আরও কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ধ্রুবর হাত দুটো ধরে তাকে কাছে টেনে বলে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলুন তো আপনি সত্য বলছেন।

ধ্রুব তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ, পরমা, আমি সত্যি বলছি।

পরমা তখন তাকে বাস্তবটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, আর আপনার স্ত্রী? ধ্রুব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি ওই নরকের কথা আর বোলো না।

— নরক! আপনার এত দিনের জীবনসঙ্গী আজ নরক হয়ে গেল! কিন্তু কেন? কৌতূহলী কণ্ঠে পরমা জিজ্ঞাসা করে।

— ওর কথা বলে আর আমার বুকের জ্বালাটা বাড়িয়ে দিও না, দিনরাত ঝগড়া-ঝামেলা অশান্তি আমার একদম ভালো লাগে না। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে যায় ধ্রুব। একটু থেমে আবার বিড়বিড় করে স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে সে বলে চলে, এই যে দেখছো সারাদিন আমার চারপাশে এত প্রচারের আলো, গ্ল্যামার, নাম-খ্যাতি-যশ কোন কিছুই আমাকে শান্তি দিতে পারে না। নর-নারীর সম্পর্কগুলো এখানে কেমন কৃত্রিম। এই কৃত্রিম প্রাণহীন সম্পর্কগুলো আমাকে বড়ই ক্লান্ত করে তোলে। সারাদিন এত ব্যস্ততার মধ্যে কাটানোর পর বাড়ি ফিরে গিয়ে যখন একটু স্বস্তি একটু শান্তি খুঁজি তখন শ্রাবণীর চোখে মুখে আগুন — এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কোন নায়িকার সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলে? কেন গিয়েছিলে? ঝাঁক ঝাঁক প্রশ্নবাণে আমি বিদ্ধ হয়ে যাই। উত্তর মনমতো না হলে ঝগড়া অশান্তি। এসব আমার আর ভালো লাগেনা।

গভীর মনোযোগ দিয়ে পরমা সব শোনে। তার মনের মধ্যে খানিকটা স্বস্তি আর নির্ভরতা বাসা বাঁধে। সে ধ্রুবর হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে তার মুখের দিকে ঝুঁকে মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলোকে ঠিক করে দেয়। ধ্রুব পরমাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এরপরেও তুমি বলবে আশ্রয় দেব না, তাইতো?

পরমা মৃদু কণ্ঠে তাকে খানিকটা নির্ভরতা জুগিয়ে বলে, সবই তো বুঝলাম কিন্তু শ্রাবণীর সঙ্গে আপনার সাতপাকে বাঁধা সামাজিক সম্পর্কটার কি হবে?

ধ্রুব তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বলে, সম্পর্ক! একে তুমি সম্পর্ক বলো, পরমা।

— কেন , এতদিন তার সঙ্গে চার দেওয়ালের ভিতর একসঙ্গে কাটালেন, এটা কি সম্পর্ক নয়?

চার দেওয়ালের ভিতর দুজন নর-নারী একসঙ্গে থাকলেই বুঝি সম্পর্ক গড়ে ওঠে? গড়ে ওঠে আশ্রয়? যেখানে ভালোবাসা নেই, বোঝাপড়া নেই, বিশ্বাস নেই সেখানে কখনো সত্যিকারের সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ভঙ্গুর সম্পর্কের ভিতে কখনো আসল আশ্রয় গড়ে উঠতে পারেনা। তুমি আমাকে আর ওখানে ফিরে যেতে বলো না। আমি বড় হাঁপিয়ে উঠেছি। ওখানে ফিরে গেলে আমি মরে যাব — এক নিঃশ্বাসে বলে যায় ধ্রুব।

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব থাকে। পরমা কিছু বলছে না দেখে কৌতূহলী কণ্ঠে ধ্রুব বলে ওঠে, তুমি তাহলে আমাকে আশ্রয় দিচ্ছ তো? পরমা কোন উত্তর দেয় না। একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ধ্রুবর চোখের দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মমতামাখা হাতে সে ধ্রুবর মাথায় হাত বোলাতে থাকে। তারপর মৃদু হেসে মাথা নাড়ে। ক্লান্ত ধ্রুব পরমার কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমায়।